ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

শান্তির পক্ষেই সওয়াল জ়েলেনস্কির
জবাব ট্রাম্পের কটাক্ষের বিদেশ

অনুপম রায়ের কলমে বসন্ত ও প্রেমের কথা
রবিবাসরীয়

উত্তরাখণ্ডে তুষারধসে মৃত ৪, শিলাবৃষ্টি রাজস্থানে
অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি ৮

গ্রুপ শীর্ষে থাকার লড়াই রোহিতদের
সামনে নিউ জ়িল্যান্ড খেলা

epaper.anandabazar.com | কলকাতা ১৮ ফাল্গুন ১৪৩১ রবিবার ২ মার্চ ২০২৫ শহর সংস্করণ ৭.০০ টাকা | ৪৪ পাতা | XXCL

এক নজরে

তালিকা-বিতর্কে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা ভোটার তালিকা 'স্ক্রুটিনি' করছেন। আবার শান্তিপুরের বিডিও ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সর্বদল বৈঠক ডাকায় রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) দিব্যেন্দু দাসকে অভিযোগ জানান শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের দাবি, বিষয়টি জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে জানান ভারপ্রাপ্ত সিইও। পৃঃ ৬

আজ আবহাওয়া

গত কাল

সর্বোচ্চ ৩২.৭° (+১.১)
সর্বনিম্ন ২৩.৪° (+৩.১)
আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০% এবং ৪৩%
বৃষ্টিপাত: হয়নি

ভবিষ্যৎ কী, মেয়েকে নিয়ে বাবা আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা

মুখোমুখি এক দড়িতেই ঝুলছে বাবা এবং মেয়ের মৃতদেহ! সিলিংয়ে লোহার হুকের সঙ্গে যে নাইলনের দড়ি দিয়ে মেয়ের শরীরের উপরের অংশ পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো হয়েছে, সেই দড়ি জড়ানো বাবার গলাতেও। যে ঘরে এই ঘটনা, সেখানেই টিভিতে তারস্বরে খেলার কমেন্ট্রি চলছে। জানলা-দরজা সবই ভিতর থেকে ভেজানো।

শুক্রবার রাতে পর্ণশ্রীর হো চি মিন সরণির একটি দোতলা বাড়ির একতলা থেকে এই অবস্থাতেই উদ্ধার করা হয় এক ব্যক্তি এবং এক তরুণীর মৃতদেহ। পরে জানা যায়, তাঁরা বাবা ও মেয়ে। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ যায় ও মৃতদেহ দু'টি বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। গভীর রাতে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পর্ণশ্রী থানা। শনিবার ওই মৃতদেহের ময়না তদন্ত হয়েছে। কিন্তু ঠিক কী কারণে মৃত্যু তা পুলিশের তরফে রাত পর্যন্ত স্পষ্ট করা হয়নি।

প্রতিবেশী এবং মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জেনেছে, ২৩ বছরের ওই তরুণীর নাম সৃজা দাস। তাঁর অটিজ়ম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার ছিল। অন্য দেহটি সৃজার বাবা বছর তিপ্পান্নর স্বজন দাসের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আসুতি কালীতলা থানা

এর পর পৃঃ ৫

পড়ুয়াদের বিক্ষোভে অবরুদ্ধ ব্রাত্য বসু ■ মন্ত্রীর গাড়ির ধাক্কায় আহত ছাত্র ■ সামাল দিতে রাস্তায় র‍্যাফ

যাদবপুরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব সংবাদদাতা

ছাত্রছাত্রীদের ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ির কনভয়। গাড়ির কাচ ভাঙা। গাড়ি ধরে ঝুলছেন কোনও কোনও পড়ুয়া। এক সময়ে ওই জটলার মধ্যেই সেই গাড়ি তীব্র গতিতে বেরোতে দেখা গেল। পর ক্ষণেই ছাত্রছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ ভিড়টার পাশে চোখে পড়ল, মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে নীল চেকশার্ট, জিন্সধারী এক তরুণ।

শনিবার দুপুর ১২টা-সাড়ে ১২টা থেকে টানা কয়েক ঘণ্টা ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে, বিকেলে ক্যামেরায় ধরা পড়া এই মুহূর্তটি তার তুঙ্গ মুহূর্ত বলা যায়। মন্ত্রীর গাড়ির ধাক্কায় রক্তাক্ত ওই তরুণ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়। অনেকের মতে, অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ইন্দ্রানুজ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে যাদবপুরেরই একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আর এক ছাত্র অভিনব বসুর পায়ের উপর দিয়ে তৃণমূল সমর্থিত অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রের গাড়ির চাকা চলে গিয়েছে বলে অভিযোগ। দু'জনেই বাম ছাত্র সংগঠনের সদস্য।

> আমরা গাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। বললাম, স্যর দাঁড়ান, কথা বলব। ওই অবস্থায় গাড়ি স্টার্ট করে এগোনো শুরু করে। পিছন দিকে দৌড় শুরু করি, কিন্তু তখন আরও স্পিড বাড়িয়ে দেয়। ছিটকে পড়ি। মাথাটা যাতে চাকাতে না যায়, মাথা ঘুরিয়ে নিই। চোখের উপর দিয়ে চাকা চলে যায়।
>
> **ইন্দ্রানুজ রায়**
> আহত ছাত্র

অভিনবের বাবা অমৃত বসু হাওড়ার সাঁকরাইলে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, "প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে

এর পর পৃঃ ৫
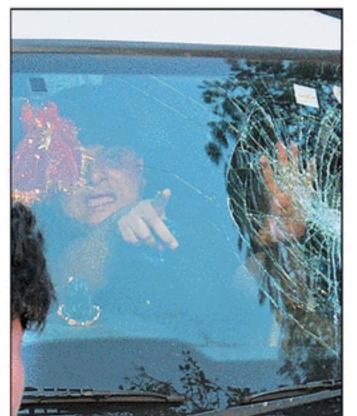
■ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়িতে হামলার ফলে ভেঙে যায় গাড়ির কাচ। (ডান দিকে) তাঁর গাড়ির উপরে উঠে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এক ছাত্র। (নীচে) মন্ত্রীর গাড়ির ধাক্কায় আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়। *নিজস্ব চিত্র*

আনন্দবাজার পত্রিকা শব্দছক ৮৬৩৭

পাশাপাশি
৭ অতিরিক্ত ভিড়ে নাজেহাল। ৮ সম্মানিত বা সংবর্ধিত। ৯ নাগদের বাসভূমি, পাতাল। ১০ ভোজনপাত্র। ১১ কেবলমাত্র বই পড়ে নয়, স্বহস্তে কৃত। ১২ পদ্মবন্য উৎপাদনের স্থান। ১৩ মহাপুরুষের মৃত্যু। ১৫ রাজকার্য পরিচালনার জন্য রাজা যে সভায় বসেন। ১৮ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী। ২১ "...তব আহ্বান প্রচারিত...।" ২২ মনের ইচ্ছা। ২৪ তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া। ২৫ সমবেত, মিলিত। ২৭ ধনুকের ছিলা আকর্ষণের শব্দ। ৩১ মার্জিত সুরুচিসম্পন্ন। ৩২ ব্যবহার করতে হবে এমন। ৩৪ প্রয়োজনের অভাব, প্রয়োজনহীনতা। ৩৭ নায়কের পদ বা বৃত্তি। ৩৮ প্রিয় দেশজাত। ৩৯ মর্মস্থল। ৪০ কৌতুকাসক্ত।

উপর-নীচে
১ উঠেপড়ে, সোৎসাহে। ২ দলের অন্তর্গত গোষ্ঠী। ৩ ভিতর, মধ্যবর্তী স্থান। ৪ অত্যন্ত ভীত ও ভরসাহীন হওয়া। ৫ সেনাধ্যক্ষের কাজ। ৬ বৈকুণ্ঠপুরী। ১১ উপস্থিতি। ১৪ জিনিসের দাম ও কেনাবেচার নিষ্পত্তি। ১৬ হাতির মতো কিন্তু শুঁড়হীন জলজন্তু। ১৭ রক্তক। ১৮ অশ্বিনীকুমারদ্বয়—নাসত্য ও দস্র। ১৯ অমনোযোগী। ২০ বকুনি, তিরস্কার। ২২ মমতা, বাৎসল্য প্রভৃতি নারীসুলভ গুণ। ২৬ কর্তব্য স্থিরকরণে অসমর্থ। ২৮ দন্ত। ২৯ নানা বর্ণ রঞ্জিত মূর্তি। ৩০ জনগণের প্রতিপালক বা নেতা। ৩৩ ঘূর্ণিবায়ু বিশেষ। ৩৫ প্রথমে উল্লিখিত। ৩৬ অধিকাংশ লোক ভালবাসে এমন।

সমাধান ৮৬৩৬

দিনপঞ্জিকা

দৃকসিদ্ধ: ১৮ ফাল্গুন, রবিবার, ২ মার্চ। তৃতীয়া তিথি রাত্রি ৯-০৩ পর্যন্ত ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র দিবা ৯-০ পর্যন্ত। বারবেলা দিবা ১০-২২ গতে ১-১৫ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৬-৪৯ গতে ৯-৫৩ মধ্যে ও রাত্রি ৭-১৬ গতে ৮-৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ৬-৪৯ মধ্যে ও ১২-২৮ গতে ১-৪৪ মধ্যে। রাত্রি ৬-২৬ গতে ৭-১৬ মধ্যে ও ১২-১৩ গতে ৩-৩৩ মধ্যে। **অন্য পঞ্জিকা:** ১৭ ফাল্গুন, রবিবার, ২ মার্চ। তৃতীয়া তিথি রাত্রি ১২-৩৮ পর্যন্ত ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র দিবা ১২-০৯ পর্যন্ত। বারবেলা দিবা ১০-২২ গতে ১১-৪৮ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৬-৪৮ গতে ৯-৩৫ মধ্যে ও রাত্রি ৭-১৪ গতে ৮-৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ৬-৪৮ মধ্যে ও ১২-৫৭ গতে ১-৩৪ মধ্যে। রাত্রি ৬-২৪ গতে ৭-১৪ মধ্যে ও ১২-১৩ গতে ৩-৩২ মধ্যে।

পবিত্র রমজান মাসের প্রথম দিন তথা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মাসব্যাপী রোজা পালন আরম্ভ। ১ রমজান।

আজকের দিনটি

মেষ: কারও চক্রান্তে পরোক্ষতি ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাওয়ায় হতাশা গ্রাস করতে পারে। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও বাড়তি দায়িত্বের চাপে শরীর ও মন দুইয়ের থেকে মাসুল তুলে নিতে পারে। **বৃষ:** দুঃসাহসিক কাজ করতে ভালবাসলেও সতর্ক থাকা দরকার, নচেৎ বিপদ দেখা দিতে পারে। সচেতনতার অভাবে বা উদাসীনতায় বিশেষ সুযোগ হাতছাড়া হতে দেওয়া উচিত হবে না। **মিথুন:** শ্রম, দক্ষতা ও অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি না-মেলায় হতাশা। কর্তব্যে অবিচল থাকলে আখেরে শুভ ফলের আশা। পারিবারিক পরিবেশ স্বজনের কারণে প্রতিকূল হলেও মাথা ঠান্ডা রেখে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা ভাল। **কর্কট:** পৈতৃক ব্যবসায় আপাতত বাড়তি বিনিয়োগ স্থগিত রাখাই ভাল। ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ক সমস্যায় আত্মীয়দের সোহায়োপ করে লাভ নেই। সন্তানের বিজ্ঞানের গবেষণায় সাফল্যে গর্ব বোধ করবেন। **সিংহ:** প্রেমপ্রস্তাবে হঠাৎ কোনও পরিবর্তন দিশেহারা করে দিতে পারে। বহুদিন অপেক্ষার পর বিষয়সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার ফল অনুকূলে আসতে পারে। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে সময় লাগবে। **কন্যা:** বহুদিনের কোনও আশা পূরণ হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। সহকর্মীদের উস্কানিতে পা দিয়ে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ না-করাই ভাল। **তুলা:** ব্যবসায় নিরাপত্তি সত্ত্বেও আপাতত বাড়তি বিনিয়োগ না-করাই সমীচীন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিরোধে মানসিক অস্থিরতা বাড়তে পারে। **বৃশ্চিক:** মানহানি সংক্রান্ত বিষয়ক মামলার ফল পেতে দেরি হতে পারে। শেয়ার বা ফাটকায় বাড়তি বিনিয়োগ না-করাই ভাল, নচেৎ ক্ষতির আশঙ্কা। সময়মতো চিকিৎসায় গুরুজনের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে আপাতত উদ্বেগের অবসান। **ধনু:** কর্মক্ষেত্রে প্রশাসনিক দায়িত্ব বৃদ্ধি ও দূরে বদলির সম্ভাবনা। বকেয়া অর্থ পেতে দেরি হতে পারে। কোনও মহিলার থেকেও আপনাকে সহ্য করতে হবে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। **মকর:** ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্য সত্ত্বেও আপাতত কিছুদিন বাড়তি বিনিয়োগ না-করাই ভাল। প্রিয়জনের শুভ লাভ হতে পারে। **কুম্ভ:** কিছুটা আর্থিক সমস্যার কারণে সম্পত্তি সংস্কার ও নতুন নির্মাণের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখাই ভাল, ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা থাকলে আপাতত না-এগোনোই ভাল। **মীন:** বাক্যে ও ব্যবহারে সংযমের অভাবে কর্মক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা দিতে পারে। প্রয়োজনে বেশি খরচ করে নিজের ক্ষমতা জাহির করা ঠিক হবে না। সঞ্জয়

সময়

জোয়ার: দুপুর ১২টা ০৯ মিনিট এবং রাত ১২টা ২৩ মিনিট। **ভাটা:** বেলা ৩টে ১৬ মিনিট এবং রাত ৩টে ৩৩ মিনিট। **সূর্য:** উদয় সকাল ৫টা ৫৮ মিনিট এবং অস্ত বিকেল ৫টা ৪০ মিনিট।

আজ টিভিতে

সা রে গা মা পা (গ্র্যান্ড ফিনালে ২০২৫): জি বাংলা, সন্ধ্যা ৭-৩০।

জি বাংলা সিনেমা
সকাল ১১-৩০: পরিণীতা, **বেলা ২-০০:** অগ্নিপথ, **বিকেল ৫-০০:** প্রধান, **রাত ১০-০০:** মর্জিনা আবদুল্লা।

জলসা মুভিজ
বেলা ১-৩০: কী করে তোকে বলব, **বিকেল ৪-২৫:** বলো না তুমি আমার, **সন্ধ্যা ৭-৩৫:** কেলোর কীর্তি, **রাত ১০-৪০:** সেন্টিমেন্টাল।

কালার্স বাংলা
বেলা ২-০০: জোশ।

কালার্স বাংলা সিনেমা
সকাল ১০-০০: শুভদৃষ্টি, **বেলা ১-০০:** প্রতিবাদ, **বিকেল ৪-০০:** চ্যালেঞ্জ টু, **সন্ধ্যা ৭-৩০:** এমএলএ ফাটাকেষ্ট, **রাত ১০-৩০:** রিফিউজি।

ফ্যামিলি টেবল
এপিক
রাত ৮-৩০

আকাশ আট
বেলা ৩-০৫: অনুরোধ।

অ্যান্ড পিকচার্স
সকাল ৯-৪২: হ্যালো চার্লি, **বেলা ১১-৪৫:** ড্রিম গার্ল, **২-২৮:** গীতা গোবিন্দম, **বিকেল ৫-১৪:** মিশন রানিগঞ্জ- দ্য গ্রেট ভারত রেসকিউ, **রাত ৮-০০:** ক্রস লি: দ্য ফাইটার, **১০-৪৪:** বজরঙ্গি টু।

ডিডি বাংলা
সকাল ৭-০০: সকাল সকাল (**শিল্পী:** শোভন গঙ্গোপাধ্যায়), **৯-০০:** রূপকথা, **১০-০০:** কেটিবি- ভারত হ্যায় হম, **বেলা ১২-০২:** ঘরে বাইরে, **১-০২:** ক্লাসিক্যাল ডান্স, **১-৩০:** সাহিত্য সংস্কৃতি, **২-৩০:** বাংলা ছায়াছবি- রাতের রজনীগন্ধা (উত্তম, অপর্ণা), **বিকেল ৫-১৫:** ভাল থাকুন, **৫-৩০:** খেলা আর খেলা, **সন্ধ্যা ৬-০২:** সেরা পরিবার, **৭-৩০:** বাংলা ছায়াছবি- পরিণতি (অভিষেক, রেশমী), **রাত ১০-০০:** সংবাদ প্রবাহ, **১০-৩০:** নেপালি অনুষ্ঠান।
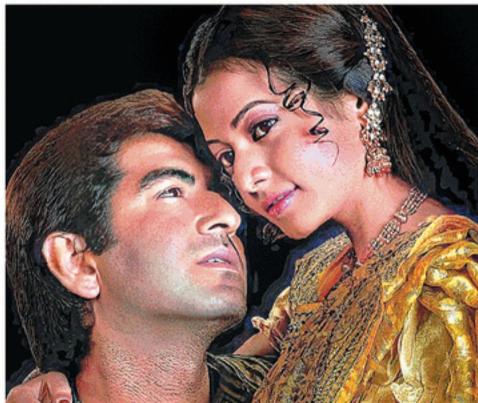
শুভদৃষ্টি: কালার্স বাংলা সিনেমা, সকাল ১০-০০।

ম্যানড্রেক

ওহো, আমার সঙ্গে এসো।
এটা কোনও মহা... হচ্ছে কী করে ভিতরে ঢুকলে তুমি? গেট তো তালাবন্ধ।

অরণ্যদেব

সিনেমা হল

বাংলা

ধ্রুবর আশ্চর্য জীবন
উড স্কোয়্যার ৪-১৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৪-৩৫, বিনোদিনী ১-৫৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৪-০০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৫-২০, পিভিআর অবনী ৪-১৫, লেকমল ৩-০০, সাউথ সিটি ৫-০৫, হাইল্যান্ড পার্ক ৫-৪০।

এই রাত তোমার আমার
উড স্কোয়্যার ৫-৫০, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৭-৩০, বিনোদিনী ৪-১০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৩-০০, সাউথ সিটি ২-৫৫।

সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই
উড স্কোয়্যার ৭-৫০, সাউথ সিটি ১২-১৫, এসভিএফ সিনেমা ৬-১৫।

বিনোদিনী-একটি নটীর উপাখ্যান
উড স্কোয়্যার ৩-০০, বিনোদিনী ৬-১০, সাউথ সিটি ১২-০৫।

হিন্দি

মেরে হাজবেন্ড কী বিবি
পিভিআর মানি স্কোয়্যার ১-৪০, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ১-৩৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ১-০০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৮-১৫, স্বভূমি ৪-০৫, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ২-৩০, মিরজ ৭-১০, পিভিআর অবনী ১-১৫, কোয়েস্ট ৪-৫০, ১০-৫০, ফোরাম ২-২০, লেকমল ১-২৫, সাউথ সিটি ১০-৫০, হাইল্যান্ড ৮-০০।

ছাওয়া
পিভিআর মানি স্কোয়্যার ৯-০০, ১০-২০, ১২-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০, ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, উড স্কোয়্যার ১১-০০, ১২-০০, ১-২০, ২-০০, ৫-০০, ৬-৫৫, ৮-০০, ১০-০০, ১০-৩০, রূপমন্দির ৪-১৫, ৭-০০, সোনালি ৪-৪৫, ৭-৪৫, ফোরাম রঙ্গোলি বেলুড় ৯-৩৫, ১১-০০, ১২-৫৫, ২-২০, ৪-১৫, ৫-৪০, ৭-৩৫, ৯-০০, ১০-৫৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৬-০০, ৭-০০, ৮-০০, ৯-২০, ১০-২০, ১১-২০, মিনার ৩-০০, ৬-০০, মিরাজ হাওড়া ৯-০০, ১১-০০, ১২-১৫, ২-১৫, ৩-৩০, ৬-৪৫, ১০-০০, বিনোদিনী ১১-০০, ৮-৫৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০ ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০, ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, স্টার মল মধ্যমগ্রাম ৯-৩০, ১১-০০, ১-৫০, ২-২০, ৪-১০, ৫-৪০, ৭-৩০, ৯-০০, ১০-৫০, স্বভূমি ৯-০০, ১১-০০, ১২-২০, ২-২০, ৩-৪০, ৫-৪০, ৭-০০, ৯-০০, ১০-২০, মিরাজ সল্টলেক ৯-৩০, ১০-৩০, ১২-৪৫, ১-৪৫, ৪-০০, ৫-০০, ৭-১৫, ৮-১৫, ১০-৩০, ১১-৩০, হিন্দ ১১-০৫, ১২-২০, ৩-৪০, ৪-৩৫, ৭-০০, ১০-২০, মেট্রো ৯-৩০, ১২-৫০, ৪-১০, ৭-৩০, ১০-৫০, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ১১-০০, ১২-০০, ২-১০, ৩-১০, ৫-২০, ৬-২০, ৮-৩০, ৯-৩০, গ্লোব ১১-০০, ২-০০, ৫-০০, ৬-০০, ৮-০০, অ্যাক্সিস ২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০, বিজলি ৪-৪৫, প্রিয়া ১২-৪৫, ৩-৪৫, ৯-০০।

আনন্দবাজার পত্রিকা
ইত্যাদি

আনন্দবাজার পত্রিকা
বিমান মাসুল
ত্রিপুরা: ₹৫.০০; মুম্বই: ₹১০.০০।
সড়ক/রেল মাসুল
অসম: ₹৩.০০; নাগাল্যান্ড: ₹৩.০০।

নাম পরিবর্তন

I Deepsikha Dasgupta, Mother of Sriansh Sen, residing at 123, Baguiati, Ambagan, Gas Godown, 2nd Lane, Kol-28, hereby decleare that, I have changed my Son's Name as Utsav Dasgupta from Sriansh Sen vide an affidavit no.:- 5495, dtd. 31-01-25 from 1st class judicial magistrate court at Calcutta.
AG89AGG89 —— 00103036

I, Peter Pen Hai Chen S/o Kuo Fong Chen R/o 162/87 Ghosh Para Road, Barrackpore (M) Dist North 24 Pgs. West Bengal-700120 do hereby declare that Peter Pen Hai Chen, Pen Hai Chen & Chen Pen Hai Peter are same and one identical person vide an affidavit no.172 sworn before the Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore, North 24 pgs on 18.02.2025
AG75AGG75 —— 00103056

I, Imran Mollah & my wife Kheyali Khatun, permanent address- Parijat Paschim Para,P.O.& P.S- Uluberia, Dist-Howrah, & present address- Vill. & P.S- Bhabanipur, P.O-Debhog, Dist-Purba Medinipur do hereby declare that our son's actual name is Aryan Mirza Mollah.But in his birth certificate (Regd.No- B/2023/ 874535), his name has been recorded as Zehaan Ahmed Mollah son of Imran Mollah & Kheyali Khatun vide affidavit on 28/08/24 in father's interest & on 27/02/25 in mother's interest in the court of Ld Judicial Magistrate 1st Class, Haldia Aryan Mirza Mollah & Zehaan Ahmed Mollah, S/o- Imran Mollah & Kheyali Khatun in aforesaid address both are same and one identical person.
AN782ANN782 —— 00103267

শোকসংবাদ

ইন্দুভূষণ মুখার্জী
জন্মঃ ৫ই আষাঢ় (২০শে জুন)
মৃত্যুঃ ২৭ এ মাঘ, ১৪৩১ (১০ই ফেব্রুয়ারী ২০২৫)

শশীপদ মুখোপাধ্যায় ও মণিকা দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র ইন্দুভূষণ মুখার্জী (মুখোপাধ্যায়)- এর জীবনাবসান হয়েছে ১০/২/২০২৫-এ। এই মহান ব্যক্তি তাঁর মরণোত্তর চক্ষুদান করেছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।
বিনীত
ছবি (স্ত্রী), তাপস (পুত্র) ও পরিজনেরা

OBITUARY
GAUTAM SAHA
09/11/1956 – 21/02/2025

Dear Bhaia Dada / Bhaia Mamu / Bhaia / Gautam
We will miss you in all walks of life. Your gentle smile, sound advice, deep, spiritual and academic knowledge touched the lives of all those who knew you.
Reya, Sara, Shanaya, Tintin, Priyanka, Runrun, Mubarak, Didi, Keya Mashi and all Friends and Relatives.

In fond remembrance of the long and loving journey we had together in the physical world
Zia Chaudhuri (Daughter), Delhi

AMAL KANTI CHAUDHURI
30-05-1943 to 31-01-2025
Simplicity, patience, compassion. These three are your greatest treasures. Simple in actions and thoughts, you return to the source of being. Patient with both friends and enemies, you accord with the way things are. Compassionate toward yourself, you reconcile all beings in the world.
- Lao Tsu

স্মৃতির উদ্দেশে

স্বর্গীয়া পদ্ম দাস

জন্ম : ১১.০৮.১৯৪৬
মৃত্যু : ০২.০৩.২০২৪
শোকাহত পরিবার ও পরিজনবর্গ
মা যেখানে থেকো ভালো থেকো
বড়বেলুন, পূর্ব বর্ধমান

জন্ম, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহবার্ষিকী, উৎসব অনুষ্ঠান, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9433185185 • 8017745199

৺মনোরঞ্জন পান
আসা: ১৯.৫.১৯৫৫, যাওয়া: ২.৩.১৯৮৮
প্রতিষ্ঠাতা : নিউ জয়কালী প্রেস
৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা - ৬
৩৭ বছর হল তুমি নেই
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা
হে ত্যাগেশ্বর দেহ পদে
অনুরাগ তোমার চরণে
ভুলুণ্ঠিত প্রণাম।
তোমার আপনজনেরা
আগর, পশ্চিম মেদিনীপুর

৺রাধেশ্যাম দাস
প্রয়াণঃ ২রা মার্চ ১৯৯৮
তোমার ২৭তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে জানাই আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রনাম। তুমি আমাদের আশীর্বাদ কোরো। তুমি চিরদিনই থাকবে আমাদের অন্তরে – গীতা, মহুয়া, স্বরূপ, রীমা, কৌশিক, ডিম্পি, রিকো, রিজো ও পরিবারবর্গ।
AG76AGG76 —— 00101141

আবেদন

O+ সহৃদয় কিডনিদাতা (পুরুষ/মহিলা) (২৫-৪০ বয়স) সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবকসহ যোগাযোগ করুন (M : 7278286154)
AG134AGG134 —— 00103251

B+ অথবা O+ গ্রুপের কিডনি চাই, দাতা আধার ভোটার কার্ড ও অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M-9674380898/ 9064134100
DR15007DRR15007 —— 00103223

O+ / A+ গ্রুপের ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে পুরুষ অথবা মহিলা দাতা চাই। অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। 9123395028
AG75AGG75 —— 00102711

URGENT B+/B- ব্লাড গ্রুপের কিডনি দাতা চাই। 25 থেকে 40 বছরের মধ্যে পুরুষ/মহিলা দাতা যোগাযোগ করুন। (M) 9038719733
AN3520ANN3520 —— 00103218

সহৃদয় ব্যক্তির O+/B+ গ্রুপের কিডনী চাই। বয়স 25-42 মধ্যে, পুরুষ/মহিলা দাতারা অবিলম্বে ছবি ও প্রমাণপত্র সহ ফোন করুন। Contact-89814 26994
AG76AGG76 —— 00102789

O+/O- ব্লাড গ্রুপের সহৃদয় কিডনিদাতা চাই। ভোটার কার্ড আধার কার্ড ও ব্লাডগ্রুপের রিপোর্ট থাকলে অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।M-7547980038
AN3520ANN3520 —— 00103219

স্বেচ্ছায় B+ গ্রুপের কিডনী দাতা চাই। 40 বছরের মধ্যে সহৃদয় দাতারা শীঘ্রই নিজের পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ ফোন করুন। M. 9330893803
AG139AGG139 —— 00102094

O+ve কিডনি চাই। অনুর্ধ্ব ৪০ বছর বয়সী সহৃদয় দাতা/দাত্রী নিজের ছবি, পরিচয় পত্র ও অভিভাবক সহ অবিলম্বে যোগাযোগ করুন: 7278971614/ 9437175942.
AN2650ANN2650 —— 00102772

URGENT A+/O+/A-/O- ব্লাডগ্রুপের কিডনিদাতা চাই। 27 থেকে 40 বছরের দাতাগণ সত্বর অভিভাবক ও নিজের পরিচয়পত্রসহ যোগাযোগ করুন 8910283428
AN3520ANN3520 —— 00103226

O গ্রুপের (O+ বা O-) কিডনি চাই। দাতার বয়স 18 থেকে 36 এর মধ্যে হতে হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তি অভিভাবক ও পরিচয়পত্র সহ যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর-8777593512. শুধুমাত্র সুস্থ আসল দাতারা যোগাযোগ করবেন।
AF510AFF510 —— 00103177

অতিসত্বর কিডনিদাতা চাই 24 থেকে 40 বছরের B+/B-/O+/O- ব্লাডগ্রুপের দাতাগণ অভিভাবক ও নিজের পরিচয় পত্রসহ যোগাযোগ করুন। M-6291662828
AN3520ANN3520 —— 00103227

O+ কিডনী দাতা প্রয়োজন। সহৃদয় ব্যক্তি / মহিলা সত্বর যোগাযোগ করুন। M- 9051851430.
AG278AGG278 —— 00102119

নোটিস

P.L.A. No. 323 of 2024
In The High Court at Calcutta
Testamentary and Intestate Jurisdiction
President of the Union of India
Petition for Probate
In the goods of : Smt. Mandira Ghosh, wife of Late Asit Krishna Ghosh, lately residing at Flat No. 9, 22/1, Bhattacharya Para Lane, PO & PS Baranagar, Kolkata - 700036, District - North 24 Parganas, West Bengal, Hindu inhabitant deceased. All persons claiming to have any interest in the estate of the abovenamed deceased are hereby cited to come within 4 (Four) weeks from the date of the publication and affixation of the citation and see the proceedings, if they think fit, before the grant of Probate in the above goods. You are hereby informed that free legal services from the High Court Legal Services Committee are available to you and in case you are eligible and desire to avail of the free legal services, you may contact the above Legal Services Committee. Witness: Witness Mr. T. S. Sivagnanam Chief Justice at Calcutta aforesaid, the 10th day of February in the year Two Thousand and Twenty Five.
Sd/- 26.02.25
For Registrar
Mr. Partha Pratim Mukhopadhyay, Advocate, 10, Old Post Office Street, 3rd Floor, Room No. 80, Kolkata - 700001
AN927ANN927 —— 00103174

P.L.A. No. 365 of 2024
In The High Court at Calcutta
Testamentary and Intestate Jurisdiction
President of the Union of India
Petition for Probate
In the goods of : Smt. Kalpana Roy Chowdhury, daughter of Late Bhupendra Nath Roy Chowdhury, Lately residing at 155C, Sarat Ghosh Garden Road, P.O. Dhakuria, P.S. - Garfa, Kolkata - 700031, West Bengal, Hindu inhabitant deceased. All persons claiming to have any interest in the estate of the abovenamed deceased are hereby cited to come within 2 (Two) weeks from the date of the publication and affixation of the citation and see the proceedings, if they think fit, before the grant of Probate in the above goods. You are hereby informed that free legal services from the High Court Legal Services Committee are available to you and in case you are eligible and desire to avail of the free legal services, you may contact the above Legal Services Committee. Witness: Witness Mr. T. S. Sivagnanam Chief Justice at Calcutta aforesaid, the 10th day of February in the year Two Thousand and Twenty Five.
Sd/- 26.02.25
For Registrar
Mr. Partha Pratim Mukhopadhyay, Advocate, 10, Old Post Office Street, 3rd Floor, Room No. 80, Kolkata - 700001
AN927ANN927 —— 00103169

ইত্যাদি
• 9903088888

জ্যোতিষ

ইত্যাদি
• 9433185185

বিশদ জানতে 99030 88388

এবিপি প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে জাহরা বসরাই কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও ঘুটিয়ারি প্লট ১৩১৬ বড়জোড়া, বাঁকুড়া; ভিস্তা প্রিন্ট প্রাঃ লিঃ, পরিবহণ নগর মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং; বানজেটিয়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ, মৌজা: বড়বেড়িয়া, পোঃ জগন্নাথপুর, থানা: বারাসত, জেলা: ২৪ পরগনা (উঃ) থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক – ঈশানী দত্ত রায়। Published from 6 Prafulla Sarkar Street, Kolkata – 700001 and printed at Ghutogoria, Plot 1316 Borjora, Bankura; Vista Print Pvt. Ltd., Paribahan Nagar Matigara, Siliguri, Darjeeling; Banjetia, Berhampur, Murshidabad; Ananda Offset Pvt. Ltd., Mouza: Barbaria, P.O.- Jagannathpur, P.S.- Barasat, District: 24 Parganas (N) by Zahra Basrai on behalf of ABP (P) Ltd. Editor: Ishani Datta Ray.
REGISTERED KOL RMS/237/2019-21, RNI NO. 2511/57.

প্রমাণ লোপাটেও যুক্ত ‘কাকু’, দাবি চার্জশিটে

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ‘প্রমাণ লোপাটে’ নিজের এবং এক অনুচরের ইমেল আইডি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র মুছে ফেলেছিলেন বলে দাবি করেছে সিবিআই। তবে তার পরেও শেষরক্ষা হয়নি। সিবিআই জানিয়েছে, যে দু’জনের কাছে ওই তালিকা সংক্রান্ত ইমেল গিয়েছিল তাঁদের সূত্র ধরেই সুজয়কৃষ্ণ ওরফে ‘কালীঘাটের কাকু’-র যোগসূত্রের খোঁজ মিলেছে। সেই তথ্য চার্জশিটেও পেশ করেছেন তদন্তকারী অফিসার। সিবিআই সূত্রের ব্যাখ্যা, ইমেল মুছে ফেলা থেকেই স্পষ্ট যে দুর্নীতিতে সুজয়কৃষ্ণ ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত এবং তদন্ত শুরু হওয়ার পরে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছিলেন। তাই চার্জশিটে প্রমান লোপাট এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ধারাও যুক্ত করা হয়েছে।

তবে অনেকে এ-ও বলছেন, যে ইমেল আইডি থেকে তালিকা পাঠানো হয়েছিল তা যে সুজয়কৃষ্ণেরই সেই সংক্রান্ত তথ্যও সিবিআইকে কোর্টে পেশ করতে হবে। না হলে অপরাধ প্রমাণ করা যাবে না। সিবিআই অবশ্য ইমেল মোছার পাশাপাশি লেনদেনের হিসাব লেখা ডায়েরি এবং কথোপকথনের রেকর্ডিং-সহ মোবাইল ফোন নষ্টের কথাও চার্জশিটে উল্লেখ করেছে।

চার্জশিটে সিবিআই জানিয়েছে, প্রাথমিক নিয়োগে ১৫৭ জন অযোগ্য প্রার্থীর নাম-তালিকা দয়াল হাজরা নামে সুজয়কৃষ্ণের এক দালাল ইমেল মারফত লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার এক মহিলা রিসেপশনিস্টকে পাঠিয়েছিলেন। সেই মহিলা ওই তালিকা সুজয়কৃষ্ণের ইমেলে পাঠান। তিনি সেই তালিকা অরবিন্দ রায়বর্মণ এবং দীপক বিশ্বাসকে ইমেল করে পাঠান। পরবর্তী কালে সুজয়কৃষ্ণ নিজের এবং নিখিল হাতি নামে তাঁর এক অনুচরের ইমেল আইডি মুছে ফেলেন। সেগুলি পুনরুদ্ধার করা যায়নি। তবে তদন্তকারীরা জানান, অরবিন্দ এবং দীপকের ইমেল তাঁরা পরীক্ষা করতে গিয়ে সুজয়কৃষ্ণের ওই ইমেলের সন্ধান পান এবং কোন উৎস থেকে ওই তালিকা এসেছিল তারও সন্ধান পান। অমিতাভ দত্ত নামে আরেক দালাল ৮৫ জন অযোগ্য প্রার্থীর তালিকা সুজয়কৃষ্ণকে পাঠিয়েছিলেন। সেই সূত্রও তদন্তকারীদের হাতে আছে এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে তদন্তকারীরা জেনেছেন যে ওই ২৪২ জন অযোগ্য প্রার্থীর মধ্যে ৬১ জন চাকরি পেয়েছেন।

■ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। ফাইল চিত্র

চার্জশিটে সিবিআই আরও লিখেছে যে বিভিন্ন দালালেরা অযোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে যে টাকা এনে দিত ডায়েরিতে তার হিসাব লিখতেন সুজয়কৃষ্ণের অনুচর নিখিল হাতি। তেমন কিছু ডায়েরি ওই চক্রের দালালদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হলেও সুজয়কৃষ্ণের ডায়েরি মেলেনি। সিবিআই দাবি করেছে যে, তারা এই মামলার তদন্তভার নেওয়ার পরে ওই ডায়েরি সুজয়কৃষ্ণ নষ্ট করে দেন। শেখ আব্দুল সালাম নামে এক দালালের ফোনে টাকা লেনদেন সংক্রান্ত কথোপকথনের রেকর্ডিং ছিল। চার্জশিটে তদন্তকারী অফিসার দাবি করেছেন যে তদন্ত শুরু হওয়ার পর সালামকে হুমকি দেন সুজয়কৃষ্ণ এবং প্রমাণ লোপাটের জন্য সেই ফোনটিও নষ্ট করে দেন।
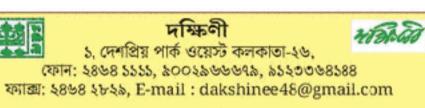
মৌমাছির হুলে মৃত্যু বৃদ্ধার

হিঙ্গলগঞ্জ: মৌমাছির হুলে মৃত্যু হল বছর পাঁচাশির এক বৃদ্ধার। উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রের খবর, গ্রামের বাসিন্দা মায়ালতা প্রামাণিক শুক্রবার দুপুরে বাড়ির কাছেই পুকুরে স্নান করতে নামেন। পাশেই একটি গাছে বড় মৌচাক ছিল, যা একটি বাজপাখি এসে ঠোকরাতে শুরু করে। তখনই ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি উড়ে এসে ওই বৃদ্ধাকে ঘিরে ধরে হুল ফোটায়। মহিলার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়। *নিজস্ব সংবাদদাতা*

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

১০৩ বর্ষ ৩৩৫ সংখ্যা রবিবার ১৮ ফাল্গুন ১৪৩১ কলকাতা

‘সব পেয়েছির দেশ’?

বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ— এ নিয়ে একদা স্কুল স্তরে প্রবন্ধ লিখতে হত। সে ছিল বিশ শতকের শেষার্ধ— বিশ্বায়ন ও মুক্ত অর্থনীতি তখন দেশের সামনে নানা সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সম্পর্কে বাড়ছে কৌতূহল। সঙ্গী ছিল সংশয়ও। তথ্যের ধ্রুপদী ভূমিকা সম্পর্কে অবগত ছিল সমাজ, কিন্তু কম্পিউটার এসে তথ্যের ব্যবহারের ভূমিকাটাই দিচ্ছিল পাল্টে; বোঝা যাচ্ছিল, মানুষের তৈরি যন্ত্র মানুষেরই হাতে হয়ে উঠতে পারে রক্ষক ও ভক্ষক দুই-ই। *ফ্রাঙ্কেনস্টাইন* তো কত আগে লেখা সাহিত্য, তবু তার শেষ কথাটি প্রতিভাত হচ্ছিল: কখনও রোবটকে কেন্দ্র করে জন-উত্তেজনা ও উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশে, কখনও শিক্ষাক্ষেত্র ও প্রশাসনে কম্পিউটারের ব্যবহার নিয়ে দেশ বা রাজ্যের নীতি-নির্ধারকদের আচরণে। সে দিন গিয়েছে, একুশ শতকে এসে এখন মানুষের হাতে এসেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথা এআই। তার প্রয়োগক্ষমতা মালুম হচ্ছে শিক্ষা রাজনীতি বিনোদন ক্রীড়া অর্থনীতি— সর্বত্র। সঙ্গে এও বোঝা যাচ্ছে, এ জিনিস এতই নতুন যে এখনও তার অনেক কিছুই অজানা।

প্যারিসে গত মাসে ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যাকশন সামিট’ নামে সম্মেলন হয়ে গেল, সেখানে এই ‘নতুন’কে ঘিরে সংশয় ও সম্ভাবনার মিশ্র প্রতিক্রিয়াই উঠে এল। এআই কি প্রকৃত অর্থেই বন্ধু, না কি বৈর; সে কি সমষ্টিজীবনকে সহজ করতে এসেছে, না কি বাছাই কিছু মানুষ ও গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধিতে— এই সংশয় সেখানে ধ্বনিত হয়েছে বারংবার। এই সংশয় আসলে গণতন্ত্র নিয়ে— এআই ও গণতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্কটি কোন দিকে গড়াবে তা নিয়ে। এআই সম্পর্কে সাধারণ মানুষ জানেন ভাসা-ভাসা, অধিকাংশের কাছেই এ হল স্রেফ ‘আরও একটি’ প্রযুক্তি, যার সহায়ে জীবন অনেক সহজ হবে। সহজ হয়েছেও— স্মার্টফোন-কম্পিউটার থেকে যানবাহনে রাস্তা চেনার পথনির্দেশ ইত্যাদি এআই-এর জাদুকাঠির ছোঁয়ায় দিনকে দিন হয়ে উঠছে অত্যন্ত উন্নত, ব্যবহার-বান্ধব। সমাজমাধ্যমে দেখা যাচ্ছে হালকা হাসিঠাট্টাও: এআই-কে শেক্সপিয়রের মতো কবিতা লিখতে বলা হলে সে চোখের নিমেষে স্ক্রিনে হাজির করছে শেক্সপিয়রগন্ধী কোনও চতুর্দশপদী; জীবনানন্দ দাশেরও এআই অবতারে উপস্থিত হওয়াটা হয়তো সময়ের অপেক্ষা কেবল। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ছাত্রছাত্রীরা এআই-এর সাহায্যে ব্যাপক উপকৃত হচ্ছেন ও হবেন, এই কথাটি বলছেন শিক্ষাক্ষেত্রে এআই নিয়ে কাজ করা গবেষকেরা। এআই-ছোঁয়ায় যে কেউ পেতে পারেন কাঙ্ক্ষিত চেহারা ও রূপ— অন্তত সমাজমাধ্যমে। এআই এক ‘সব পেয়েছির দেশ’, একুশ শতকে মানুষের ইহজীবনের যাবতীয় ইচ্ছাপূরণের ‘সবচেয়ে গণতান্ত্রিক’ পন্থা— প্রচার করছে এআই সংস্থাগুলি।

গণতন্ত্রের মূল সুরটি বৈষম্যহীনতার। এআই-এর সুফল আর্থ-সামাজিক স্তরনির্বিশেষে সকল দেশে ও সমাজে সব মানুষের কাছে সমান ভাবে পৌঁছলে তবেই তার গণতান্ত্রিকতার দাবিটি অন্তত মোটাদাগেও করা যেতে পারে। সে সময় যে এখনও আসেনি তা নিয়ে সন্দেহ নেই, তবে তা আদৌ আসবে কি না তা নিয়েও নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে না। প্যারিসের সম্মেলনে উন্নত বিশ্বের প্রথম সারির রাষ্ট্রনেতারাই গণতন্ত্রের প্রচার-প্রসারে এআই-এর ভূমিকা নিয়ে এখনও সন্দিহান, উদাহরণ হিসেবে অনেকেই তুলে ধরেছেন ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে সম্প্রতি সাধারণ নির্বাচনে এআই-এর ব্যবহার। দেখা যাচ্ছে, অনেক সময়েই ব্যক্তি (প্রভাবশালী প্রার্থী) কিংবা বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিতে কাজে লাগানো হচ্ছে এআই-কে: ‘রেকমেন্ডেশন অ্যালগরিদম’, সমাজমাধ্যমের ‘কোঅর্ডিনেটেড অ্যাকাউন্ট’, ‘পেড প্রোমোশন’ ইত্যাদির মাধ্যমে। এই সবই আম-জনতার সহজবোধ্য নয়, অথচ তাঁদের বহুলাংশ সমাজমাধ্যম-সহ তথ্য-প্রযুক্তির আধুনিক মাধ্যমগুলির ভোক্তা। নিজেদের অজানতেই তাঁরা ব্যক্তি, দল, এমনকি রাষ্ট্রেরও ক্রীড়নক হয়ে উঠতেই পারেন। ডিজিটাল মাধ্যমে প্রতারণা, টাকা হাতিয়ে নেওয়া বা সম্মানহানি ইত্যাদির ভূরি ভূরি উদাহরণ এখনই চোখের সামনে, এআই-এর ব্যবহার আরও সহজ ও সুগম হলে এই শঠতা আরও ছেয়ে যাবে বলে আশঙ্কা। সবচেয়ে বড় কথাটি ‘নৈতিকতা’র— এআই গবেষণা সংস্থা ও তাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রগুলি এআই-নীতি নিয়ে তবু যতটা উৎসাহী, এআই-নৈতিকতা নিয়ে তার ক্ষুদ্র শতাংশও নয়। তাই সর্বাধুনিক প্রযুক্তির আড়ালে সর্বাধিক অনৈতিক শোষণের প্রশ্নটি থেকেই যাবে। ভবিষ্যৎই বলবে, কোথায় এর সদুত্তর।

যৎকিঞ্চিৎ

কোনটা বেশি দামি? রাজকোষে অর্থ? না কি সমাজের স্বাস্থ্য? মাদক বিক্রয়ে লাভ অনেক বলে কারও প্রথমটায় মতি। মাদক সেবনে ক্ষতি অনেক বলে কারও আবার দ্বিতীয়টায়। কাশ্মীরে এই তর্কে শীতের মধ্যেই উত্তপ্ত পরিবেশ। তর্ক জমেছে কারণ সমাজমাধ্যমে পর্যটকদের দেদার নেশার ছবি থেকে তরতরিয়ে বাড়ছে কাশ্মীরের পর্যটন-টান। ভূস্বর্গের নিসর্গে বসে অর্থনীতির এই ধাঁধাটাও তবে ভাবতে হবে: কোনটায় উপত্যকার বেশি লাভ? মাতাল টুরিস্ট এলে? না কি, না এলে?

বিশ্বাসের পরিসর বাড়ছে, মৌলিক বিজ্ঞানের চর্চা কমছে

বিকশিত ভারতের দিকে

রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়

পায়ে ধরে সাধা। রা নাহি দেয় রাধা।।’ না, কোনও ধাঁধা-হেঁয়ালির কথা বলছি না। বিজ্ঞান দিবসের (২৮ ফেব্রুয়ারি) থিম ঘোষণার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবের কথা বলছি। এই বিষয়টি নিয়ে যাঁদের কিঞ্চিৎ আগ্রহ আছে, তাঁরা বছরের শুরু থেকেই অপেক্ষায় থাকেন সরকারের ঘোষণার জন্য। সেই ভাবনা অনুসারে, বিজ্ঞান দিবস পালনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। গত কয়েক বছর ধরে এই থিমের বাজারে ভাটার টান দেখা যাচ্ছে, একই থিম বার বার ঘুরে আসছে। গত বছর ঘোষিত থিম বাতিল করে প্রায় শেষ মুহূর্তে ‘দেশীয় প্রযুক্তি’কে ‘বিকশিত ভারত’-এর কাজে লাগানোর থিম ঘোষণা করা হয়েছিল। এই বছর সেই থিম ঘোষণা হতে পেরিয়ে গেল ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি।

বহু সাধ্য-সাধনার পর এই বিষয়ে সরকার যে ‘রা’ কাড়ল, তা হল— ‘এমপাওয়ারিং ইন্ডিয়ান ইয়ুথ ফর গ্লোবাল লিডারশিপ ইন সায়েন্স অ্যান্ড ইনোভেশন ফর বিকসিত ভারত’। বাংলায় বললে, “ভারতের বিকাশের প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রয়োগমুখী উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তরুণ সমাজকে শক্তিশালী করে তোলা।” হিন্দি-ইংরেজি মেশানো এই জগাখিচুড়ি বাক্য থেকে বোঝা যাচ্ছে বিজ্ঞান দিবসকেও আর ‘বিকশিত ভারত’ এই শব্দবন্ধ, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ— এ সবের বাইরে রাখা যাবে না। বিজ্ঞান দিবস পালনের যা মূল উদ্দেশ্য ছিল, তা এই জটিল বাক্যবিন্যাসের ঘূর্ণিতে পুরোপুরিই হারিয়ে গেল। হয়তো তাকে হারিয়ে দেওয়া হল।

সরকারি ঘোষণার দেরি দেখেই হয়তো একটি সরকারি সংস্থা তাদের মতো করে একটি থিম ঠিক করে নিয়েছিল ‘ফস্টারিং পাবলিক ট্রাস্ট ইন সায়েন্স’। এমন একটা থিম দেখে মনে ধাক্কা লেগেছিল এই ভেবে যে, স্বাধীনতার এত দিন পরে, এতগুলো বিজ্ঞান দিবস পেরিয়ে এসে বিজ্ঞানের উপর মানুষের ‘বিশ্বাস’কে গড়ে তুলতে হবে! সংবিধানের এত সব ধারা ও অনুচ্ছেদের নির্দেশ সত্ত্বেও মানুষ কি এখনও বিজ্ঞানকে এতটাই অবিশ্বাস করেন? এই রকম একটা বিষয় তো প্রকারান্তরে সেই ভাবনাকেই সমর্থন করে!

অতঃপর শুরু হল মহাকুম্ভ। সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশের নির্বাচিত সরকার কী ভাবে একটি ধর্মীয় সম্মেলনের প্রতি সাধারণ মানুষকে প্রায় খেপিয়ে তুলতে পারে। কয়েক বছর পর পরই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মবিশ্বাসী ও ধর্মভীরু মানুষ সেই মেলায় যোগদান করেন, ‘পুণ্যলগ্নে’ স্নান করে (নাকি) পাপমুক্ত হন। অনেকে প্রতি বছরই গঙ্গাসাগরের মেলায় গিয়ে স্নান করেন। কিন্তু তাঁরাও ‘১৪৪ বছর পর’-এর এই মহাযোগের গল্পটা জানতেন না। সরকারের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও বাণী-সহ ক্রমাগত প্রচারের মধ্য দিয়ে এবং হাজার কোটি অর্থব্যয়ে গত দু’-তিন মাসের মধ্যে বিষয়টিকে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়েছে, সেই মহাক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এক মাসের বেশি সময় ধরে লোকজন ওই ১৪৪ বছরের বিশেষ পুণ্যের ‘অফার’টি কাজে লাগাতে প্রয়াগরাজের টিকিট কাটছেন। কেউ কি প্রশ্ন করেছেন ১৪৪ বছর পরের এই মহাক্ষণটির মাহাত্ম্য কি? এ তো পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ নয়, যার নয়নাভিরাম দৃশ্য জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। তা হলে কিসের আশায় দৌড়ব ওই মেলায়? পাঁচ পুরুষের মধ্যে যে ক্ষণের আবির্ভাব হয়নি, যার দাক্ষিণ্য না পেয়েই কেটে গেল এত প্রজন্ম, তা না পেলেই বা ক্ষতি কিসের!

প্রশ্ন আরও ওঠা উচিত ছিল। কুম্ভস্নানের মূল গুরুত্ব কিসে? যদি তিথিটিই আসল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তা হলে সেই তিথি পেরিয়ে যাওয়ার দেড় মাস পরেও আমি কিসের আশায় কুম্ভে যাব? কোনও নক্ষত্রসমাবেশই তো এত দিন স্থায়ী হতে পারে না! আর সেই পুণ্যলগ্নে কেন প্রয়াগেই যেতে হবে? বাড়ির কাছের গঙ্গা-দামোদর-কংসাবতীতে স্নান করলে কেন পুণ্যলাভ হবে না? কিন্তু এ সব প্রশ্ন ওঠে না। বরং প্রতি দিন নতুন নতুন মানুষ কুম্ভে যাওয়ার পরিকল্পনা করে চলেন। তাঁদের মধ্যে অজস্র মানুষ উপর্যুপরি অগ্নিকাণ্ডে, পথ-দুর্ঘটনায়, পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন, লোকে বলল, তাঁরা নাকি মুক্তি পেলেন। তাঁদের আত্মীয়-পরিজনেরাও কি তাই ভাবতে পারছেন! কিন্তু তার পরও মানুষ মহাপুণ্য লাভের বিশ্বাস থেকে বেরোতে পারেন না। বোতলের ‘মিনারেল ওয়াটার’ ছাড়া যাঁরা হাতও ধুতে পারেন না, তাঁরা অনায়াসে সরকারি ‘গ্রিন ট্রাইবুনাল’-এর দেওয়া দূষণের হিসাব উড়িয়ে ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট ছাড়াই কোটি কোটি লোকের স্নান করা কুম্ভের জলে স্নান করলেন। ধর্মবিশ্বাস কী ভাবে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়ে চলে এবং বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তা বুঝতে এই ‘একা কুম্ভ’ই যথেষ্ট। তাই যাঁরা সব ছেড়ে বিজ্ঞানের উপর মানুষের বিশ্বাস গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন, আজকের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সাধুবাদ দিতেই হয়।

কিন্তু আমাদের সরকার তো সে পথে হাঁটবে না। বিজ্ঞানের বিষয়ে তাঁদের ধারণা এখন ‘দেশের কাজ’ ‘দেশের ঐতিহ্য’ (ভারতীয় জ্ঞানধারা) আর ‘প্রয়োগকৌশলের উদ্ভাবন’ (ইনোভেশন)— এই কয়েকটি শব্দের বাইরে বেরোয় না। কিন্তু সেই রাস্তায় চলতে গিয়ে তাঁদের দৃষ্টিপথ থেকে বিজ্ঞান যে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, তা এই থিমের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। কেন, একটু ব্যাখ্যা করি। বিজ্ঞানদিবস পালনের উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনার উন্মেষ ঘটানো। সরকারি থিম এমন হওয়া উচিত, যাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিজেদের মতো করে উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা করতে পারবেন এবং তা বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। সেই কাজে দেশের উন্নয়নই ঘটবে। কিন্তু তাকে আশ্রয় করে সরাসরি জগৎসভায় নেতৃত্ব দেওয়ার স্বপ্ন দেখা বিজ্ঞান দিবসের পরিধির বাইরে। আর প্রয়োগকৌশল কিন্তু সর্বদা বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না-ও হতে পারে। কেউ উলকাঁটায় একটা নতুন ‘ডিজাইন’ তুললে, একটা নতুন পদ্ধতিতে রান্না করলে বা সহজে ঘর পরিষ্কার করার একটা কৌশল আবিষ্কার করলে, তাকেও ইনোভেশন বলা যায়। বরং আমাদের দেশীয় প্রযুক্তিতে (গত বছরের থিম) এই ইনোভেশন-এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ইনোভেশন একটি প্রয়োজনভিত্তিক বিষয়। সব মানুষই তাঁর প্রয়োজন অনুসারে কিছু না কিছু ইনোভেশন করে থাকেন। তাকে হাতিয়ার করে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠা যায়, কিন্তু বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কী ভাবে এগোনো যাবে, তা বোঝা অসম্ভব। তবে যদি ‘ইনোভেশন’-কে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বলেও ধরে নিই, আর তরুণ প্রজন্মকে যদি সত্যিকারের বিকশিত হয়ে উঠতে হয়, তা হলে কুম্ভমেলা, শিবরাত্রি বা রামমন্দির কিছুতেই কাজ হবে না। চাই বিজ্ঞানের মৌলিক পড়াশোনা ও গবেষণা। সরকারি আগ্রহ সে দিকে ক্ষীণ হচ্ছে।

সত্যি কথা হল, বিজ্ঞানের জগতে ‘নেতৃত্ব দেওয়া’ বলে কিছু হয় না। ১৮৯৬-৯৭ সালে জগদীশচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজে বসে সামান্য উপকরণে যে কাজ করেছিলেন, লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির বিজ্ঞানীরা তাতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মারকিউরাস নাইট্রাইটের উপর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাজ অজৈব রসায়নে একটা নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছিল। ১৯২৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বসু আইনস্টাইনের সঙ্গে যে কাজ করেছিলেন, তা বোস-আইনস্টাইনের যুগ্ম কাজ হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে। তা হলে কি সেই সময়ে ভারত পদার্থবিদ্যা-রসায়নের গবেষণায় নেতৃত্ব দিত? নিশ্চয়ই না। কারণ একটি-দু’টি উজ্জ্বল নক্ষত্র দিয়ে তারাভরা আকাশ হয় না। তাই জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ না হোক, গুরুত্বপূর্ণ আসন পেতে গেলে অনেককে একই সঙ্গে বিশ্বমানের কাজ করতে হবে। তার জন্য দরকার উন্নত গবেষণার পরিকাঠামো ও অনুদান, যার দায়িত্ব সরকারের। গত প্রায় দেড় বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় গবেষণা প্রকল্প স্থগিত হয়ে আছে, চালু প্রকল্পেও নিয়মিত অনুদান আসছে না। তার পরও কী করে নেতৃত্ব দেওয়ার স্বপ্ন দেখানো যায়, তা ওঁরাই জানেন।

সুতরাং, অনেক অপেক্ষার পর বিজ্ঞান দিবসের যে থিম আমাদের হাতে এসেছে, তা দেখে মনে হয় বিজ্ঞান দিবস পালনের প্রতি সরকার আর ততটা আগ্রহী নয়, নয়তো তারা ‘থিম’ আর ‘মিশন’ (লক্ষ্য) গুলিয়ে ফেলত না। ব্যাপারটা বোধ হয় মন্দের ভালই হচ্ছে। বিজ্ঞান দিবস তো কারও সম্পত্তি নয়। তাই সরকারি প্রস্তাবনা ছাড়াই পছন্দমতো বিষয় নিয়ে উদ্‌যাপন করতে বাধা নেই। বিজ্ঞানচর্চার সেই আসল বুঁদিগড় রক্ষা করার উপযুক্ত অনেক ‘কুম্ভ’ এখন দেশময় ছড়িয়ে আছে। বিভ্রান্তিকর সরকারি থিমের বদলে তারা বরং নিজেদের মতো কাজ করে চলুক।

জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ না হোক, গুরুত্বপূর্ণ আসন পেতে গেলে অনেককে একই সঙ্গে বিশ্বমানের কাজ করতে হবে। তার জন্য দরকার উন্নত পরিকাঠামো ও অনুদান, যার দায়িত্ব সরকারের।

রসায়ন বিভাগ, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি

সম্পাদক সমীপেষু
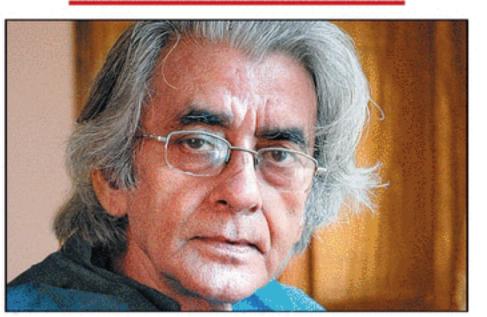
তিনিই তো সঙ্গীত

সদ্যপ্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের অননুকরণীয় গায়ন বিষয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘তৃষ্ণার জল, তৃপ্ত শেষ চুমুক’ (১৬-২) প্রসঙ্গে কিছু কথা। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এক শীতের দুপুরে, বইমেলায়। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি। তখন ময়দান চত্বরে হত বইমেলা। কলেজের ক্লাস কেটে পড়িমরি করে হাজির হয়েছি বইমেলায়। হঠাৎ থমকে গেলাম মাঠের একটা খোলা জায়গার সামনে এসে। ছোট জটলার মাঝে ফতুয়া-পাজামা পরিহিত, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, এক মাথা ঝাঁকড়া সাদা চুলের শীর্ণকায় এক মানুষ গাইছেন, “আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই,/ আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই।” গানের তালে তালে বাজছে তাঁর দুই হাতের তালু ও তাঁকে ঘিরে থাকা কমবয়সি শ্রোতাদের তালি। তাঁর গোটা শরীরের ভাষাও যেন গানের সঙ্গে মিশে আছে।

তার পর থেকে তাঁর গানের ভক্ত হয়ে গেলাম। শোনার অভ্যাসে চলে এলেন তিনি। তখন পুরোদমে সুমন-অঞ্জন-নচিকেতার তথাকথিত জীবনমুখী গানের যুগ চলছে। তাঁদের মাঝে প্রতুলের গান স্বতন্ত্র হয়ে উঠল। গানের মাধ্যমে নিজের ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি দরদের পাশাপাশি শাসকের অনাচারের প্রতিবাদও তাঁর গানের বিষয়। কখনও তাঁর গানের চরণ হয়েছে গণ-আন্দোলনের কাব্যময় স্লোগান। মনে পড়ছে তাঁর অবিস্মরণীয় গান “জন্মিলে মরিতে হবে রে জানে তো সবাই/ তবু মরণে মরণে অনেক ফারাক আছে ভাই রে,/ সব মরণ নয় সমান।” তিনি শঙ্খ ঘোষের ‘বাবরের প্রার্থনা’ কবিতায় অনবদ্য সুর দিয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্রের কবিতা নিজস্ব সুরে গেয়েছেন। ভোলার নয় তাঁর কণ্ঠে মণিভূষণ ভট্টাচার্যের ‘কর্ণফুলী নদীতীরে’ কবিতার গান। সামান্য হলেও চলচ্চিত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর সুরেলা কণ্ঠ। সেখানেও তৈরি হয়েছে ভিন্ন মাত্রা। সমসাময়িক নাগরিক কবিয়াল সুমনের তাঁকে নিয়ে গানের কথাগুলি ঠিক বলে মনে হয়, “লোকটা নিজেই একটা গান,/ আস্ত একটা গান।” কিন্তু কী আশ্চর্য সমাপতন! তাঁর ও আমাদের প্রত্যেকের মায়ের ভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারির মাত্র ক’দিন আগেই তিনি চলে গেলেন। বাংলা ভাষা যত দিন বেঁচে থাকবে তত দিন প্রতিটি ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান বাঙালি শুনবে ও গাইবে। না শুনে, না গেয়ে যে উপায় নেই। সত্যিই ‘সব মরণ নয় সমান।’

কৌশিক চিনা
মুন্সিরহাট, হাওড়া

তন্ত্র প্রসঙ্গে

সুগত বসু ‘জাতীয় সংগ্রামের আদর্শ’ (২৬-১) প্রবন্ধে বলেছেন, ৭৫ বছর পর ‘সংবিধানের প্রস্তাবনা’ নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনা করা হোক। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র শব্দের অবমূল্যায়নের বিষয়। বস্তুত দুই সম্পাদকীয় ‘ভূলুণ্ঠিত’ (২৫-১) ও ‘৭৫ বছর পরে’ (২৬-১) একই ভাবে প্রাসঙ্গিক। তার সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠীতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র। শব্দগুলি কী বোঝায়, কতটা প্রাসঙ্গিক, তাও বিবেচ্য। এত ‘তন্ত্র’ থেকে কী লাভ হচ্ছে? বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীতে শাক্ত ভাবধারায় সাধক গেয়েছেন, “আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানিনে না মা,” দেশকে মায়ের মতো ভালবাসলে কেন ‘তন্ত্র’ ও তার রূপ জরুরি হয়ে পড়ল স্বাধীনতার পর প্রস্তাবিত সংবিধান রচনায়? বর্তমানে ‘শাসন’ নামক ‘তন্ত্র’ থাকলেও ‘শাসন’-এর নামে ভূতের নৃত্য চলছে। একটা কথা শোনা যায়, ‘বিফলে মূল্য ফেরত’। কিন্তু দেশচালনায় কে কবে বিফলে মূল্য ফেরত পেয়েছে তার নজির নেই। ভারতের সংবিধান মেনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা উচ্চ থেকে নিম্ন, নানা স্তরে এমন অস্পষ্ট ভাবে দায়বদ্ধ। সবই তাঁদের ইচ্ছে। নিরীহ অসহায় নাগরিক ভবিষ্যতে সাংবিধানিক অধিকার ফিরে পাবেন, সেই আশা করেন না।

সংবিধানের আরও সংশোধন দরকার— লেখককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এই দুর্দিনে এমন সাহসী পর্যালোচনার জন্য। তিনি উল্লেখ করেছেন স্বাধীনতা ও সংবিধানের প্রস্তাবনার সঙ্গে ‘স্বরাজ’ শব্দ গুরুত্ব পায়নি, যা সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ চেয়েছিলেন। বরং নাকের বদলে নরুন নামক প্রজাতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র সব এল ঔপনিবেশিক প্রভাবে। ‘তন্ত্র’-যোগে এত শব্দের বহুস্বরে আসল মানুষের শব্দ চাপা পড়ে গেল। ৭৫ বছর শেষে ক্রমশ “পষ্ট চোখে দেখনু বিনা চশমাতে, পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জোছনাতে।” লেখক উল্লেখ করেছেন, সুভাষচন্দ্র স্বরাজের ভিত্তিতে সংবিধান রচনার কথা বলেছিলেন। চেয়েছিলেন পূর্ণ স্বরাজের আগে যেন আসে পূর্ণ সাম্যবাদ।

এ দিনেরই সম্পাদকীয়তে যথোচিত পরামর্শ রয়েছে, কেন গণতন্ত্রের নাম করে দীর্ঘদিন ধরে ‘সর্বদলীয় রোগ’ সারানোর দরকার, ‘যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র’কে রক্ষা করার জন্য ‘কঠিনতর’ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানিনে মা, কেবল জানি যে দেশের মানুষের সুস্থ নিরাপদ জীবনের সুযোগসুবিধা দরকার, সেটা এই দেশ ও তার রাজনীতি দিতে ব্যর্থ।

শুভ্রাংশু কুমার রায়
চন্দননগর, হুগলি

দূষণবিষ

কৌশিক বসুর ‘যে বায়ুতে শ্বাস নিই’ (১৭-২) প্রবন্ধটি খুবই প্রাসঙ্গিক। দূষণ যেমন আমাদের শরীরের ক্ষতি করে, তেমন অর্থনীতিতেও এর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এ বিষয়ে এখনই সাবধান না হলে ভবিষ্যতে ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে তার ফল ভোগ করতে হবে। যেমন হয়েছিল সিন্ধু সভ্যতার ক্ষেত্রে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও সমৃদ্ধ সভ্যতা ছিল সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার পতনের জন্য যে কারণগুলো উঠে আসে তার অন্যতম কারণ হিসাবে পরিবেশ দূষণের কথা বলা হয়। সিন্ধু উপত্যকার মানুষেরা এমন ভাবে জল ব্যবহার করেছিলেন যে, ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে গিয়েছিল অনেক নীচে। জমি হয়ে গিয়েছিল কৃষিকাজের অযোগ্য। সিন্ধু সভ্যতার শাসকরা পরিবেশের এই ক্ষতি সম্পর্কে কোনও ভাবে সচেতন ছিলেন না। তার ফল পেয়েছিলেন। আমাদের বর্তমান সরকার কি এ বিষয়ে সচেতন? চিন যা পেরেছে, ভারত তা পারে না কেন?

মনে রাখতে হবে বায়ুদূষণ এক সর্বজনীন সমস্যা। বায়ুদূষণ প্রতিরোধের জন্য অ্যাকশন প্ল্যান বানানো এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য। ২০১৯ সালের এক গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় ২০১৭ সালে ভারতে যত মৃত্যু হয়েছিল, তার ১২.৫% ঘটেছিল বায়ুদূষণ জনিত কারণে। এ বছর প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র বলছে, চড়া দূষণের ফলে ডিমেনশিয়া, ডিপ্রেশন, ও অ্যাংজাইটি সাইকোসিস-এর ঝুঁকি বাড়ে। কাজেই বায়ুদূষণ যে কতটা মারাত্মক এবং তাকে আটকাতে না পারলে আমাদের কত ক্ষতি হবে সহজেই অনুমেয়। সরকার উদ্যোগী ও সচেতন হবে কি?

অভিজিৎ দত্ত
জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

শ্রবণ দিবস

৩ মার্চ বিশ্ব শ্রবণ দিবস। বর্তমানে যে ভাবে শব্দদূষণ বাড়ছে, তাতে আমাদের শ্রবণ ক্ষমতা ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই শব্দদূষণে বিশেষত শিশুদের বধিরতা দেখা দিতে পারে। যাঁরা কানে শোনেন না বা কম শোনেন, তাঁদের পথ চলার সময় নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। রাস্তায় গাড়ির হর্ন শুনতে না পাওয়ায় অনেকে দুর্ঘটনায় পড়েন। তাই বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উৎসব, যানবাহনের হর্ন, রাজনৈতিক প্রচারসভায় মাইক ব্যবহারে রাশ টানতে হবে। অনেকেই উচ্চৈঃস্বরে মাইক বাজানোর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাঁরা নানা ভাবে হেনস্থার শিকার হন। তাই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হন। কিন্তু শব্দদূষণের ক্ষতির কথা মাথায় রেখে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক, সরকারি দফতরের এগিয়ে আসা উচিত। আগামী প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে অঙ্গীকার হোক— ‘শব্দদূষণ আর নয়।’

আনন্দময় ঘোষ
সোনামুখী, বাঁকুড়া

চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক সমীপেষু,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১।
ইমেল: letters@abp.in
যোগাযোগের নম্বর থাকলে ভাল হয়। চিঠির শেষে পুরো ডাক-ঠিকানা উল্লেখ করুন, ইমেল-এ পাঠানো হলেও।

দিল্লি ডায়েরি

শাসককে ‘বোম্বাগড়ের রাজা’ বললেন সাগরিকা

“কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা—/ ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?/ রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা?/ পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা?”— রাজ্যসভায় আচমকা সুকুমার রায়ের *আবোল তাবোল* শোনা গেলে বাঙালি সাংসদদের মুখে যে হাসি ফুটবে, সে তো জানাই। রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা নিয়ে আলোচনায় তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষের মুখে ‘বোম্বাগড়ের রাজা’র বর্ণনা শুনে মুগ্ধ কংগ্রেসের জয়রাম রমেশের মতো অবাঙালি নেতারাও। জয়রাম সেই আবৃত্তি সমাজমাধ্যমেও তুলে ধরেছেন। সাগরিকা মোদী সরকারকে কটাক্ষ করতেই বোম্বাগড়ের রাজার উদাহরণ টানেন। মোদী জমানায় স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের অভিযোগ তুলে ‘একুশে আইন’ থেকেও উদ্ধৃত করেছেন, “যে সব লোকে পদ্য লেখে,/ তাদের ধ’রে খাঁচায় রেখে,/ কানের কাছে নানান্ সুরে,/ নামতা শোনায় একশো উড়ে,/ সামনে রেখে মুদীর খাতা, হিসেব কষায় একুশ পাতা!” সবাই যাতে বোঝেন, তাই ইংরেজি তর্জমাও ছিল।

■ **বঙ্গযোগ:** রাজ্যসভায় বাজেট অধিবেশনে তৃণমূলের সাংসদ সাগরিকা ঘোষ

পালাবদলের পরে

ঋতুর সঙ্গে রাজনীতিও রং বদলায়। দিল্লিতে প্রতি বছরই শীতে অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি তাঁর বাড়িতে রাজনীতিবিদ থেকে সাংবাদিক বন্ধুবান্ধবদের মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করেন। গত শীতে তাঁর নিমন্ত্রণেই এক টেবিলে বসে মধ্যাহ্নভোজন করেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে ও আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরীওয়াল। স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, লোকসভা নির্বাচনে দুই দলের মধ্যে দিল্লিতে আসন সমঝোতা হতে চলেছে। হয়েছিল তা-ই। কিন্তু এই শীতে অন্য ছবি। দিল্লির ভোটে আম আদমি পার্টি হেরে গিয়েছে। কংগ্রেস আম আদমি পার্টির ভোট কেটেছে। সেই ভোটের ফলের পরেই সিঙ্ঘভির বাড়ির মধ্যাহ্নভোজনে দেখা গেল, কংগ্রেস নেতারা কেজরীওয়ালের হারে উল্লসিত। অন্য রাজ্যেও আঞ্চলিক দল সম্পর্কে রণং দেহি মনোভাব। যদিও তৃণমূলের সাংসদদের অনেকেই কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে হাসিমুখে রবিবারের দুপুরে মধ্যাহ্নভোজন সেরে গেলেন সিঙ্ঘভির সরকারি বাসভবনে।

মমতার পথে

সংসদ থেকে রেল মন্ত্রক ঢিল ছোড়া দূরত্বে। রাস্তার এ পার-ও পার। হাঁটতে বরাবরই ভালবাসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তিনি যখন রেলমন্ত্রী, প্রায়শই সংসদ থেকে রেল মন্ত্রক পায়ে হেঁটেই চলে যেতেন। সে কারণে রেল মন্ত্রকের পিছনের দিকের একটি দরজা সব সময়ে খুলে রাখা হত। মমতা দিল্লি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে গেলে বন্ধ হয়ে যায় ওই দরজা। প্রায় এক দশকের বেশি বন্ধ থাকার পরে ফের ওই দরজা খুলেছেন বর্তমান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। অধিবেশনের মাঝখানে রেলভবন যেতে হলে গাড়ির পরিবর্তে সংসদ থেকে বেরিয়ে দু’পা হেঁটে পৌঁছে যাচ্ছেন রেল মন্ত্রকে। সময় ও গাড়ির তেল বাঁচছে, দিনের হাঁটাটাও সেরে নিচ্ছেন। যেমনটি এক সময়ে করতেন তাঁর পূর্বসূরি।

কোল্ডপ্লে ও একা কুম্ভ

এ তো রথ দেখতে এসে কলা বেচা নয়, এ হল গান শোনাতে এসে কুম্ভস্নান। কোল্ডপ্লে ব্যান্ডের ভারত সফরের সময় লিড সিংগার ক্রিস মার্টিনের ইচ্ছে হয়েছিল কুম্ভস্নানের। তাঁর গানের সুরে এ দেশের ভক্তরাও মুগ্ধ। কিন্তু প্রয়াগরাজে তাঁর কুম্ভস্নানের ব্যবস্থা কে করবেন, কী ভাবে করবেন? ক্রিস মার্টিন আবার একা নন। সঙ্গে তাঁর প্রেমিকা, হলিউডের নায়িকা ডাকোটা জনসনও ছিলেন। ফোন গেল কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গয়ালের কাছে। তিনি আবার তখন ব্রাসেলসে ছিলেন। তবে সেখান থেকেই পীযূষ ফোনাফুনি করে সব রকমের ব্যবস্থা করে দিলেন। ক্রিস মার্টিন আর ডাকোটা সঙ্গমে স্নান করে প্রফুল্ল হলেন। কোল্ডপ্লে-র ভক্তদেরও প্রিয় গায়কের কুম্ভস্নানের কাহিনি শুনে মুখে হাসি ফুটল। পীযূষের অবদান পর্দার পিছনেই থেকে গেল।

■ **মূর্ছনা:** ভারতের কনসার্টে ক্রিস মার্টিন

বইয়ের গন্ধ নিয়ে

নয়া দিল্লির প্রেস ক্লাব মুখরিত থাকে সাংবাদিক সম্মেলনে। ছোট ছোট দল, সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী, মানবাধিকার কর্মীদের প্রিয় লাটিয়েন্স দিল্লির ক্লাবটির প্রশস্ত লন। রাতে অন্য মেজাজ। পুরনো দিল্লির কাবাবের অমৃতগন্ধ, বাংলাদেশের কাচ্চি বিরিয়ানি এমনকি বর্ষায় ইলিশ উৎসবের ঘাটতি নেই। গানবাজনাও হয়। এই প্রথম তিন দিনের বইমেলা হল প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ায়। হিন্দি, ইংরেজি প্রকাশনার পাশাপাশি রয়েছে বাংলার আনন্দ পাবলিশার্স। থাকছে বই নিয়ে আলোচনা, মুখরোচক ফুড স্টলও।

প্রেমাংশু চৌধুরী,
অনমিত্র সেনগুপ্ত, অগ্নি রায়

গাড়ির মাথায় নীলবাতি, বিতর্কে ব্লকের স্বাস্থ্যকর্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা

শান্তিপুর ও রানাঘাট: গাড়িতে নীলবাতি লাগিয়ে বিতর্কের মুখে নদিয়ার শান্তিপুর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক পূজা মৈত্র। প্রশাসনের তরফে তা গর্হিত বলে জানানো হলেও, পূজার দাবি, "এতে দোষের কিছু নেই।" যদিও শনিবার জেলাশাসক এস অরুণপ্রসাদ বলেন, "এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

স্থানীয় সূত্রের খবর, বেশ কয়েক বছর ধরে শান্তিপুরে ওই পদে রয়েছেন রানাঘাট শহরের বাসিন্দা পূজা। তাঁর লাল ও নীল রঙের দু'টি গাড়ি আছে, দু'টির মাথাতেই নীলবাতি লাগানো। সাধারণত নীল গাড়িটিতেই তিনি রোজ বাড়ি থেকে তাঁর কর্মস্থল ফুলিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত করেন। অভিযোগ, ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের সময়েও গাড়িতে লাগানো থাকে ওই নীলবাতি।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ সংগঠন 'প্রগ্রেসিভ হেল্‌থ অ্যাসোসিয়েশন'-এর রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে সম্প্রতি মনোনীত পূজা বলেন, "সরকারি ভাবে কোনও গাড়ি পাইনি। ব্যক্তিগত দু'টি গাড়িতেই নীলবাতি লাগিয়েছি।" তাঁর দাবি, "আমি জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। তাই গাড়িতে নীলবাতি ব্যবহারে দোষের কিছু নেই।" যদিও আঞ্চলিক পরিবহণ দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের গাড়িতে নীলবাতি লাগানো যায় না।
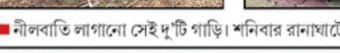
নদিয়ার সহকারী মুখ্য জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক (রানাঘাট মহকুমা) পুষ্পেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, "মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বাদে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের আর কোনও আধিকারিক নীলবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন না। আমিও না।" রানাঘাট বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মৃন্ময় চক্রবর্তী বলেন, "নীলবাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। তা লঙ্ঘন করা কাম্য নয়।"

এ ব্যাপারে বিজেপির নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র সোমনাথ করের কটাক্ষ, "তৃণমূলের রাজত্বে সবই সম্ভব।" শান্তিপুরের তৃণমূল বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী বলেন, "বিষয়টি জানি না। তাই মন্তব্য করব না।"

■ নীলবাতি লাগানো সেই দু'টি গাড়ি। শনিবার রানাঘাটে। ছবি: সুদেব দাস

ভবিষ্যৎ কী, মেয়েকে নিয়ে বাবা আত্মঘাতী

▶ পৃঃ ১-এর পর

এলাকায় থাকেন তাঁরা। স্বজনের স্ত্রী এবং ন'বছরের এক পুত্রও রয়েছে। কিন্তু মেয়ের চিকিৎসার খরচ এবং তাঁদের অবর্তমানে মেয়ের কী হবে সেই নিয়ে চিন্তায় ছিলেন স্বজন। মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি অবসাদে ভুগছিলেন বলেও জেনেছে পুলিশ। এই কারণেই মেয়েকে নিয়ে স্বজন আত্মহত্যার পথ বেছে থাকতে পারেন বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা।

দিন কয়েক আগেই ট্যাংরায় একই পরিবারের তিন জনের মৃতদেহ উদ্ধারের পরে জানা যায়, আর্থিক অনটনের কারণে পরিবারের তিন সদস্যকে মেরে গাড়ি নিয়ে আত্মহত্যা করতে বেরিয়েছিলেন দুই ভাই, সঙ্গে এক জনের কিশোর পুত্র। বেহালার এই ঘটনায় ট্যাংরার ওই কাণ্ড কোনও প্রভাব ফেলেছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সূত্রের খবর, মৃতের ব্যবসায়িক সঙ্গীদের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা।

এ দিন বেহালার হো চি মিন সরণির ঘটনাস্থলে গেলে দেখা যায়, দোতলা বাড়ির উপরের তলায় থাকেন বাড়ির মালিক দিলীপ মিত্র। তিনি জানান, একতলায় দু'টি শোয়ার এবং একটি বসার ঘর মাসিক সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে ব্যবসার কাজে ভাড়া দেওয়া ছিল স্বজনকে। সেখান থেকেই চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার সারানোর ব্যবসা চালাতেন স্বজন। শুক্রবার দুপুরে মোটরবাইকে স্বজন এই বাড়িতে আসেন। সঙ্গে তাঁর মেয়ে ছিলেন। দুপুরে একটি আওয়াজ শুনতে পান তাঁরা। কিন্তু স্বজন কাজের জন্য ভারী কোনও যন্ত্র সরাচ্ছেন ভেবে গুরুত্ব দেননি বাড়িওয়ালারা। দিলীপের পুত্র পার্থপ্রতিম মিত্র বলেন, "রাতে ফিরে দেখি এই অবস্থা। দুটো মৃতদেহ মুখোমুখি ঝুলছিল। তিন বছর হল ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন স্বজন। কখনও ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা করতে দেখিনি।" পার্থদের প্রতিবেশী অনিতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "অত্যন্ত ভাল মানুষ। বিশ্বকর্মা পুজোর সময়েও মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন। কাল মোটরবাইকে যখন এলেন, হাতে ওই নাইলনের দড়ি ছিল। সেই দিয়েই যে এই কাণ্ড ঘটাবেন, কে জানত!"

দক্ষিণ ২৪ পরগনার আসুতি কালীতলা এলাকায় গেলে দেখা যায়, স্বজনদের সেখানে দোতলা বাড়ি রয়েছে। আশপাশে আত্মীয়েরা থাকেন। অচিন্ত্য ঘোষ নামে এক আত্মীয় জানান, স্বজন শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। স্ত্রী, মেয়ে, ছেলে ছাড়াও শাশুড়ি রয়েছেন। কিন্তু কয়েক দিন ধরেই মেয়ের চিকিৎসার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। অচিন্ত্য বলেন, "মেয়েকে খুব ভালবাসত। দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে যেখানে যেখানে যাওয়া সম্ভব, সেখানেই ও মেয়েকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। শেষের দিকে বলত, মেয়ের কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। আমাকে আত্মহত্যার পথই বেছে নিতে হবে। কালও এসএসকেএমে চিকিৎসা সংক্রান্ত দরকারে যাওয়ার কথা বলেই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।" বাড়িতে স্বজনের স্ত্রী এবং পুত্রের দেখা মেলেনি। স্বজনের আত্মীয় তথা কালীতলা এলাকার এক বাসিন্দা বললেন, "মেয়ে ছিল ওর জীবন। মেয়ের জীবনের নিশ্চয়তা খুঁজতে খুঁজতে দু'জনের জীবনটা শেষ করে দিল ও।"

■ স্বজন দাস

■ সৃজা দাস

কোর্টে গোপন জবানবন্দি নির্যাতিতার, বয়ান মায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা

দক্ষিণ দিনাজপুর: ধর্ষণের মামলায় দক্ষিণ দিনাজপুরের বিশেষ ভাবে সক্ষম নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নিল আদালত। শনিবার ওই আদিবাসী যুবতী ও তাঁর মায়ের বয়ান নেওয়া হয়। এ দিন অভিযুক্ত যুবক ও নির্যাতিতার ডাক্তারি পরীক্ষাও হয়। ঘটনার সময়ে মেয়েটির পরনের পোশাক সংগ্রহ করেছে পুলিশ। জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল বলেন, "আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তদন্ত চলছে।" ওই যুবতীর বাড়িতে কিছু দিনের মধ্যেই প্রতিনিধিদল পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়।

অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই যুবতীকে ধর্ষণ করে এক যুবক। আট বছর আগেও ওই যুবক তাঁকে ধর্ষণ করেছিল বলে অভিযোগ। সেই মামলায় জামিন পেয়েছিল অভিযুক্ত।

মেয়েটির বাবার দাবি, "আত্মীয় বা পড়শিদের চেয়ে আমার জমিজমা একটু বেশি। তাই অনেকে হিংসা করে। তারাই উস্কানি দিয়েছে। বলেছে, 'আগের বার কুকর্ম করলেও কে, কী করতে পেরেছে'! তাই ওই ছেলেটা ফের এমন করল।" তাঁর আরও সংযোজন, "আমার ওই মেয়ে ঠিক মতো কথা বলতে পারে না। আমাদের অবর্তমানে ওকে যে মেরে ফেলা হবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? দোষীর এমন শাস্তি হোক, যাতে মেয়েটা নিরাপদে থাকতে পারে।"

অভিযুক্তের স্ত্রী অবশ্য এ দিনও দাবি করেন, চাষের কাজে জল নেওয়া সংক্রান্ত বিবাদের কারণে তাঁর স্বামীকে ফাঁসানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, নির্যাতিতার বাবার সাবমার্সিবল পাম্প থেকে অভিযুক্ত চাষের জন্য জল নিত। বুধবার অন্য এক জনের পাম্প থেকে জল নেওয়ায় নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে তার বচসা হয়েছিল।

অশান্তির সময়

■ **শনিবার বেলা সাড়ে ১২টা:** তৃণমূলের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বা ওয়েবকুপার বার্ষিক সভায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আসার প্রাক্কালে উত্তেজনা। এসএফআইয়ের হোর্ডিং সরায় পুলিশ।

■ **বেলা ২টো:** বিক্ষোভকারীদের এড়িয়ে অন্য গেট দিয়ে ঢুকে ওপেন এয়ার থিয়েটারের সভায় ব্রাত্যের প্রবেশ। সভায় ঢুকে বিক্ষোভ ছাত্রদের।

■ **বিকেল ৩টে:** ব্রাত্যের বক্তৃতার সময়েও দফায় দফায় বিক্ষোভ এসএফআই এবং নকশালপন্থীদের।

■ **বিকেল সাড়ে ৩টে:** ছাত্রদের 'নৈরাজ্যের রাজনীতি' নিয়ে বক্তৃতায় তোপ ব্রাত্যের।

■ **বিকেল ৪টে:** বেরোনোর সময়ে পথ আটকালেন ছাত্রেরা। ধাক্কাধাক্কি, বচসা।

■ **বিকেল ৪:২০ মিনিট:** বিক্ষোভের মধ্যে গাড়িতে শিক্ষাঙ্গন ছাড়লেন ব্রাত্য। গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত এক ছাত্র। গাড়ি ভাঙচুর।

■ **বিকেল ৫টা:** ছাত্রদের পথ অবরোধ।

■ **সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা:** তৃণমূলের মিছিল ও সভা। নামল র‍্যাফ।

■ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রাত্য বসুর গাড়ির উপরে হামলা। *নিজস্ব চিত্র*

যাদবপুরে

▶ পৃঃ ১-এর পর

তার পছন্দের মতাদর্শ অনুসরণ করলে বাধা দেওয়ার অর্থ ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।" তবে ব্রাত্যকে এসএফআই স্মারকলিপি দেওয়ার পরেও এ দিন অন্য এক দল ছাত্র কেন মন্ত্রীর পথ আটকে বিক্ষোভ দেখালেন, সেই প্রশ্নও উঠেছে। শাসক দলের 'ঘনিষ্ঠ' দলবলের উস্কানির অভিযোগও শোনা গিয়েছে। বাইরে থেকে আসা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীরাও অনেকে ঘটনাস্থলে ছিলেন বলে অভিযোগ।

ব্রাত্য পরে বলেন, "আমি তো ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। ওঁরাই কথা বলতে চাননি। বল্গাহীন নৈরাজ্য চেয়েছিলেন! বিশ্ববিদ্যালয় বলেই আমরা পুলিশ ডাকিনি। কোনও বিজেপি-শাসিত রাজ্যে কি ওঁরা এমন করতে পারতেন?" পরে হাসপাতালে ইন্দ্রানুজ বলেন, "ব্রাত্য বসু আমাদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূলের গুন্ডারা ওঁকে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের উপরে বিপজ্জনক ভাবে গাড়ি চালানো হয়।" কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত দে-ও এ দিন বলেন, "ছাত্র বিক্ষোভের সামনে গাড়িতে আটকেও ধৈর্য ধরা উচিত ছিল। ছাত্রদের উপরে গাড়ি চালিয়ে বেরোনো নিষ্ঠুরতা।"

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও (জুটা) ছাত্র নিগ্রহের দায় শাসক দলের সঙ্গে আসা বহিরাগতদের উপরে চাপিয়েছে। কাল, সোমবার এসএফআই দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে। ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয় ডিএসও। ব্রাত্য, যাদবপুরের প্রবীণ অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র, প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়দের উপরে হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার যাদবপুর এইটবি মোড়ে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে তৃণমূলের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ওয়েবকুপা।

ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভায় শিক্ষামন্ত্রীর আসা উপলক্ষেই এ দিন এসএফআই এবং কয়েকটি অতি-বাম ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ শুরু হয়। কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের ভোট হচ্ছে না, তা নিয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্যের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীকে বৈঠকে বসতে হবে বলে দাবি করে এসএফআই। বিক্ষোভকারীদের এড়িয়ে যাদবপুরের তিন নম্বর গেট দিয়ে ঢোকেন ব্রাত্য। ওপেন এয়ার থিয়েটারে ব্রাত্যদের বক্তৃতা ও বিক্ষোভকারীদের স্লোগানে পরস্পরকে তোপ দাগা চলছিল। সভাস্থলে চেয়ার ছোড়াছুড়ি হচ্ছিল। সভাস্থলের বাইরে শিক্ষামন্ত্রীর ব্যঙ্গচিত্র ঝোলানো হয়! ছাত্রদের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে সভা শেষে বেরোনোর সময়ে ব্রাত্যকে আটকানোর পরে। ব্রাত্য গাড়িতে ওঠার আগে যাদবপুরের অন্তর্বর্তী উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তর পাশেই বসেছিলেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে ব্রাত্য জানান, ছাত্র সংসদের ভোট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। ভোট কবে হবে, তা স্পষ্ট করে বলতে পারেননি তিনি।

■ বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ব্রাত্যের গাড়ি ঘিরে ধরেছেন ছাত্রছাত্রীরা। লাল রেখায় চিহ্নিত ইন্দ্রানুজ রায়।

অভিযোগ, ব্রাত্য বেরোনোর পরে যাদবপুরে শাসক দলের ঘনিষ্ঠ প্রবীণ অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র নিগৃহীত হন। ভাঙচুর হয় যাদবপুরে তৃণমূল অনুগামী শিক্ষাকর্মী শিক্ষাবন্ধুদের দফতরে। সেই দফতরে আগুনের জেরে রাতে ফের উত্তেজনা ছড়ায়। শিক্ষামন্ত্রীর উপরে হামলার প্রতিবাদে সন্ধ্যায় তৃণমূলের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সাংসদ সায়নী ঘোষেরা ওই এলাকায় সভা করেন। ছাত্রদেরও পথ অবরোধ চলে। পরিস্থিতি সামলাতে নামে র‍্যাফ। অভিযোগ, আহত ছাত্রদের দেখতে হাসপাতালে যাওয়া উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তকে কয়েক জন হেনস্থা করেন।

জুটা সার্বিক ভাবে ছাত্রদেরই পাশে দাঁড়িয়েছে। বিবৃতিতে জুটার দাবি, 'যাদবপুরে যে কেউ সভা করতে পারেন। কিন্তু শাসক দল তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে ছাত্রদের অধিকার খর্ব করেছে। দীর্ঘদিন ধরে যাদবপুরের ছাত্র সংসদ বা কোর্ট কাউন্সিলে নির্বাচন না হওয়ায় শাসক দলই দায়ী।' মন্ত্রীর গাড়িতে এক ছাত্রের গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনার নিন্দা করে জুটার দাবি, বাইরের লোক এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করা হয়েছে। যা ঘটেছে কর্তৃপক্ষকে তার প্রেক্ষিতে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে। শিক্ষকদের সংগঠন আবুটাও যা ঘটেছে, তার নিন্দা করে।

সভার সময়ে ছাত্রদের বাধা সৃষ্টির আচরণ সম্পূর্ণ 'গণতন্ত্র বিরোধী' বলে ব্রাত্যও তোপ দাগেন। তিনি বলেন, "ক্যাম্পাসে তৃণমূলের বিরোধিতা করে এই ছাত্রেরা অক্সিজেন পেতে চাইছেন। এরাই হস্টেলে ছাত্রমৃত্যুর কারণ। বিজেপির সঙ্গে মিলে অতি বামরা ঝামেলা করছে।" যাদবপুর থেকে বেরিয়ে ব্রাত্য সটান এসএসকেএম হাসপাতালে যান। ব্রাত্য ও তাঁর দেহরক্ষী নীলাদ্রি মুখোপাধ্যায় ডাক্তার দেখান। দু'জনেই সামান্য আহত হন বলে সূত্রের খবর। ব্রাত্য বলেন, "আমি ঠিক আছি। কিন্তু আমাদের আরও অনেক অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীর জন্য আমরা উদ্বিগ্ন।"

তৃণমূল চড়া সুরে জবাব দেওয়ার ডাক উঠে দিয়েছে। কুণাল ঘোষ বলেন, "যাদবপুরে যা হয়েছে তা বাঁদরামি। শিক্ষামন্ত্রী ও তৃণমূল সমর্থক অধ্যাপকেরা সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। তৃণমূলের সৌজন্য মানে দুর্বলতা নয়। সীমা পার করলে উপযুক্ত জবাব দেওয়া উচিত।" অরূপ বিশ্বাস বলেন, "আমরা চাইলেই যাদবপুর দখল করতে পারি! কিন্তু গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংযম দেখাচ্ছি।"

রাজ্যে শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেও বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "অধ্যাপক, নাট্য ব্যক্তিত্বকে হেনস্থা সমর্থনযোগ্য নয়।" তাঁর কটাক্ষ, "এক জন শিক্ষামন্ত্রী জেলে। এক জন প্রহৃত। রাজ্যের শিক্ষার হাল বোঝাই যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোটের দাবি সঙ্গত। কিন্তু ওঁরা এখানে লড়েন আর দিল্লি গিয়ে হাতে হাত ধরে ইডি-সিবিআইয়ের অতি সক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর মুণ্ডপাত করেন!" প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার যাদবপুরে শান্তি ও ছাত্র ভোটের পক্ষে বার্তা দেন। ছাত্রের উপরে গাড়ি চালানোর নিন্দা করেন এসইউসি-র রাজ্য সম্পাদক। মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর-এর সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর 'তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের' হামলা ও প্ররোচনামূলক বক্তব্য রাখার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন।

'বয়ান বদলে বিশ্বাস হারিয়েছে'

নীল গাড়ির চালক ও বাবলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ মায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা

পানাগড় ও চন্দননগর: পানাগড়-কাণ্ডে নাম জড়ানো সাদা এসইউভি-র চালক বাবলু যাদবকে নিয়ে শনিবার দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণ করাল পুলিশ।

রবিবার রাতে ওই দুর্ঘটনায় মারা যান চন্দননগরের একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কর্ণধার সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়। বাবলু এ দিন পুলিশের কাছে দাবি করেন, সুতন্দ্রাদের নীল গাড়ি তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারে। পরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। যদিও সাদা গাড়িটি থেকে উত্ত্যক্ত করার জেরে ওই দুর্ঘটনায় মেয়ের মৃত্যু হয়েছে বলে চন্দননগর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন সুতন্দ্রার মা তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায়। বাবলুর বিরুদ্ধে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং সুতন্দ্রার গাড়ির চালক রাজদেও শর্মার বিরুদ্ধে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগও করেছেন তিনি। সেই অভিযোগ কাঁকসা থানায় পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

এ দিন দুপুর ১২টা নাগাদ পুলিশ বাবলুকে নিয়ে প্রথমে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের বুদবুদ বাইপাসে যায়। বাবলু পুলিশকে দেখান, পাশ কাটাতে গিয়ে তাঁর গাড়ির ডান দিকের সঙ্গে সুতন্দ্রার গাড়ির বাঁ দিকের ধাক্কা লাগে। তবে কেউই গাড়ি থামাননি। বাবলুর দাবি, তাঁদের গাড়িকে ধাওয়া করে নীল গাড়িটি। বুদবুদ বাইপাসে বাবলুর গাড়িকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় সুতন্দ্রার গাড়ি। জাতীয় সড়ক থেকে পানাগড় বাজারে ঢোকার রাস্তায় একটি স্পিড ব্রেকারের কাছে অপেক্ষা করছিল নীল গাড়িটি। বাবলু পুলিশকে দেখান, কোথায় সেটি দাঁড়িয়েছিল।

পরে পানাগড় রাইসমিল রোডের দুর্ঘটনাস্থলে পুলিশের কাছে বাবলু দাবি করেন, বাড়ির রাস্তায় যাওয়ার জন্য তিনি বাঁক নিতেই নীল গাড়িটি তাঁর গাড়ির ডান দিকে ধাক্কা মারে। পরে সেটি একটি দোকান ও শৌচাগারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। বাবলুকে পুলিশের কাছে বলতে শোনা যায়, "ধাক্কা লাগায় খুব ভয় পেয়েছিলাম। মহিলা মারা গিয়েছেন প্রথমে বুঝতে পারিনি।" তাঁকে নিয়ে কাঁকসা থানায় ফেরে পুলিশ।

দুর্ঘটনার পরে উত্ত্যক্ত করার কথা সংবাদমাধ্যমকে বললেও, পরে সেই বয়ান বদলেছেন সুতন্দ্রার গাড়ির চালক এবং সহযাত্রীরা। তনুশ্রী বলেন, "বয়ান বদলে সকলের উপরে বিশ্বাস হারিয়েছে। স্বচ্ছ তদন্তের দাবিতে অভিযোগ করলাম।" এ দিন বিকেলে সুতন্দ্রাদের বাড়ির কাছে নাড়ুয়ায় থানার মোড় থেকে চন্দননগর থানা পর্যন্ত মিছিল করে সিপিএম। বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বিধি ভেঙে নির্মাণব্যবসা, সরকারি কর্মচারী বরখাস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা

সরকারি চাকরি থেকে এক পদস্থ কর্মীকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। খুব সম্প্রতি কর্মিবর্গ এবং প্রশাসনিক সংস্কার (পার) দফতর তাদের আদেশনামায় জানিয়েছে, 'আপার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্টের' (ইউডিএ) বিরুদ্ধে থাকা সরকারি বিধি ভঙ্গ করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। সেই কারণেই প্রশাসনিক পদ্ধতি মেনে এই পদক্ষেপ।

সরকারি ব্যাখ্যায়, স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে কর্মরত ওই ইউডিএ-র বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল গুরুতর। সরকারি কর্মী হওয়ার পরেও তিনি প্রোমোটিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে প্রমাণ পেয়েছে রাজ্য। নিজের নামে 'ট্রেড লাইসেন্স'-ও বার করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই কাজ করার আগে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া হয়নি। এমনকি, জমি কিনে ২০টি ফ্ল্যাট তৈরি এবং বিক্রি করা হয়েছিল সরকারি অনুমোদন ছাড়াই। এই অভিযোগের পরে সংশ্লিষ্ট ইউডিএ-র বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে প্রশাসন। তদন্ত কমিটি গত বছরের এপ্রিল মাসে যে রিপোর্ট দিয়েছিল, তাতে ওই কর্মীকে দোষী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তথ্যপ্রমাণ, অভিযুক্তের বয়ান ইত্যাদি খতিয়ে দেখে সরকারি নিয়ম এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী সরকারি চাকরি থেকে ওই ব্যক্তিকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। পরবর্তী সময়েও তিনি কোনও সরকারি চাকরি আর করতে পারবেন না।

অভিজ্ঞ আধিকারিকদের একাংশ জানাচ্ছেন, দীর্ঘদিন পরে এমন দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক কাঠামোর যে সংস্কারের বার্তা বার বার দেওয়া হচ্ছে, সেই দিক থেকে এই পদক্ষেপ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১০০

নাট্যগৃহ

বগুড়া এডওয়ার্ড নাট্যমঞ্চের রকম-ফের হইতেছে। দৃশ্যপটাদি সমস্ত নূতন ধরণের হইতেছে। এই জন্য কলিকাতা হইতে বিখ্যাত চিত্রকর বরদা মজুমদার মহাশয়কে বহু অর্থব্যয়ে আনা হইয়াছে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ স্ত্রীলোকদিগের আসনের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহা নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ এবার নিশ্চয়ই করিবেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলিকাতা মঙ্গলবার
১৮ই ফাল্গুন ১৩৩২
ইং ২ মার্চ ১৯২৬
৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

এক নজরে

বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধা মমতা, অভিষেকের

▶▶ মৃত্যুর পরে শনিবার প্রথম জন্মদিবস ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এ দিন সমাজমাধ্যমে ছবি-সহ পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পোস্ট করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তৃণমূল সূত্রের বক্তব্য, এটাই রাজনৈতিক সৌজন্য। প্রসঙ্গত, সিপিএমের প্রয়াত প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের জন্মদিনও একই বছরের ১ মার্চ।

প্রতুল স্মরণে

▶▶ সম্প্রতি প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী সর্বাণীর ডাকে শনিবার শিশির মঞ্চে একটি স্মরণসভার আয়োজন হয়েছিল। বক্তাদের স্মৃতিচারণে শিল্পীর সঙ্গীত, রাজনীতি থেকে শুরু করে ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন কথা উঠে আসে। তাঁর পরিচিত বেশ কিছু গান পরিবেশিত হয়। শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনন্যা চক্রবর্তীর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, ইন্দ্রনীল সেন, প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, সাংসদ দোলা সেন প্রমুখ।

গুলিবিদ্ধ নেতা

▶▶ নিকাশি নালা তৈরি নিয়ে দুই পাড়ার বচসায় গুলি চলল। সেই গুলি তৃণমূলের বুথ সভাপতি নাসিম শেখের পেট ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। শনিবার রাতে বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার চকাইগ্রামের ঘটনা। নাসিম বাঁকুড়া মেডিক্যালে ভর্তি। রাত পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে এই ঘটনা বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে তা অস্বীকার করা হয়েছে।

এক নজরে

সিনার্জি বৈঠকে যোগ মমতারও

শিল্প-বিনিয়োগের বাধা দূর করতে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে সিনার্জি কমিটি গড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ওই কমিটির বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীও যোগ দেবেন। শিল্প-বিনিয়োগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন প্রক্রিয়াকে এক ছাতার তলায় আনা এবং কোনও সমস্যা হলে তার দ্রুত সমাধান করতে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত সাতটি বিজিবিএস-এ প্রায় ১৯ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছিল রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তার মধ্যে ১৩ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ কার্যকর হয়েছে। বাকিও দ্রুত হবে।

জেলে গিয়ে জেরা

আর জি কর আর্থিক দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত ব্যবসায়ী বিপ্লব সিংহকে জেলে গিয়ে জেরা করবে সিবিআই। শনিবার আলিপুরের সিবিআই কোর্টে এই আর্জি জানিয়েছিল তারা। বিচারকের নির্দেশ, ৪ এবং ৫ মার্চ জেরা করতে পারবে সিবিআই। বিপ্লব আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এ দিন কোর্টে বিপ্লব, সন্দীপ ঘোষ, ও বাকি তিন অভিযুক্ত সুমন হাজরা, আশরফ আলি খান ও আশিস পাণ্ডে ভার্চুয়ালি হাজির ছিলেন। পরবর্তী শুনানি ১২ মার্চ।

নয়া ট্রেন ঘোষণায়

রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে কলকাতাগামী নতুন ট্রেনের দাবি জানাচ্ছেন বিজেপি সাংসদ— সেই ছবি সমাজমাধ্যমে দিয়ে তিনি প্রচারও করেছেন। নিউ জলপাইগুড়ি থেকেও নতুন ট্রেনের দাবি জানিয়েছেন বিজেপির বিধায়কেরাও। ঠিক দিন পনেরোর মধ্যে রেল বোর্ড জলপাইগুড়ি রোড থেকে কলকাতাগামী নতুন ট্রেনের ঘোষণা করল। তৃণমূলের এক বিধায়কের কটাক্ষ, "ট্রেনের দাবি পুরোটাই পূর্বপরিকল্পিত ছিল।" নয়া ট্রেনের নাম 'জল্পেশ এক্সপ্রেস' বা 'জল্পেশ্বর এক্সপ্রেস' রাখার প্রস্তাব দিয়েছে বিজেপি।

আলু সংরক্ষণে

চলতি মরসুমে রাজ্যের হিমঘরগুলিতে আলু সংরক্ষণের খরচ বাড়ল। প্রতি কুইন্টাল আলু রাখতে ১৪ টাকা বেশি দিতে হবে। রাজ্য সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটি ওই বর্ধিত মূল্য নির্ধারণ করেছে। অসন্তুষ্ট ব্যবসায়ী ও হিমঘর মালিকেরা। তাঁদের দাবি ছিল কুইন্টালপ্রতি ৩৩ টাকা দাম বাড়ানোর। আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, "বৃষ্টিতে চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় রাজ্য সরকার যেখানে সহায়ক মূল্যে আলু কিনছে, সেখানে হিমঘরে আলু রাখার খরচ বৃদ্ধি কতটা যুক্তিযুক্ত?"

দেহ হস্তান্তর

ত্রিপুরার সিপাহীজলা জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে গত কাল নিহত হয় এক পাচারকারী। শনিবার মহম্মদ আলামিন নামে ওই পাচারকারীর দেহ বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-র হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। ফ্ল্যাগ মিটিংও করেছে দুই বাহিনী। বাংলাদেশে অস্থিরতা বাড়ার পরে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান বেড়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে, গত কাল রাতে সিপাহীজলা জেলার পুটিয়া বর্ডার আউটপোস্টের কাছে ২৫ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ভারতে প্রবেশ করে। বিএসএফ বাধা দিলে সংঘাত শুরু হয়।

গৌরব-পত্নী তদন্তে

কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈয়ের স্ত্রী এলিজাবেথ কোলবার্ন এবং পাকিস্তানের জাতীয় ও জলবায়ু নীতি বিশেষজ্ঞ আলি তৌকির শেখের মধ্যে যোগসূত্র এবং তাঁদের সঙ্গে আইএসআইয়ের যোগাযোগের বিষয়টি তদন্ত করতে অসম পুলিশ সিট গঠন করেছে। সিটের সদস্যেরা শনিবার দিল্লি পৌঁছন। তাঁদের নেতৃত্বে এসপি রোজ়ি কলিতা চৌধুরি। সিটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এডিজিপি মুন্নাপ্রসাদ গুপ্ত। তদন্তকারী দল এলিজাবেথের পাকিস্তান সফর ও শেখের দিল্লি সফরের সময়ে তাঁদের মধ্যে সম্ভাব্য যোগাযোগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে।

হত দুই মাওবাদী

নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে দুই মাওবাদী। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, মাওবাদীরা সেখানে থাকতে পারে খবর পেয়ে শুক্রবার একটি অভিযানে রাজ্যের সুকমা জেলায় বাহিনী গিয়েছিল। শনিবার সেখানে গুলির লড়াই হয়।

তালিকা নিয়ে পথে তৃণমূল, শুভেন্দুর নিশানায় বিডিও

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ও শান্তিপুর: ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ করে তা 'সাফাই' করার জন্য দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরেই শনিবার কোচবিহার থেকে কলকাতা পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধিরা ভোটার তালিকা হাতে 'স্ক্রুটিনি'র কাজে নেমে পড়লেন। এই পরিবেশের মাধ্যমে তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'অনিয়ম শুরু'র পাল্টা অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। পাশাপাশি, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত একটি সর্বদল বৈঠক ডাকার জন্য নদিয়ার শান্তিপুরের বিডিও-র এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-এর কাছে আর্জি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের দাবি, বিডিও-র ওই বৈঠক ডাকার বিষয়টি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরকে বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত সিইও দিব্যেন্দু দাস। দিল্লির জবাব এলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দলনেত্রীর বার্তার পরে এ দিন কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ভোটার তালিকা হাতে নিজের ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন। একই কাজ করেছেন শাসক দলের দলের মন্ত্রী ও তৃণমূলের জেলা-নেতাদের অনেকেই। দক্ষিণ কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র ভবানীপুরে এই কাজে নেমেছেন তৃণমূলের স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহকেও তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র দিনহাটায় এই কাজ করতে দেখা গিয়েছে। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার দলের নেতাদের নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনায় এই কাজের প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

যদিও তৃণমূলের এই 'সক্রিয়তা' মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। এই সূত্রেই রাজ্য প্রশাসনকেও নিশানা করে শান্তিপুরের বিডিও সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। তাঁর দাবি, 'চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় নির্দেশ ছাড়া সংশোধনের কাজের কথা বলে বিডিও বৈঠক ডেকেছেন। রাজনৈতিক প্রভু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সন্তুষ্ট করে নিজের নম্বর বাড়াতেই তিনি এই কাজ করেছেন। ওঁর মনে রাখা উচিত, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোট হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে।'

যদিও শান্তিপুরের বিডিও-র দাবি, ভোটার তালিকা পর্যালোচনার কাজ সারা বছর ধরেই হয়। তাঁর সংযোজন, "রাজনৈতিক দলগুলি যে বুথ লেভেল এজেন্টের তালিকা দিয়েছিল, তা অনেক জায়গায় পরিবর্তিত হয়েছে এবং অনেকগুলি অসম্পূর্ণ। সেগুলি নিয়ে আলোচনার জন্যই বৈঠক ডাকা হয়েছে।"

নদিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রলয় রায়চৌধুরীরও ব্যাখ্যা, "আগে বছরে এক বারই ভোটার তালিকা প্রকাশ হত। তাকেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বলা হয়ে আসছে। কিন্তু এখন বছরের চার বার ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়। জানুয়ারিতে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাকে 'চূড়ান্ত তালিকা' বলা হলেও এর পর এই বছরেই আরও তিন বার ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে এবং নাম সংযোজন-বিয়োজনও হবে।" প্রসঙ্গত, স্থানীয় স্তরে বিজেপি নেতৃত্ব ওই বিডিও-কে 'অতি তৃণমূল' বলে আখ্যা দিয়েছে। তবে, তৃণমূলের পাশাপাশি বিডিও-র ডাকা ওই বৈঠককে স্বাগত জানিয়েছে সিপিএম এবং কংগ্রেস।

■ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে পড়ুয়াদের ঢল। শনিবার। ছবি: দীপঙ্কর মজুমদার

দরজা খোলা রেখেই দলের জোর বাড়াতে রূপরেখা কংগ্রেসের

সন্দীপন চক্রবর্তী

রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে এক বছর সময়কে হাতে রেখে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রূপরেখা ধরে এগোতে চাইছে কংগ্রেস। দলের আন্দোলন ও কর্মসূচি বাড়ানোর পাশাপাশি রাজ্য জুড়ে প্রাথমিক ভাবে ৯০টি বিধানসভা আসন চিহ্নিত করে প্রস্তুতির কথা রয়েছে সেই রূপরেখায়। বাংলায় মোট বিধানসভা আসন ২৯৪। কংগ্রেসের একাংশের মতে, আসন সমঝোতার দরজা খোলা রেখেই একা লড়ার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে চাইছে দল।

এআইসিসি-র পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যে রাজ্যে এখন রাজনৈতিক কর্মশালার আয়োজন করছে কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে শনিবার এমনই কর্মশালায় ছিলেন এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক ও বঙ্গের পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর, দুই সহ-পর্যবেক্ষক অম্বা প্রসাদ ও আসফ আলি খান। এআইসিসি-র নেত্রী দীপা দাশমুন্সি আসতে পারেননি। সূত্রের খবর, আগামী এক বছরে রাজ্য জুড়ে নানা আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে সংগঠনকে চাঙ্গা করার বার্তা দিয়েছেন মীর। 'জয় বাপু, জয় ভীম' কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার কথাও হয়েছে। কর্মশালায় মীর জানান, আগামী কয়েক মাসে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে, এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধীরা রাজ্যে আসার চেষ্টা করবেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সেখানে প্রস্তাব দিয়েছেন, রাহুল-প্রিয়ঙ্কারা রাজ্যে এলে ঘরে বৈঠকের (ইন্ডোর) চেয়ে মাঠে-ময়দানে কর্মসূচি বেশি কার্যকর হবে।

সূত্রের খবর, কর্মশালায় মীর বলেছেন, গত লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে কংগ্রেস গোটা কুড়ি বিধানসভা আসনে ভাল জায়গায় আছে। তার সঙ্গে আরও ২৫টি আসন যোগ করে (অর্থাৎ ৪৫) ধাপে ধাপে তার দ্বিগুণ আসন (৯০) ধরে বিশেষ নজর দিতে হবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরী অবশ্য তাঁর বক্তৃতায় মনে করিয়ে দিয়েছেন, যে আসনগুলিতে কংগ্রেস ভাল জায়গায় আছে, সেখানে বিগত নির্বাচনের নিরিখে বাম ভোটও মিশে আছে। দলের নেতা-কর্মীদের দায়বদ্ধ হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার নিয়ে শপথ-বাক্যও পাঠ করিয়েছেন অধীর। বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে সংগঠনকে সাজানোর কথা বলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী। দলের রূপরেখা নিয়ে প্রস্তাব দিয়েছেন প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য, সাংসদ ঈশা খান চৌধুরীও।

কংগ্রেসের মধ্যে প্রশ্ন, দল যে এ বার একা চলার দিকেই বেশি নজর দিচ্ছে, সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু ৯০টি আসন নজরবন্দি করে এগোলে বাকি দু'শো আসনে দলের অবস্থান নিয়ে তো বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে! উত্তরে এআইসিসি-র পর্যবেক্ষক মীর অবশ্য এ দিন বলেন, "জোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিইনি। আগে তো নিজেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, তার পরে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করার প্রশ্ন!" প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্করের বক্তব্য, "আমাদের লক্ষ্য এখন দলকে শক্তিশালী করা। বাংলায় 'ইন্ডিয়া' মঞ্চের শরিকেরা আছে। পরে কেউ হাত ধরতে চাইলে তখন ভাবা যাবে।" প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের কর্মশালায় পেশ হওয়া 'অ্যাজেন্ডা পেপার'-এর বিষয়বস্তু শুরুই হয়েছে বাম জমানার সমালোচনা দিয়ে।

পুলিশের হাত থেকে 'ছিনতাই' অভিযুক্ত, চোপড়ায় চলল গুলি

নিজস্ব সংবাদদাতা

চোপড়া: উত্তর দিনাজপুরে ফের আক্রান্ত পুলিশ। সম্প্রতি সে জেলার গোয়ালপোখরে পুলিশকর্মীদের উপরে গুলি চালিয়ে পালিয়েছিল বিচারাধীন বন্দি। পরে, পুলিশের সঙ্গে 'সংঘর্ষে' তার মৃত্যু হয়। এ বার অস্ত্র মামলায় জড়িত অভিযোগে পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য তৃণমূলের মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করে গাড়িতে তোলার সময়, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল চোপড়ায়। অভিযোগ, সে সময় শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলিও ছোড়া হয়।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ চোপড়ার কালিকাপুর গ্রামের ওই ঘটনায় গ্রামের ১১ জনকে আটক করেছে পুলিশ। দলেরই একাংশের দাবি, পলাতক মুজিবর স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানের 'অনুগামী'। বিধায়কের পাল্টা দাবি, পুলিশ মুজিবরের গ্রেফতারি পরোয়ানা বাসিন্দাদের দেখাতে না পারায়, তাকে ছেড়ে দিতে হয়। যদিও সে কথা পুলিশ মানেনি।

পুলিশ সূত্রের খবর, মুজিবর চুটিয়াখোড় পঞ্চায়েতের কালিকাপুর সংসদের তৃণমূলের প্রাক্তন সদস্য। সূত্রের দাবি, মুজিবর তাকে অস্ত্র দিয়েছিল বলে জেরায় পুলিশকে জানায় অস্ত্র মামলায় ধৃত এক দুষ্কৃতী। এ দিন বেলা ১১টা নাগাদ কালিকাপুর গ্রামে যায় চোপড়া থানার পুলিশ। বাড়ি থেকে মুজিবরকে ধরা হয়। অভিযোগ, তাকে গাড়িতে তোলার পরেই স্থানীয় কিছু বাসিন্দা বাধা দেন। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে মুজিবরকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

■ পুলিশি অভিযান উত্তর দিনাজপুরের কালিকাপুর গ্রামে। *নিজস্ব চিত্র*

খবর পেয়ে চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। মুজিবরের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি 'ওয়ান শটার', দু'রাউন্ড কার্তুজ এবং বেশ কিছু তির ও ধনুক উদ্ধার করে পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার জবি টমাস বলেন, "মুজিবরকে গ্রেফতার করতে আইনি ভাবে যা-যা দরকার, ছিল পুলিশের কাছে। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া হয়। মুজিবরের বাড়ি থেকে অস্ত্র মিলেছে। ওর খোঁজ চলছে।" গুলি চলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।"

বিধায়ক হামিদুল বলেন, "মুজিবর আমাদের দলের প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। কিছু একটা খবর পেয়ে ওকে ধরতে গিয়েছিল পুলিশ। গ্রামের মহিলারা গ্রেফতারের কারণ জানতে পুলিশের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। পুলিশ গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখাতে পারেনি বলে ওকে ছেড়ে দিয়েছে।"

তা হলে মুজিবর পালাল কেন? কেনই বা গুলি চলল? বিধায়কের দাবি, "জমি নিয়ে এক সিভিক-কর্মীর সঙ্গে মুজিবরের গোলমাল চলছে। তার লোকজনই গোলমাল পাকিয়েছে। গুলিও চালিয়েছে তারা। তৃণমূলের কমলাগাঁও-সুজালির অঞ্চল সভাপতি আব্দুল সাত্তারের লোকেরা চক্রান্ত করে ব্যাপারটা অন্য ভাবে রটাচ্ছেন।" অভিযোগ উড়িয়ে আব্দুল সাত্তার বলেন, "মুজিবর এবং পুলিশের উপরে হামলায় অভিযুক্তেরা বিধায়কের লোক বলেই এলাকায় পরিচিত।"

শশীর সামনেই কড়া বার্তা দিলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ: আগামী বছর রাজ্য বিধানসভা ভোটের আগে কেরলে দলের সংগঠন নিয়ে এমনিতেই ক্ষুব্ধ রাহুল গান্ধী। তিরুঅনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুরের সাম্প্রতিক মন্তব্যে দলের বেহাল দশা আরও প্রকট হয়েছে। এই অবস্থায় শুক্রবার দিল্লির ইন্দিরা ভবনে কেরলের কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে এক বৈঠকে দলের সব স্তরের নেতা-কর্মীকে রীতিমতো কড়া বার্তা দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তাঁর উপস্থিতিতেই রাজ্যস্তরের নেতাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দলীয় লাইনের বাইরে গিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সিদ্ধান্ত না মানলে কড়া ব্যবস্থারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

লোকসভা ভোটে কেরলে কংগ্রেস ভাল ফল করলেও বিধানসভা ভোটের সাফল্য নিয়ে দলের অন্দরেই সংশয় তৈরি হয়েছে। এর আগে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটেও কেরলে কংগ্রেস ভাল করেছিল। কিন্তু দু'বছর পরে বিধানসভা ভোটে সিপিএমের নেতৃত্বাধীন জোটের কাছে হারতে হয় কংগ্রেসের জোটকে। পরপর দু'বার রাজ্যে সরকার গড়ে কেরলে সে বার দীর্ঘদিনের রীতি ভেঙেছিল সিপিএম। তবে এ বারে সিপিএম জোট নানা দিক থেকে চাপে রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যে আরএসএস-এর শক্তিও তুলনামূলক বেড়েছে। এই অবস্থায় কেরলের বাম সরকারকে হারিয়ে ক্ষমতায় ফিরতে মরিয়া কংগ্রেস। কিন্তু দলের অন্তর্কলহ তাদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

শুক্রবার দিল্লির কেরলের প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে, ওয়েনাড়ের সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা, এআইসিসি-র

> আমরা জানি, মানুষ বদল চাইছেন। সে কারণে আমাদের দলের কৌশল রচনা বা পদক্ষেপের ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।
>
> **রাহুল গান্ধী**

সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল, এআইসিসি-র তরফে কেরলের ভারপ্রাপ্ত দীপা দাশমুন্সি-সহ শীর্ষ কংগ্রেস নেতারা। এই বৈঠকে হাজির ছিলেন তিরুঅনন্তপুরমের সাংসদ শশী তারুরও। ক'দিন আগেই রাজ্যের বাম সরকারের প্রশংসা করে তাঁর একটি নিবন্ধ ঘিরে তীব্র অস্বস্তিতে পড়েছে কংগ্রেস। ওই বৈঠকে শশীর সামনেই কেরলের কংগ্রেস নেতাদের সাবধান করে দিয়ে বলা হয়, তাঁরা যেন দলীয় লাইনের বাইরে গিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না করেন। রাজনৈতিক কৌশল রচনার ক্ষেত্রেও দলীয় হাইকমান্ডের নির্দেশ মেনেই এগোতে বলা হয়েছে।

রাহুল পরে বলেন, "আমরা জানি, মানুষ বদল চাইছেন। সে কারণে আমাদের দলের কৌশল রচনা বা পদক্ষেপের ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। আমরা এমন কিছু করব না, যা দলের নীতির বিরুদ্ধে যেতে পারে।" দীপা বলেন, "কোনও ভাবেই কেরলের সাধারণ মানুষকে অসম্মান করতে পারি না। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব এই বিষয়টি অতি স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই নির্দেশ কেউ অমান্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" *সংবাদ সংস্থা*

শিক্ষিকার মামলা নিয়ে মমতাকে চিঠি অধীরের

নিজস্ব সংবাদদাতা

মুর্শিদাবাদের একটি পুরসভা পরিচালিত দু'টি প্রাথমিক স্কুলের দুই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা দায়ের হওয়ার ঘটনায় চক্রান্তের অভিযোগ তুলে এ বার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করে তাঁকে চিঠি দিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। বিভিন্ন অভিযোগে গত বছর মে মাসে ওই দুই শিক্ষিকার বেতন বন্ধ করে দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ওই পুরসভা। পরে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে গত বছর ডিসেম্বর থেকে তাঁদের বেতন চালু হয়েছে। অধীরের অভিযোগ, এই বিষয়টি মেনে নিতে না পেরে ও ওই দুই শিক্ষিকা কংগ্রেস সমর্থক হওয়ায় 'ঘৃণ্য, নোংরা রাজনীতি' করছে পুরসভা।

শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে মিথ্যা বলে দাবি করে মমতার কাছে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন অধীর। মুখ্যমন্ত্রীকে শনিবার চিঠি লিখে অধীর অভিযোগ করেছেন, "আদালতের রায় শিক্ষিকাদের পক্ষে গিয়েছে। পুর-কর্তৃপক্ষ মানতে পারেননি, শিক্ষিকারা আদালতে যাওয়ার সাহস দেখাবেন। তাই কর্তৃপক্ষ জঘন্য ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা অভিযোগ তৈরি করেছেন।"

যদিও সংশ্লিষ্ট পুরসভার পুরপ্রধান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "পুরসভা ষড়যন্ত্র করেনি। অনেক কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থক পুরসভার কর্মী। তাঁদের বিরুদ্ধে তো কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এই দু'জনের বিরুদ্ধে অভিভাবকেরা আগেও একই অভিযোগ পুরসভায় জানিয়েছিলেন। পদক্ষেপও করা হয়েছিল। এখন দুই অভিভাবক থানায় অভিযোগ করেছেন। তাই মামলা হয়েছে। অধীরবাবু আইনের দ্বারস্থ হতে পারেন।"

প্রচারে 'দিদির কীর্তি', বই লিখলেন মমতাই

রবিশঙ্কর দত্ত

এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের চালু প্রকল্পের সংখ্যা কত!

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী বা জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই হাতে গোনা শুরু করে দু'আঙুলে পৌঁছতে পারেন না। সংখ্যাটি ৯৭ শুনে শাসক দলেরই কেউ কেউ তো অবাক হন। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, গত ১৫ বছরে উন্নয়নের প্রায় ৯৯ শতাংশ কাজ সেরে ফেলেছেন তিনি। এই অন্ধকার দূর করতে কলম ধরেছেন মমতাই।

সম্প্রতি দলের সাংসদ, বিধায়কদের কাছে তৃণমূল নেত্রীর লেখা সেই বই পাঠানো হয়েছে। এ বই দলের প্রচারে 'দিদির কীর্তি'কে সামনে রাখতেই তৈরি। রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অরূপ বিশ্বাসের কথায়, "রাজনৈতিক আন্দোলনের সাফল্য মমতাদি'র কাজের এক উল্লেখযোগ্য পর্ব। আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে এবং রাজ্য সরকারের প্রধান হিসেবেও অসংখ্য কাজ করেছেন তিনি। সেই অতীতকে মনে করিয়ে দেওয়া একটা জরুরি রাজনৈতিক কাজ।"

বেশ মোটা এই বইয়ে ছাত্রাবস্থা থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজের ভূমিকার কথা জানিয়েছেন মমতা। কংগ্রেসের সাংসদ থেকে মন্ত্রিত্ব, তাঁর সেই সংসদীয় জীবনে রাজ্যবাসীর জন্য তিনি যা করেছেন, তার বিবরণ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। এই বই লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মমতা লিখেছেন, 'অনেক দিন ধরেই অনেকের অনুরোধ শুনছিলাম, 'দিদি, আপনি তো জীবনে অনেক কাজ করেছেন। তার কিছুটাও যদি নিজের

> অনেক দিন ধরেই অনেকের অনুরোধ শুনছিলাম, 'দিদি, আপনি তো জীবনে অনেক কাজ করেছেন। তার কিছুটাও যদি নিজের মতো করে লিপিবদ্ধ করেন, তা হলে বিশদে আপনার কাজের কথা জানতে পারি।'
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

মতো করে লিপিবদ্ধ করেন, তা হলে বিশদে আপনার কাজের কথা জানতে পারি।' মমতা লিখেছেন, তিনি বরাবরই 'প্রচারবিমুখ'। তবু নেতিবাচক প্রচারের জবাব হিসেবেই নিজের কাজের ধারাবিবরণী দিতেই এই বইটি লিখেছেন তিনি।

আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভার ভোট। তার আগে প্রথম বার সাংসদ হয়ে রাজ্যের উদ্বাস্তুদের জমির মালিকানা দেওয়ায় নিজের ভূমিকার কথা সবিস্তার উল্লেখ করতে ভোলেননি মমতা। সেই পর্বে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সহযোগিতার কথাও জানিয়েছেন তিনি। রেলমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের জন্য তিনি কী প্রকল্প এনেছেন, তারও দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। এসেছে রাজ্যের জমি আন্দোলনের কথাও। তার পরেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চালু করা প্রকল্পগুলির বিস্তারিত ছাপা হয়েছে এই বইয়ে।

৬ষ্ঠ বার্ষিকীর বিশেষ উপহার - আপনার স্বপ্নের যাত্রা বাতিল আমাদের কারণে? পেয়ে যান মাথাপিছু অতিরিক্ত ২০,০০০* টাকা

LUXURIOUS SUMMER DEPARTURES 2025

SENSATIONAL EAST EUROPE WITH BALKAN

অন্তর্ভুক্তঃ বার্লিন ■ ড্রেসডেন ■ প্রাগ্ ■ সলজবুর্গ ■ ভিয়েনা ■ ব্রাতিস্লাভা ■ ক্রাকাও ■ বুদাপেস্ট ■ ওয়ারশো ■ হলস্ট্যাট ■ লেক ব্লেড ■ প্লিতভিক্ ■ জাগ্রেব ■ অসউইচ্ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

• প্রাগ্ দুর্গের ট্যুর • ভল্টাভা রিভার ক্রুজ • মোজার্ট হাউস • সল্ট মাইন ট্যুর • শনব্রুন প্যালেস • ভুনা বেলা ক্রুজ • প্লিতভিক্ ন্যাশনাল পার্ক

পোস্টোজনা কেভ্ - স্লোভেনিয়া

যাত্রাঃ ১লা জুন, ২০২৫ QATAR

FRAGRANCE OF EUROPE

অন্তর্ভুক্তঃ ইংল্যান্ড ■ নেদারল্যান্ডস ■ বেলজিয়াম ■ ফ্রান্স ■ সুইজারল্যান্ড ■ জার্মানি ■ অস্ট্রিয়া ■ লিচেনস্টাইন ■ ইতালি ■ ভ্যাটিকান সিটি

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

• ব্রিস্টল • লন্ডন • স্ট্র্যাটফোর্ড • অক্সফোর্ড • স্টোনহেঞ্জ • ব্রিস্টল-এ রাজা রাম মোহন রায়-এর সমাধিস্থল • বাথ • **উইন্ডসর ক্যাসেল** • স্টেনালাইন ক্রুজ • আমস্টারডাম • ব্রাসেলস্ • প্যারিস • মিউনিখ • ইন্সব্রুক • জুরিখ • লুসার্ন • ইন্টারলেকেন • এঙ্গেলবার্গ • মাউন্ট জুংফ্রাউ • মাউন্ট টিটলিস • রাইন ফলস্ • ভাদুজ • ফ্লোরেন্স • পিসা • ভেনিস • রোম • সেন্ট পিটারস্ ব্যাসিলিকা • সিস্টিন চ্যাপেল • **লাক্সারি কোচে লন্ডন থেকে রোম**

অক্সফোর্ডে ১ রাত্রি ও লন্ডনে ২ রাত্রিযাপন, সুইজারল্যান্ডে আল্পসে ঘেরা এঙ্গেলবার্গে ২ রাত্রিযাপন

যাত্রাঃ ~~২০শে~~, ~~২৩শে~~, ~~২৫শে~~, ~~২৭শে~~ এপ্রিল, ~~৫ই~~, ~~১৮ই~~, ২৯শে মে এবং ১৫ই জুন, ২০২৫

New Tulip Date: ৩০শে এপ্রিল, ২০২৫ QATAR Emirates

CHARISMATIC LATIN AMERICA WITH AMAZON

অন্তর্ভুক্তঃ রিও ■ ইগুয়াজু ■ বুয়েনোস আইয়ার্স ■ কুস্কো ■ পুনো ■ লিমা ■ মানাউশ ■ আমাজন ■ সাও পাওলো ■ ব্রাজিল ■ আর্জেন্টিনা ■ পেরু

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

• ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার ভ্রমণ • ইগুয়াজু ফলস্-এ বোট রাইড • ইনকাদের পবিত্র উপত্যকায় ভ্রমণ • মাচু পিচু দর্শন • লেক তিতিকাকা • আমাজনে বোট রাইড • দ্য রেনবো মাউন্টেন

আমাজন জঙ্গলে ২ রাত্রিযাপন

যাত্রাঃ ৭ই জুন, ২০২৫ Ethiopian

SPARKLE OF EUROPE

অন্তর্ভুক্তঃ ফ্রান্স ■ সুইজারল্যান্ড ■ জার্মানি ■ অস্ট্রিয়া ■ ইতালি ■ ভ্যাটিকান সিটি

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

• প্যারিস • জুরিখ • লুসার্ন • এঙ্গেলবার্গ • ইন্টারলেকেন • মাউন্ট জুংফ্রাউ • মাউন্ট টিটলিস • রাইন ফলস্ • মিউনিখ • ইন্সব্রুক • পিসা • ভেনিস • রোম • সেন্ট পিটারস্ ব্যাসিলিকা

সুইজারল্যান্ডে আল্পসে ঘেরা এঙ্গেলবার্গে ২ রাত্রিযাপন

যাত্রাঃ ~~১৯শে~~, ~~২৬শে~~ মে, ১১ই জুন এবং ২৩শে জুলাই, ২০২৫ QATAR Emirates

LYRICAL LAKE DISTRICT

অন্তর্ভুক্তঃ লন্ডন ■ স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-অ্যাভন ■ অক্সফোর্ড ■ ব্রিস্টল ■ কার্ডিফ ■ উইন্ডারমেয়ার ■ গ্রাসমেয়ার ■ এডিনবরা ■ গ্লাসগো ■ ইনভারনেস ■ বেলফাস্ট ■ গালওয়ে ■ ডাবলিন

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

• স্টোনহেঞ্জ • ব্রিস্টল-এ রাজা রাম মোহন রায়-এর সমাধিস্থল • ডাভ কটেজ • গ্রেটনা গ্রিন • লক নেস-এ ক্রুজ • পিটলোক্রি • ট্রিনিটি কলেজ • টাইটানিক মিউজিয়াম • গিনিস্ স্টোরহাউস • আরান আইল্যান্ড • এডিনবরা দুর্গপ্রাসাদ • স্কচ ডিস্টিলারি ট্যুর • গ্লাসগো ক্যাথেড্রাল

ক্লিফস্ অফ মোহের

যাত্রাঃ ৮ই জুন, ২০২৫ QATAR

KENYA SAFARI WITH TANZANIA
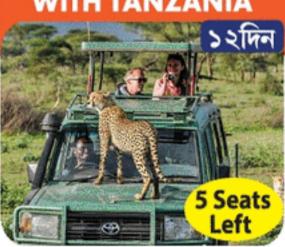
অন্তর্ভুক্তঃ নাইরোবি ■ অ্যাম্বোসেলি ন্যাশনাল পার্ক ■ লেক্ নাকুরু ■ মাসাই মারা ■ সেরেঙ্গেটি ■ গোরোঙ্গোরো ■ মানিয়ারা

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

• অ্যাম্বোসেলি ও মাসাই মারা-তে সারাদিন সাফারি • ইকুয়েটর লাইন • দ্য গ্রেট রিফ্ট ভ্যালি • লেক্ নাইভাসা-তে জলহস্তিদের মাঝে নৌকাবিহার • লেক্ এলিমেনটাইটার মনোরম দৃশ্য

যাত্রাঃ ১২ই আগস্ট, ২০২৫

ETHEREAL ICELAND & LAPLAND
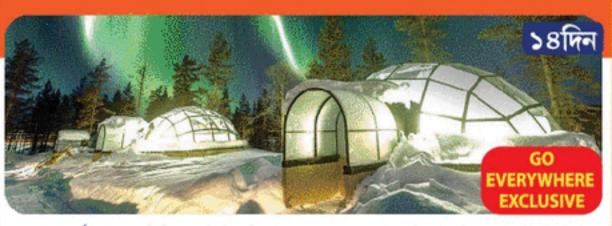
অন্তর্ভুক্তঃ হেলসিঙ্কি ■ রেইকিয়াভিক ■ হেলা ■ রোভানিয়েমি ■ সারিসেলকা ■ অল্টা ■ হ্যামারফেস্ট ■ ট্রমসো ■ নার্ভিক ■ কিরুনা

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

• গ্লাস ইগলুতে রাত্রিযাপন • সান্তা ক্লস-এর দেশের বাড়ি • ডগ স্লেডিং • পৃথিবীর সবচেয়ে শেষ শহর হ্যামারফেস্ট পরিদর্শন • ডবল-ডেকার সান্তা ক্লস এক্সপ্রেস-এ যাত্রা • **আইস্ হোটেল পরিদর্শন** • **কির্কজুফেল** • অরোরা বোরিয়ালিস পরিদর্শন করার সুযোগ • **রানুয়া আর্টিক জু**

সোলহেইমাসান্দুর প্লেন রেক্

যাত্রাঃ ২৩শে নভেম্বর, ৭ই ডিসেম্বর ২০২৫ এবং ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১লা মার্চ, ৫ই মার্চ ও ৮ই মার্চ, ২০২৬ (Ex-Delhi) FINNAIR

FLAVOURS OF EUROPE

অন্তর্ভুক্তঃ ইংল্যান্ড ■ নেদারল্যান্ডস ■ বেলজিয়াম ■ ফ্রান্স ■ সুইজারল্যান্ড ■ জার্মানি ■ অস্ট্রিয়া ■ ইতালি ■ ভ্যাটিকান সিটি

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

• লন্ডন • স্টেনালাইন ক্রুজ • ব্রাসেলস্ • প্যারিস • ইনসব্রুক • জুরিখ • লুসার্ন • এঙ্গেলবার্গ • ইন্টারলেকেন • মাদুরোদাম • মাউন্ট জুংফ্রাউ • মাউন্ট টিটলিস • রাইন ফলস্ • মিউনিখ • ভেনিস • রোম • পিসা • সেন্ট পিটারস্ ব্যাসিলিকা • লাক্সারি কোচে লন্ডন থেকে রোম

সুইজারল্যান্ডে আল্পসে ঘেরা এঙ্গেলবার্গে ২ রাত্রিযাপন

যাত্রাঃ ~~১৮ই~~ মে, ~~১৯শে~~ মে, ~~৮ই জুন~~ এবং ~~২০শে~~ জুলাই, ২০২৫

New Date: ১৮ই মে, ২০২৫ QATAR Emirates

SPECTACULAR SOUTH AFRICA WITH KRUGER

অন্তর্ভুক্তঃ জোহানেসবার্গ ■ প্রিটোরিয়া ■ ক্রুগার ■ নাইস্না ■ আউডস্রুন ■ মোসাল বে ■ কেপ টাউন

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

• ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক-এ সারাদিন গেম ড্রাইভ্ সাথে ২ রাত্রিযাপন • ডিনার সহ লেক জর্জ-এ সানসেট লগুন ক্রুজ • ক্যাঙ্গো কেভস্ • অসট্রিচ্ ফার্ম • ওয়াইল্ডলাইফ রাঞ্চ • ভিক্টোরিয়া এবং আলফ্রেড ওয়াটার ফ্রন্ট • টেবিল মাউন্টেন ট্যুর • ফানিকুলার রাইডসহ কেপ পয়েন্ট ট্যুর • সিল কলোনি • পেঙ্গুইন (বোল্ডারস) বিচ • কেপ অফ গুড হোপ • কেপ টাউন-এ হেলিকপ্টার রাইড

যাত্রাঃ ~~১৮ই~~ মে এবং ২২শে মে, ২০২৫ Emirates

KENYA SAFARI

অন্তর্ভুক্তঃ নাইরোবি ■ অ্যাম্বোসেলি ন্যাশনাল পার্ক ■ লেক্ নাকুরু ■ মাসাই মারা

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

• অ্যাম্বোসেলি ও মাসাই মারা-তে সারাদিন সাফারি • ইকুয়েটর লাইন • দ্য গ্রেট রিফ্ট ভ্যালি • লেক্ নাইভাসা-তে জলহস্তিদের মাঝে নৌকাবিহার • লেক্ এলিমেনটাইটার মনোরম দৃশ্য

যাত্রাঃ ~~২২শে~~ জুলাই, ৪ঠা আগস্ট এবং ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫

UNBEATABLE AMERICA

অন্তর্ভুক্তঃ ওয়াশিংটন ■ বাফালো ■ নিউ ইয়র্ক ■ সান ফ্রান্সিস্কো ■ ফ্রেসনো ■ লাস ভেগাস্ ■ লস এঞ্জেলেস

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

• সান ফ্রান্সিস্কো-তে গোল্ডেন গেট ব্রিজ্ ও ফিশারম্যান্স ওয়ার্ফ • ইউনিভার্সাল স্টুডিওজ • লাস ভেগাসে বেলাজিও মিউজিক্যাল ফাউন্টেন শো ও আলোকসজ্জিত ফ্রিমন্ট স্ট্রিট ওয়াক • স্কাইওয়াক্ সহ গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন • স্ট্যাচু অফ্ লিবার্টি • এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর ৮৬ তলা • রাত্রে নায়াগ্রা ফলস্-এ ইলিউমিনেশন • নায়াগ্রা ফলস্-এ বোট রাইড

ক্যালিফোর্নিয়াতে ইয়োসেমিটে ন্যাশনাল পার্ক ভ্রমণ

যাত্রাঃ ~~৩০শে~~ মে, ~~১৪ই জুন~~, ২৯শে জুন, ১লা অক্টোবর এবং ৮ই অক্টোবর, ২০২৫ Emirates

SCENIC SCANDINAVIA WITH ESTONIA

ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক

অন্তর্ভুক্তঃ হেলসিঙ্কি ■ তালিন ■ স্টকহোম ■ লিলেহ্যামার ■ গাইরেঞ্জার ■ আটলান্টিক রোড ■ বার্গেন ■ গেইলো ■ অসলো ■ কোপেনহেগেন

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

• নোবেল মিউজিয়াম • স্টকহোম সিটি ট্যুর • কার্লস্টাড • সগনে ফিওর্ড • ফ্ল্যাম রেলওয়ে ট্রেন রাইড • বার্গেন-এ ফানিকুলার ট্রেন রাইড • ভিগিল্যান্ড ভাস্কর্য পার্ক ও অসলো সিটি ট্যুর • ডি এফ ডি এস ক্রুজ • কোপেনহেগেন সিটি ট্যুর • অ্যামালিয়েনবর্গ প্রাসাদ • লিটল মারমেইড • ট্যালিনক্ সিলজা ক্রুজে রাত্রিবাস • ক্রুজসহ তালিন সিটি ট্যুর

৩ রাত্রি ফিওর্ডস এলাকায় থাকার সুযোগ

যাত্রাঃ ১৭ই জুন, ২০২৫ QATAR

PICTURESQUE SWISS AND PARIS

অন্তর্ভুক্তঃ ফ্রান্স ■ সুইজারল্যান্ড ■ জার্মানি

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

• প্যারিস • জুরিখ • লুসার্ন • এঙ্গেলবার্গ • ইন্টারলেকেন • মাউন্ট জুংফ্রাউ • মাউন্ট টিটলিস • রাইন ফলস্ • ডিজনিল্যান্ড

সুইজারল্যান্ডে আল্পসে ঘেরা এঙ্গেলবার্গে ২ রাত্রিযাপন

যাত্রাঃ ২৪শে মে, ২০২৫ AIR INDIA

SPLENDID SPAIN & PORTUGAL

অন্তর্ভুক্তঃ বার্সেলোনা ■ ভ্যালেন্সিয়া ■ গ্রানাডা ■ সেভিল ■ লিসবন্ ■ মাদ্রিদ ■ বুনল ■ মালাগা ■ কর্ডোবা

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

• সাগ্রাদা ক্যাথেড্রাল • অলিম্পিক ভিলেজ • ক্যাম্প নৌ স্টেডিয়াম • সেভিল ক্যাথেড্রাল • ক্যাসকেইস বিচ • মাদ্রিদ-এ ফ্লেমেনকো শো • সান্তিয়াগো স্টেডিয়াম

বুনল-এ লা টম্যাটিনা ফেস্টিভ্যাল উপভোগ করার সুযোগ

যাত্রাঃ ২৩শে আগস্ট, ২০২৫ QATAR

AMAZING THAILAND - 8 DAYS যাত্রাঃ ২১শে মে, ২০২৫ THAI

Package Cost Includes: Ex-Kolkata Departure | Round-trip Airfare | Accommodation at 4-Star / 5-Star Hotels | Meals | Sightseeings | Entry Fees | Visa Charges | Travel Insurance | Experienced Tour Manager from Kolkata

GO Everywhere Tours & Travels Pvt. Ltd.

Regd. Office: 8, Camac Street, Shantiniketan Building, 5th Floor, Unit No. 509, Kolkata 700 017, India.
Branch Office: AD-68, Salt Lake City, Sec – I, Kolkata 700 064, India. **Tel: 98318 11535 | 90881 01124**

goeverywhereholidays
go.everywhereholidays
www.goeverywhereholidays.com

Scan for website

*T & C Apply

Our young, energetic, knowledgeable and popular faces accompanying all groups from Kolkata

Pritam 98748 28045 | Soumyajit 81588 94453 | Niladri 98363 43887 | Avik 98361 98280 | Sandipan 98300 41540 | Atanu 98368 88932 | Palash 98748 00122 (WhatsApp Call only) | Sayan 70471 43332 (WhatsApp Call only) | Atreyi 98310 44459

033 4604 9800 / 033 4600 2464
Mon to Sat (11am to 6pm)

এক নজরে

শুনানি রেকর্ড, ১ লক্ষ টাকা দণ্ড

আদালতের শুনানির অডিয়ো রেকর্ড করছিলেন। ধরা পড়ে এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিতে রাজি হলেন অভিযুক্ত। বম্বে হাই কোর্টে বৃহস্পতিবার একটি সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের শুনানি চলছিল বিচারপতি এ এস গডকড়ী ও বিচারপতি কমল খাটার বেঞ্চে। তখনই আদালতের কর্মীরা দেখতে পান, এক ব্যক্তি সওয়ালের অডিয়ো রেকর্ড করছেন। তাঁকে পাকড়াও করেন আদালতের কর্মীরা। সাজ্জিদ আব্দুল জব্বার পটেল নামে ওই ব্যক্তি জানান, তিনি মামলার এক পক্ষের আত্মীয়। তখন বিচারপতিরা কথা বলেন সংশ্লিষ্ট পক্ষের আইনজীবী হিতেন ভেনেগাঁওকরের সঙ্গে। ভেনেগাঁওকর জানান, ওই ব্যক্তিকে শুনানি রেকর্ড করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে পটেল প্রথম বার এ কাজ করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা না নেওয়ার আর্জি জানান তিনি। পটেলের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে কোর্টের হেফাজতে রাখা হয়। সংবাদ সংস্থা

সঞ্জয়ের হুঁশিয়ারি

হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে ট্রাম্প-জ়েলেনস্কি বাগ্‌যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সতর্ক করে দিলেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিংহ। এক্স হ্যান্ডলে ট্রাম্প-জ়েলেনস্কির তর্কের ভিডিয়ো দিয়ে তিনি লেখেন, 'এই কথোপকথন প্রমাণ করে যে, ট্রাম্প ধমক দেওয়ার জন্য তৈরি, তাই ট্রাম্পের পুতুল হওয়ার বদলে ভারতীয় অভিবাসীদের অপরাধীদের মতো শিকল পরিয়ে ভারতে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি মোদীজির জোরালো ভাবে উত্থাপন করা উচিত।' আমেরিকার প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের একটি উক্তিও স্মরণ করিয়ে দেন রাজ্যসভার আপ সাংসদ। কিসিঞ্জার বলেছিলেন, 'আমেরিকার শত্রু হওয়া বিপজ্জনক, কিন্তু বন্ধু হওয়া মারাত্মক।'

হিন্দির বিরোধিতায়

হিন্দি বিরোধিতায় ক্রমাগত সুর চড়াচ্ছে ডিএমকে। তার পরেও সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেস কেন চুপ, সেই প্রশ্নে আক্রমণ শানাল রাষ্ট্রীয় লোক দল। দলের আট বিধায়ক সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার সামনে হিন্দি ভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা ও নতুন শিক্ষানীতির সমর্থনে সমাবেশ করে। মন্ত্রী অনিল কুমার প্রশ্ন তোলেন, "সমাজবাদী পার্টির ভাল বন্ধু এম কে স্ট্যালিন প্রকাশ্যে হিন্দি বিরোধিতা করছেন। সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদব ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী চুপ কেন!"

'খবর তৈরি নয়'

মহাকুম্ভের মতো বড় মাপের অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষমতা ভারতের রয়েছে। প্রতিদিন নতুন রেকর্ড তৈরি হয়, তাই খবর 'বানানো'র প্রয়োজন নেই বলে মত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। শনিবার দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, "গোটা বিশ্ব থেকে মানুষ ভারতে আসতে চান। ভারত এমন একটি দেশ যেখানে প্রতিদিন গঠনমূলক খবর তৈরি হয়। খবর বানানোর দরকার পড়ে না। অস্থায়ী একটি শহরে কী ভাবে কোটি কোটি মানুষ পুণ্যস্নান করলেন, তা ভেবেই সকলে অবাক।"

ধর্ষণ, ধৃত এক

সমাজমাধ্যমে পরিচয় হওয়া এক তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে বেঙ্গালুরুতে এক ব্লগারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্ত, ভাঝিকাড়াভুর বাসিন্দা জুনাইদ। পুলিশের দাবি, জুনাইদ প্রায় দু'বছর ধরে মলপ্পুরম এবং আশেপাশের এলাকার বিভিন্ন হোটেলে ওই তরুণীর উপর যৌন নির্যাতন চালাত। নির্যাতিতার নগ্ন ছবিও তুলে রাখত সে এবং সেগুলি ব্যবহার করে তাঁকে হুমকি দিত।

মণিপুরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার নয়াদিল্লিতে। *পিটিআই*

'লাটিয়ানের জামাত', ফের কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ: দিল্লি নির্বাচনে আপকে সরিয়ে গেরুয়া পতাকা উঠেছে। এ বার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কণ্ঠে ফিরে এল সেই 'খান মার্কেট গ্যাং'-এর প্রসঙ্গ। সেইসঙ্গে তিনি রাজধানীতে বিরোধী পক্ষ হিসেবে যোগ করলেন 'লাটিয়ানের জামাত'-এর নামটাও। রাজনৈতিক শিবিরের মতে, ভোট জেতার পর দিল্লির অভিজাততন্ত্রকেই উপহাস করতে চাইলেন মোদী, যারা সাধারণভাবে কংগ্রেস বা আপ-কেই সমর্থন করে এসেছে এতকাল।

একটি সংবাদমাধ্যমের আলোচনাচক্রে মোদী বলেছেন, "আমি অবাক হয়ে দেখছি বহু বছর ধরে খান মার্কেট গ্যাং এবং লাটিয়ানের জামাত একটি বিষয়ে নীরব। যে জনতা জনস্বার্থ মামলার ঠিকা নিয়ে রেখেছে, কথায় কথায় আদালতে দৌড়ান, তারা কেন কখনও স্বাধীনতা হরণ নিয়ে কোনও কথা বলেননি?" প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য, ব্রিটিশরা যে আইন দেড়শো বছর আগে ভারতের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল এবং যা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও বহাল ছিল, তা নিয়ে 'খান মার্কেট গ্যাং' নীরব ছিল। মোদীর কথায়, "ব্রিটিশদের আনা দেড়শো বছরের পুরনো আইন, ড্রামাটিক পারফর্ম্যান্স অ্যাক্ট-এর ফলে কোনও বিবাহ অনুষ্ঠানে ১০ জনের বেশি নাচলে পুলিশ বর-বৌয়ের সঙ্গে তাঁদেরও গ্রেফতার করতে পারত। আমাদের সরকার এই আইন বদলেছে।" প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য,

> ব্রিটিশ সরকারের প্রায় দেড় হাজার আইনের কোনও প্রাসঙ্গিকতা আজ আর নেই। সেগুলি বাতিল করেছে সরকার। এমনকি, বাঁশ কাটার জন্যও জেল হওয়ার কথা ছিল। কারণ, আগের সরকারদের মাথায় ঢোকেনি বাঁশ কাটা মানে গাছ কাটা নয়।
>
> **নরেন্দ্র মোদী**

"মোদী যদি এই আইন আনত, শুধু ভেবে দেখুন কি কাণ্ডটাই না হত! এই ব্যক্তিরা আগুন জ্বালিয়ে দিতেন, মোদীর মাথার চুল ছিঁড়তেন! কিন্তু ঘটনা হল, এই ঔপনিবেশিক আইন আমার সরকার বাতিল করেছে।" পাশাপাশি তিনি এ কথাও যোগ করেন, "ব্রিটিশ সরকারের এমন প্রায় দেড় হাজার আইনের কোনও প্রাসঙ্গিকতা আজ আর নেই। সেগুলি বাতিল করেছে সরকার। এমনকি, বাঁশ কাটার জন্যও জেল হওয়ার কথা ছিল। কারণ, আগের সরকারদের মাথায় ঢোকেনি বাঁশ কাটা মানে গাছ কাটা নয়। গাছ কাটার আইন বাঁশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উত্তরপূর্বাঞ্চলের জনজাতিদের জীবনে বাঁশগাছ গুরুত্বপূর্ণ অংশ।"

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে একটি সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী 'খান মার্কেট গ্যাং'-এর বিরুদ্ধে কটু কথা বলায় তৈরি হয়েছিল আলোড়ন। প্রশ্ন উঠেছিল, তাহলে কি লাটিয়ান'স দিল্লির অভিজাত শ্রেণিকেই নিশানা করতে চাইছেন 'গরিবের সন্তান' মোদী? দীর্ঘ দশ বছরের আপ শাসনকে পরাজিত করার পর মোদী আজ আবারও সেই প্রশ্ন তুললেন।

যদিও 'খান মার্কেট গ্যাং'-এর কথা প্রথম রসিকতার ছলে বলেছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। অভিজাত পরিবার থেকে আসা এক ঝাঁক অল্পবয়সি সাংসদ মধ্যাহ্নভোজের সময়ে চলে আসতেন এখানকার রেস্তরাঁগুলিতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রিয়া সুলে, মানবেন্দ্র সিংহ, জিতিন প্রসাদ, মিলিন্দ দেওরারা। পরে যোগ দিয়েছিলেন কানিমোঝি এবং কে কবিতাও। তবে খান মার্কেট বললেই যে পরিবারটির ছবি বারবার সামনে চলে আসে, তা সনিয়া-রাহুল–প্রিয়ঙ্কার। সনিয়ার পছন্দ এখানকার টাউন হলের স্যামন এবং টুনার সুশি, রাহুল-প্রিয়ঙ্কাও বারবার আসেন স্মোক হাউস-এ। মোদীর নিশানায় গান্ধী পরিবারের অভিজাততন্ত্র এবং মানবাধিকার আন্দোলনকারী (লাটিয়ানের জামাত) এ ভাবেই বারবার ফিরে আসছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক শিবির।

তেলঙ্গানার সুড়ঙ্গে নরম কিছু ধরা পড়ল রেডারে

হায়দরাবাদ, ১ মার্চ: তেলঙ্গানায় সপ্তাহখানেক সুড়ঙ্গে আটকে থাকা আট জন নির্মাণকর্মীর মধ্যে চার জনের অবস্থান ধরা পড়েছে রেডারে, দাবি করলেন রাজ্যের মন্ত্রী জুপাল্লি কৃষ্ণ রাও। আগামিকাল, রবিবার সন্ধ্যার মধ্যে তাঁদের কাছে পৌঁছনো যেতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। মন্ত্রী জানিয়েছেন, অন্য চার জন সুড়ঙ্গ খোঁড়ার যন্ত্রের নীচে আটকে থাকতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে আটকে থাকার শ্রমিকদের বাঁচার আশা ক্ষীণ বলে আজও তিনি উল্লেখ করেছেন।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি নাগরকুর্নুলে শ্রীশৈলম জলাধারের লেফট ব্যাঙ্ক ক্যানালে নির্মাণের কাজ চলাকালীন সুড়ঙ্গের একাংশ ধসে পড়ে। জমে যায় জল। সুড়ঙ্গের প্রায় ১৪ কিলোমিটার গভীরে আটকে পড়েন আট জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদার সংস্থার প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার মনোজ কুমার এবং ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনিবাস। দু'জনেই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। সঙ্গে দুই অপারেটর, জম্মু-কাশ্মীরের সানি সিংহ এবং পঞ্জাবের গুরপ্রীত সিংহ। বাকি চার জন ঠিকাদার সংস্থার শ্রমিক সন্দীপ সাহু, জেগতা জ়েস, সন্তোষ সাহু এবং অনুজ সাহু। সবাই ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছিলেন। সেনা, নৌসেনা, রেল, কোলিয়ারি-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাঁচশোরও বেশি উদ্ধারকারী টানা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের বার করে আনার।

ন্যাশনাল জিয়োফিজ়িক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা সুড়ঙ্গে গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেডার ব্যবহার করে সুড়ঙ্গের শেষ ১০-১৫ মিটারের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কয়েক জায়গায় নরম-নরম কিছুর অবস্থান টের পেয়েছেন। সেখানেই নির্মাণকর্মীরা আটকে থাকতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী পথ বার করে এগোনোর চেষ্টা করছেন র‌্যাট মাইনার্সরা। আজ সকালে উদ্ধারকারী একটি দল সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢোকে। সমান তালে চলেছে নির্দিষ্ট পথ ধরে জল এবং ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ। কেটে ফেলা হচ্ছে ৪৫০ উঁচু দীর্ঘ সুড়ঙ্গ খোঁড়ার যন্ত্রের কিছু অংশ। কনভেয়র বেল্টের বিকল অংশ দ্রুত মেরামত করে ফেলা যাবে বলে আশা উদ্ধারকারীদের।

আজ সেচমন্ত্রী এন উত্তম কুমার রেড্ডি এবং মুখ্যসচিব শান্তি কুমারীকে নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে যান আবগারিমন্ত্রী কৃষ্ণ রাও। উদ্ধারকারী দলগুলির আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা। পরে আবগারিমন্ত্রীর দাবি, গত দু'দিনে উদ্ধারকাজে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেখানে অ্যাম্বুল্যান্সের সারি নজরে এসেছে। হায়দরাবাদ থেকে আসছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। রাজ্য সরকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওই সুড়ঙ্গে ঢোকা-বেরোনোর বিকল্প পথ রাখতে আরও একটি সুড়ঙ্গ খোঁড়ার চিন্তা করছে। এই দুর্ঘটনার পরে বিরোধী শিবির থেকে উদ্ধারকাজে ঢিলেমির অভিযোগ উঠেছে। এ ক্ষেত্রে জল-কাদা ও বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিষয়গুলি উল্লেখ করে কৃষ্ণ রাও বলেছেন, যাঁরা উদ্ধারের কাজ করছেন তাঁরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ। *সংবাদ সংস্থা*

২১ মাস পরে কেন, প্রশ্ন কংগ্রেসের

মণিপুর নিয়ে কড়া নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা

গুয়াহাটি, ১ মার্চ: রাষ্ট্রপতি শাসনাধীনে থাকা মণিপুরকে নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শাহ বাহিনীকে নির্দেশ দেন, ৮ মার্চ থেকে মণিপুরের সব সড়কে মানুষের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে হবে। কেউ পথ আটকালে নিতে হবে কড়া ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার করা, মায়ানমার সীমান্তে বেড়া বসানো ও অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ করা এবং আফিম চাষ সম্পূর্ণ ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছেন শাহ। কংগ্রেসের প্রশ্ন, ২১ মাস ধরে অবাধ চলাচল নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি কেন?

বৈঠকে মণিপুরের রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক, সেনাবাহিনীর উপপ্রধান, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সেনা কমান্ডার, বিএসএফ, সিআরপি এবং আসাম রাইফেলসের ডিজি, মণিপুরের নিরাপত্তা উপদেষ্টারা ছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, সেনা ও মণিপুর প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অমিত শাহ বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার মণিপুরে স্থায়ী শান্তি পুনরুদ্ধারে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল সাহায্য দিচ্ছে কেন্দ্র।" তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, মণিপুরের আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর নির্ধারিত প্রবেশপথের উভয় দিকে বেড়া দেওয়ার কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পন্ন করতে হবে। মণিপুরকে মাদকমুক্ত করতে হলে মাদক ব্যবসায়ে জড়িত সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলতে হবে।

মণিপুরের রাজ্যপাল অজয়কুমার ভল্লা পাহাড় এবং উপত্যকার বাসিন্দাদের জন্য অবৈধ অস্ত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা ৬ মার্চ বিকেল ৪টা পর্যন্ত বাড়িয়েছেন। পুলিশ জানায়, রাজ্যের অস্ত্রাগার থেকে ৬ হাজারের বেশি অস্ত্র লুট হয়েছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ লুট হওয়া অস্ত্র জমা দেওয়ার আবেদন জানানোর পরে ৩৪২২টি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র জমা পড়েছিল। রাজ্যপালের আবেদনের পরে আরও প্রায় সাতশো অস্ত্র জমা পড়েছে। তাই এখন পর্যন্ত ৪১২২টি অস্ত্র খাতায়-কলমে জমা পড়েছে। সংখ্যাটি রোজই বাড়ছে।

মণিপুর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি কে মেঘচন্দ্রের প্রশ্ন, কেন মণিপুরের মাদক পাচারের বেশিরভাগ হাই-প্রোফাইল মামলা কখনও সিবিআইয়ের মতো নিরপেক্ষ তদন্ত সংস্থার হাতে দেওয়া হয়নি? কেন বহু বিতর্কিত ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহের সঙ্গে নাম জড়ানো মাদক মাফিয়া লুখোসেই জোউয়ের বমাল গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা নিয়ে সিবিআই তদন্ত হয়নি। বরং তাঁকে পরে আদালত খালাস করে দেয়।

মেঘচন্দ্রের মতে, এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে মাদক চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে বীরেন সরকার আদতে কোনও গুরুতর ব্যবস্থা নেয়নি। মেঘচন্দ্র আরও বলেন ৮ মার্চ থেকে অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে, কিন্তু গত ২১ মাসে কেন এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি?

মানায় তুষারধসে মৃত ৪, শিলায় সাদা রাজস্থানের চুরু

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ: পুরু বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে উত্তর ভারতের একাংশ। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে আগামী কয়েক দিন প্রবল তুষারঝড় ও বৃষ্টিপাত হবে উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও কাশ্মীরে। প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা রাজস্থান ও পঞ্জাবেও। পাহাড়ি এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ধস নেমে যান চলাচল বন্ধ। বিদ্যুৎ সংযোগ নেই বহু এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পর্যটকদের জন্যেও অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে তুষারধসে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ নির্মাণ-শ্রমিক। ৫০ জনকে প্রায় ছ'ফুট বরফের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি)-এর ক্যাম্পে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

গত কাল ভোর সাড়ে ৫টা থেকে ৬টার মাঝে যখন তুষারধস নামে, ৩২০০ মিটার উচ্চতায় ভারত-তিব্বত সীমান্তের শেষ গ্রাম মানায় বিআরও (বর্ডার রোড অর্গানাইজ়েশন) শিবিরটি বরফে চাপা পড়ে যায়। উত্তরাখণ্ড সরকার জানিয়েছে, ওই বিআরও শিবিরে ৫৭ জন নির্মাণ শ্রমিক কাজ করছিলেন। এর মধ্যে ২ জন ছুটিতে ছিলেন। বাকি ৫৫ জন ওই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। এরা মূলত বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব ও জম্মু-কাশ্মীর থেকে এসেছিলেন। সেনাবাহিনী দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমে পড়েছিল। পার্বত্য অঞ্চলে কাজ করায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শতাধিক সেনা-জওয়ান অংশ নেন উদ্ধারকাজে। এই দলে ছিলেন চিকিৎসকেরাও। চলে আসে অ্যাম্বুল্যান্স। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এরও চারটি দল পৌঁছে যায় চামোলী। ৪৮ ঘণ্টার একটানা পরিশ্রমে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও আইটিবিপি আজ বরফের নীচ থেকে আরও ১৭ জন শ্রমিককে খুঁজে পেয়েছেন। ছয় ফুট বরফের নীচে তাঁরা চাপা পড়ে ছিলেন। এ পর্যন্ত মোট ৫০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। চার জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করা হয়। এখনও ৫ শ্রমিক নিরুদ্দেশ।

হিমাচলের কুলু-মানালির অবস্থাও ভয়াবহ। বরফে ঢেকেছে চারপাশ। রাস্তায় জলস্রোত। বহু জায়গায় ধস নেমে উধাও হয়েছে রাস্তা। অসংখ্য পর্যটক আটকে পড়েছেন। হোটেলে জায়গা নেই। বিদ্যুৎহীন বহু অঞ্চল। বরফ পড়ে ওভারহেড তার ছিঁড়ে গিয়েছে। পর্যটকদের বিপত্তির অসংখ্য ভিডিয়ো ছড়িয়েছে সমাজমাধ্যমে। জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলও যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন হয়ে। একটানা তুষারপাতে ভূস্বর্গের তাপমাত্রা আচমকাই অনেকটা কমে গিয়েছে।

ও দিকে, মরু-রাজ্য রাজস্থানের চুরু ও সরদারশহরের অবস্থা এখন কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের মতো। মরুভূমির বুকে যেখানে গরমকালে তাপমাত্রা গড় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে চলে যায়, সেখানকার এই ছবি সম্পূর্ণ অপরিচিত কিছু। একটানা ভারী শিলাবৃষ্টিতে সফেদ রঙ নিয়েছে চুরু। ঘরবাড়ির 'তুষারাবৃত'। বেলচা দিয়ে বাড়ির দরজা থেকে সাদা শিলা সরাচ্ছেন জনৈক ব্যক্তি। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই অভিজ্ঞতা নতুন। তাঁরা কৃষিকাজ নিয়ে চিন্তায়। ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা কৃষি দফতরেরও। *সংবাদ সংস্থা*

'আইআইটি বাবা' এ বার 'প্রহৃত' টিভি সাক্ষাৎকারে

নয়ডা, ১ মার্চ: একটি বেসরকারি হিন্দি সংবাদ চ্যানেলের নিউজ়রুমে 'গেরুয়াধারী' লোকজন তাঁকে মারধর করেছেন বলে অভিযোগ করলেন কুম্ভখ্যাত 'আইআইটি বাবা' ওরফে অভয় সিংহ। নয়ডার ১২৬ নম্বর সেক্টর থানার আধিকারিকের উদ্দেশে লেখা অভিযোগপত্রের একটি ছবি নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে প্রকাশ করেছেন এই স্বঘোষিত বাবা। তবে লিখিত অভিযোগ থানায় জমা পড়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। এ দিকে, ওই অনুষ্ঠানে হাতাহাতির ভিডিয়ো ক্লিপ ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে সমাজমাধ্যমে। যেখানে সাধুবেশী লোকজনের মুখনিঃসৃত বিভিন্ন আপত্তিকর কথাবার্তা টানা 'বিপ', 'বিপ' শব্দে চাপা দিতে হয়েছে!

অভয়ের দাবি, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ওই সংবাদমাধ্যমের তরফে তাঁকে একক সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, "গেরুয়া পরা কিছু বহিরাগত লোকজন নিউজ়রুমে ঢুকে পড়ে আমাকে শারীরিক নিগ্রহ করে।" এক ব্যক্তির নাম করে তাঁর অভিযোগ, সেই গেরুয়াধারী লাঠি দিয়ে তাঁকে আঘাত করেছিলেন। অভয়ের দাবি, "আমি লাঠি নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলাম আর পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তার পরে আমাকে একটা ঘরে আটকে রাখার চেষ্টা হয়। কোনও রকমে পালাতে পেরেছি।"

ওই সংবাদ চ্যানেল যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে পরে প্রতিবেদনে দাবি করেছে, সাক্ষাৎকার চলার সময়ে 'ধর্মাচার্যেরা' উপস্থিত হলে অভয়ের মেজাজ বদলে যায়। কঠিন প্রশ্নের মুখে রেগে গিয়ে তিনি তাঁদের এক জনের গায়ে গরম চা ছুড়ে দেন এবং তার পরে 'নাটক' শুরু করেন। চ্যানেলটির প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, অভয় প্রচারে আসার জন্য এই সব করেছেন। গোলমালে জড়িয়ে পড়া গেরুয়াধারীদেরও অভিযোগ, 'ধর্মের কিছুই জানেন না আইআইটি বাবা। সেটা ফাঁস হয়ে যেতেই নাটক করেছেন তিনি'। নয়ডার পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। *সংবাদ সংস্থা*

ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে নয়া চার্জশিট

বেঙ্গালুরু, ১ মার্চ: কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে পকসো মামলায় সিআইডির দেওয়া নতুন একটি চার্জশিট আজ গ্রহণ করল বেঙ্গালুরুর বিশেষ আদালত। প্রবীণ ওই বিজেপি নেতা ও আরও তিন অভিযুক্তকে সমন পাঠিয়ে ১৫ মার্চ কোর্টে হাজির হতে বলা হয়েছে।

২০২৪ সালের ১৪ মার্চ ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে ওই মামলা রুজু হয়েছিল। এক মহিলা দাবি করেন, ওই বছর ২ ফেব্রুয়ারি ১৭ বছর বয়সি মেয়েকে নিয়ে তিনি সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন ইয়েদুরাপ্পার বেঙ্গালুরুর বাড়িতে। অভিযোগ, সেই সময়ে ইয়েদুরাপ্পা ওই কিশোরীকে যৌন হেনস্থা করেন। গত ২৭ জুন সিআইডি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে পেশ করা চার্জশিটে দাবি করে, ইয়েদুরাপ্পা এবং অন্য তিন অভিযুক্ত টাকা দিয়ে ওই মা-মেয়ের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাতে পকসো আইনের কয়েকটি ধারায় অভিযুক্ত করা হয় তাঁকে। তাঁর দুই সহকারী অরুণ ওয়াই এম, রুদ্রেশ এম এবং জি মরিস্বামীকে তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও অপরাধ ধামাচাপা দিতে উপঢৌকন দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। অভিযোগ অস্বীকার করে কোর্টে ইয়েদুরাপ্পার আইনজীবী দাবি করেন, ওই মা-মেয়ে অন্য এক জনের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ নিয়ে তাঁর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। যদিও সরকার পক্ষ পাল্টা দাবি করে, ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। ইতিমধ্যে, গত মে মাসে ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত অভিযোগকারিণী মায়ের মৃত্যু হয়েছে। *সংবাদ সংস্থা*

'মহিলা হলেই সত্য হয় না অভিযোগ'

কোচি, ১ মার্চ: যৌন হেনস্থা-সহ ফৌজদারি মামলায় মহিলার অভিযোগ মাত্রেই তা সর্বৈব সত্য নয় বলে মন্তব্য করল কেরালা হাই কোর্ট। নিরপরাধ ব্যক্তিদের ভুয়ো মামলায় ফাঁসানোর ঘটনা ক্রমশ বাড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে হাই কোর্ট।

সংশ্লিষ্ট মামলায় অভিযোগকারিণী দাবি করেন, তিনি একটি সংস্থার কর্মী ছিলেন। অভিযুক্ত যৌন হেনস্থার উদ্দেশ্যে তাঁর হাত ধরেছিলেন। অভিযুক্ত পাল্টা দাবি করেন, ঠিক মতো কাজ করতে না পারার জন্য ওই মহিলা কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়। তখন অভিযুক্তের উদ্দেশে তিনি অশালীন ভাষা প্রয়োগ করেন। তাঁকে হুমকি দেন। প্রমাণ হিসেবে একটি অডিয়ো ক্লিপও পেশ করেন তিনি।

অভিযুক্তের আগাম জামিনের নির্দেশ দিয়ে হাই কোর্টের বিচারপতি পি ভি কুনহিকৃষ্ণন বলেন, অভিযুক্তের তরফে করা পাল্টা অভিযোগ ও অডিয়ো ক্লিপও পুলিশকে যাচাই করে দেখতে হবে।

বিচারপতির কথায়, "ঘটনার তদন্ত সার্বিক হওয়া উচিত। অভিযোগকারিণী মহিলা হলেই সব ক্ষেত্রে তাঁর অভিযোগ সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় না। অভিযুক্তের বক্তব্য খতিয়ে না দেখে কেবল তাঁর বক্তব্যের ভিত্তিতে পুলিশ এগোতে পারে না।" *সংবাদ সংস্থা*

স্ত্রীর চাপেই আত্মঘাতী মানব, দাবি বোনের

আগরা, ১ মার্চ: স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে ভাঙন এবং বিবাহবিচ্ছেদের জটিলতার আশঙ্কাতেই আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারেন তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী মানব শর্মা। একটি সাক্ষাৎকারে শনিবার এমনটাই দাবি করলেন তাঁর বোন আকাঙ্ক্ষা শর্মা। তাঁর দাবি, বিবাহবিচ্ছেদের পথ বেছে নিলে তা নিয়ে মানবকে ভুগতে হবে, এমনটাই বলেছিলেন তাঁর স্ত্রী নিকিতা। সেই চাপ সহ্য করতে না পেরেই এমন পদক্ষেপ।

আকাঙ্ক্ষা তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, গত বছর জানুয়ারিতে বিয়ে করেছিলেন মানব এবং নিকিতা। তবে বিয়ের পর থেকেই তাঁদের সম্পর্কে নানা সমস্যা লেগে থাকত। আকাঙ্ক্ষার দাবি, এ বছর জানুয়ারিতে মানব জানতে পারেন, নিকিতা অন্য এক জনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। এর পরেই দু'জনে বিবাহবিচ্ছেদের পথ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি বিবাহবিচ্ছেদের আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল দম্পতির।

তবে এ সবের মাঝে নিকিতা এক দিন মানবকে হুমকি দিয়ে বলেন, বিবাহবিচ্ছেদের আইন মেয়েদের পক্ষেই যায়। তাই, যদি মানব তাঁকে ডিভোর্স দেন, তা হলে আগামী দিনে মানব ও তাঁর মা-বাবাকে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হবে। এর পর থেকেই প্রচণ্ড মানসিক চাপে ছিলেন মানব। এক দিন প্রিয়া নামে এক মহিলা মানবকে এ-ও জানিয়েছিলেন, নিকিতা ও তাঁর দুই বোন বিবাহিত পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে তাঁদের 'জীবন ধ্বংস' করেন। এই কথাও ওই যুবকের মনে ভীষণ রকমের চাপ ফেলেছিল। ২৪ ফেব্রুয়ারি আগরায় আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করার কথা হলেও সে দিনই উদ্ধার হয় যুবকের ঝুলন্ত দেহ।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার বছর ছত্রিশের মানবের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়া এবং সম্প্রতি তাঁর শেষ বার্তার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে চর্চা চলছে নানা মহলে। ভিডিয়োটিতে মানবকে বলতে শোনা গিয়েছে, স্ত্রীর অন্য এক জনের সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানতে পেরেছেন তিনি। সঙ্গে রয়েছে বিবাহবিচ্ছেদের জটিল প্রক্রিয়াও। এই সব কিছু নিয়েই তিনি মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত বলে দাবি করে মানব ভিডিয়োয় কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আত্মহত্যাই তাঁর একমাত্র পথ। প্রশাসনকে পুরুষদের দিকে 'নজর দিতে'ও আর্জি জানিয়েছেন তিনি। মানবের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই পাল্টা একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেন তাঁর স্ত্রী নিকিতাও। সেখানে তাঁর দাবি, মানব মদ-মাদকে আসক্ত ছিলেন। প্রায়ই তাঁকে মারধর করতেন। যদিও এই প্রসঙ্গে মানবের বোনের দাবি, যে মানব আঁকা, গিটার নিয়েই ব্যস্ত থাকতে ভালবাসতেন, তাঁর পক্ষে কি কখনও স্ত্রীর উপরে এমন অত্যাচার করা সম্ভব? *সংবাদ সংস্থা*

অর্থ কমিশনের টাকা খরচে গতি রাজ্যে

চন্দ্রপ্রভ ভট্টাচার্য

হাতে রয়েছে একটি মাত্র আর্থিক বছর। তার পরে শুরু হবে ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাজ। এই অবস্থায় চলতি আর্থিক বছর (২০২৪-২৫) শেষ হওয়ার আগেই (৩১ মার্চ) পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের পড়ে থাকা অর্থের খরচে গতি বাড়ানোর কাজ শুরু করল রাজ্য সরকার। তাতে যে কাজ এত দিন তুলনায় বেশ ঢিমেতালে চলছিল, গত দু'মাসে তাতেই খরচ এক ধাক্কায় এক হাজার কোটির বেশি করে ফেলল রাজ্য। প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, চলতি অর্থ কমিশনের বরাদ্দ মেয়াদের মধ্যে পুরো খরচ না হলে তা খারাপ বার্তা দেয়। নতুন অর্থ কমিশনের বরাদ্দে যাতে তার কোনও প্রভাব না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে আগেভাগে তাই গতি বাড়ানোর পথে হাঁটল রাজ্য।

প্রধানত গ্রামীণ পরিকাঠামো খাতে অর্থ কমিশনের এই অর্থ খরচ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা চলছিল রাজ্যে। সব জেলা সমান ভাবে অগ্রগতি তুলে ধরতে পারছিল না। ফলে অর্থ কমিশনের দেওয়া টাকা পুরো খরচ করার আগেই পরের বরাদ্দ চলে আসছিল। এ ভাবে বকেয়া খরচের পরিমাণও বাড়তে থাকে। গত বছর থেকেই বরাদ্দ খরচের উপর বাড়তি নজর দিয়েছিল রাজ্য। একাধিক বৈঠক করে প্রত্যেক জেলাকে খরচের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিতে হয়েছিল মুখ্যসচিবকেও। গত নভেম্বরের শেষে খরচ না হওয়া অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩৪৮ কোটি টাকা। শতাংশের হিসেবে সব জেলা মিলিয়ে মোট বরাদ্দের মধ্যে সে সময় পর্যন্ত খরচ হয়েছিল ৫৪.২২%। ২৪ ফেব্রুয়ারি যে তথ্য জেলা প্রশাসনগুলিকে নবান্ন জানিয়েছে তাতে, খরচ না হওয়া সেই অর্থের পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩৪৫ কোটি টাকা। সব জেলা মিলিয়ে খরচ বেড়ে হয়েছে ৭৪.১৭%। অর্থাৎ এই দু'মাসে খরচ বেড়েছে ১৯.৯৫ শতাংশ বিন্দু। এই খরচের নিরিখে ক্রমতালিকার প্রথমে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর (৮৬.৯৮%), একদম শেষে গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (৭.৭১%)। সব জেলা মিলিয়ে দৈনিক খরচের পরিমাণও ২৪ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ৩২ কোটি টাকা।

অর্থ কমিশনের বরাদ্দের ৬০% খরচ করতে হয় সুনির্দিষ্ট খাতে (টায়েড ফান্ড)। তার মধ্যে থাকে পানীয় জল সরবরাহ, জল পরিশোধনের পরিকাঠামো নির্মাণ, কঠিন-তরল-প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামো এবং শৌচাগার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। ৪০% অর্থ বরাদ্দ থাকে নির্ধারিত নয় (আন-টায়েড) এমন খাতে। ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যে অর্থ কমিশনের মোট ১০,৩২০ কোটি টাকা পাওয়ার কথা রাজ্যের। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ খরচ করা না গেলে, রাজ্যের ভাবমূর্তি ধাক্কা খেতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

আধিকারিকদের একাংশ জানাচ্ছেন, ২০২৬-র ১ এপ্রিল থেকে ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাজ শুরু করার কথা। কমিশনের চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগাড়িয়া কিছু দিন আগে রাজ্যে ঘুরে গিয়েছেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগের তুলনায় আরও বেশি অর্থের দাবি করেছিলেন (বিজেপিশাসিত-সহ একাধিক রাজ্য একই দাবি করেছিল) অর্থ কমিশনের থেকে। যা বিবেচনায় রাখার আশ্বাসও দিয়েছেন অর্থ কমিশনের আধিকারিকেরা। রাজ্যের আশা, তার আগে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যে বাকি থাকা পুরো অর্থের ব্যবহার হয়ত করে ফেলা যাবে। সে কারণে জেলাগুলিকে বাড়তি উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে নবান্ন।

চিকিৎসার জন্য মানা থেকে জোশীমঠে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আহতদের। শনিবার। *পিটিআই*

এক নজরে

১৪তম সন্তানের বাবা হলেন মাস্ক

ফের বাবা হলেন ধনকুবের ইলন মাস্ক। ইলনের তৃতীয় সন্তান আরকাডিয়ার প্রথম জন্মদিনেই নিজের চোদ্দতম সন্তান, শেলডন লাইকার্গাসের জন্মের কথা এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন ইলনের সঙ্গী শিভন জ়িলিস। ২০০২ সালে প্রথম বাবা হন মাস্ক। পরে আইভিএফ-এর মাধ্যমে আরও পাঁচ সন্তানের বাবা হন। সঙ্গীতশিল্পী গ্রাইমসের সঙ্গে আরও তিন সন্তানের বাবা হন মাস্ক। যদিও গ্রাইমস অভিযোগ করেন যে মাস্ক তাঁর তৃতীয় সন্তানের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে রাজি হননি। শনিবার অবশ্য শিভন নিজের এক্স মাধ্যমে তাঁর ও মাস্কের পুত্রের জন্মের কথা পোস্ট করলে তাতে স্বীকৃতি দেন ধনকুবের নিজে।

তুরস্কে অস্ত্রবিরতি

তুরস্কে নিষিদ্ধ বামপন্থী সংগঠন কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পিকেকে) শনিবার অস্ত্রবিরতির ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণায় সশস্ত্র এই সংগঠন এবং তুরস্কের সামরিক বাহিনীর মধ্যে ৪০ বছর ধরে চলা সংঘাতের ইতি ঘটবে। বৃহস্পতিবার পিকেকে-র কারাবন্দি নেতা আবদুল্লাহ ওকালান তাঁর সংগঠনের সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান জানান। পাশাপাশি সংগঠনটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা এবং তুরস্ক সরকারের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের সংঘাতের ইতি টানারও আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। তুরস্ক, আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) পিকেকে-কে জঙ্গি সংগঠনের তকমা দিয়েছিল।

‘আমাদের থেকে বেশি শান্তি আর কেউ চায় না’

ওয়াশিংটন ডিসি, ১ মার্চ: আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে তাঁর সঙ্গে বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশের প্রেসিডেন্ট আর ভাইস প্রেসিডেন্টের উত্তপ্ত বাদানুবাদ এখন সারা বিশ্বের চর্চার বিষয়। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে চরম তর্কাতর্কির পরে গত কাল খনিজ চুক্তি ছাড়াই হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ়েলেনস্কি। মধ্যাহ্নভোজ না সেরেই। বলা হচ্ছে, তাঁকে আর তাঁর সঙ্গে আসা ইউক্রেনের বাকি প্রতিনিধিদের নাকি হোয়াইট থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছিল তখনই। আজ সমাজমাধ্যমে গোটা ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন জ়েলেনস্কি। ট্রাম্পের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদের পরেও অবশ্য জ়েলেনস্কি আজ জানিয়েছেন, ট্রাম্পের সহযোগিতা তাঁদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওভাল অফিসের সেই বিতর্কিত বৈঠকের পরে ট্রাম্প নিজের সমাজমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে আঙুল তুলেছিলেন, ‘জ়েলেনস্কি আদৌ শান্তির জন্য প্রস্তুত নন’। তার জবাবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট আজ জানিয়েছেন, শান্তির খোঁজেই আমেরিকায় এসেছিলেন তিনি। লিখেছেন, ‘আমি জানি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই যুদ্ধ বন্ধ করতে চান তবে এই শান্তি আমাদের চেয়ে বেশি আর কেউ চায় না। আমরা ইউক্রেনের মানুষ এত দিন ধরে এই যুদ্ধের মধ্যে বেঁচে আছি। এই লড়াই আমাদের স্বাধীনতার লড়াই, আমাদের বেঁচে থাকার লড়াই’।

দ্বিতীয় দফায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে ইউক্রেনের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াচ্ছিলেন ট্রাম্প। এক দিকে, বাইডেন আমলের দেওয়া ইউক্রেনকে বিপুল সামরিক সাহায্য কাটছাঁটের কথা শোনা যাচ্ছিল তাঁর মুখে। এর পাশাপশি, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পরে যুদ্ধ বন্ধের কথাও বলছিলেন তিনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণের মূল লক্ষ্যই ছিল সে দেশের বিপুল খনিজ ভান্ডার নিয়ে জ়েলেনস্কির সঙ্গে চুক্তি করা। সেই খনিজ চুক্তিই হত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের প্রথম ধাপ। কিন্তু ভান্স এবং ট্রাম্পের সঙ্গে জ়েলেনস্কির প্রায় ৪০ মিনিট ধরে কথা কাটাকাটির পরে সেই চুক্তি বাস্তবায়িত হওয়ার প্রশ্ন ছিল না।

আমেরিকার সংবাদমাধ্যম বলছে, বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরে ট্রাম্পের কাছে এক বারের জন্যেও ক্ষমা চাননি জ়েলেনস্কি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট যদিও পাল্টা দাবি করেছেন, তিনি গত কাল এমন কোনও ভুল কাজই করেননি, যার জন্য তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে। ট্রাম্প এবং ভান্স-ও কাল ক্রমাগত খুঁচিয়ে গিয়েছেন, যুদ্ধ শুরুর প্রথম থেকে এত দিন পর্যন্ত ইউক্রেনের জন্য আমেরিকা যা যা করেছে, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত জ়েলেনস্কির। ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট অতীতে অসংখ্য বার ধন্যবাদের প্রসঙ্গ তুললেও ভান্স তাঁকে প্রশ্ন করেছেন, ‘আপনি এখন এখানে বসে সেই ধন্যবাদটা দিচ্ছেন কি’? জ়েলেনস্কি কিছু বলার আগেই তাঁকে থামিয়ে ট্রাম্প আর ভান্স ফের সুর চড়ান তাঁর বিরুদ্ধে।

কাল ওভাল অফিসের অন্দরে যুদ্ধ, শান্তি, খনিজ চুক্তির মতো ভারী ভারী শব্দের সঙ্গে উঠেছে জ়েলেনস্কির পোশাকের প্রসঙ্গও। প্রথাগত স্যুট-টাই না পরে একেবারে সাদামাঠা কালো ফুল হাতা টি-শার্ট আর ট্রাউজ়ার্স পরে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন জ়েলেনস্কি। এক আমেরিকান সাংবাদিক তাঁকে সোজা প্রশ্ন করেন, তিনি স্যুট পরে আসেননি কেন? তাঁর কি একটিও স্যুট নেই? জ়েলেনস্কি তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর পোশাকে অসুবিধেটা কোথায়। ওই সাংবাদিক জানান, ওভাল অফিসের মতো মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রথামাফিক পোশাক না পরে দেখা করতে এলে সেটা পুরো দেশের অসম্মান বলে তাঁরা মনে করেন। জ়েলেনস্কি অবশ্য তাঁকে তখনই জবাবে বলেন, “আমাদের দেশে যুদ্ধ থামলে আমি আপনাদের মতো প্রথাগত পোশাক পরে ফের আসব। হয়তো এর থেকে কিছুটা ভাল। তবে এত দামীও নয়। সস্তার কিছু। ধন্যবাদ।” *সংবাদ সংস্থা*

ট্রাম্প-ভান্স বনাম জ়েলেনস্কি: ওভাল অফিসে বাগ্‌যুদ্ধ

শুক্রবার বাগ্‌বিতণ্ডা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ়েলেনস্কির। রইল তারই কিছু অংশ:

■ ওভাল অফিসে মুখোমুখি দুই প্রেসিডেন্ট। ভলোদিমির জ়েলেনস্কি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প। *রয়টার্স*

ভান্স: চার বছর ধরে আমেরিকার এক জন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে নিয়ে কড়া কড়া কথা বলে গিয়েছেন। তার পর পুতিন ইউক্রেন আক্রমণ করলেন। আমেরিকা যদি কূটনীতির পথে হাঁটে, তবেই আমেরিকা সুন্দর দেশ হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেই চেষ্টাই করছেন

জ়েলেনস্কি: আপনাকে প্রশ্ন করতে পারি?

ভান্স: বলুন।

জ়েলেনস্কি: পুতিন আমাদের দেশ আক্রমণ করে বড় অংশ দখল করে নিলেন। পুতিনের সঙ্গে অনেক কথা বলে দেখেছি। তার পরেও উনি যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছেন। আমাদের দেশের মানুষদের মেরেছেন। এর পরেও আপনি কোন কূটনীতির কথা বলছেন?

ভান্স: আপনার দেশে ধ্বংসলীলা যা বন্ধ করতে পারে, সেই কূটনীতির কথাই বলছি।

জ়েলেনস্কি: ঠিক। কিন্তু আপনি যদি...

ভান্স: মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনাকে সম্মান করি। কিন্তু ওভাল অফিসে এসে আমেরিকান সাংবাদিকদের সামনে আমাদের অশ্রদ্ধা করছেন। আপনার তো আমাদের প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত!

জ়েলেনস্কি: আপনি যদি কখনও ইউক্রেনের মানুষের সমস্যা নিজে দেখতেন, এই কথা বলতেন না।

ভান্স: অনেক কিছুই দেখেছি।... যারা আপনার দেশ বাঁচানোর চেষ্টা করছে, ওভাল অফিসে এসে সেই দেশের প্রশাসনকেই অপমান করছেন?

জ়েলেনস্কি: যুদ্ধের সময়ে প্রত্যেকটা দেশের নিজস্ব সমস্যা থাকে। আপনারা বুঝতে পারছেন না। ভবিষ্যতে আপনারাও বুঝবেন, ঈশ্বর আপনাদের সহায় হন।

ট্রাম্প: আমরা কী বুঝব, আপনাকে বলে দিতে হবে না।

জ়েলেনস্কি: সেটা বলছি না। আমি তো শুধু উত্তর দেওয়ার...

ট্রাম্প (জ়েলেনস্কিকে থামিয়ে) আমরা কী অনুভব করব, তা বলার অবস্থায় আপনি নেই। আপনার তুরুপের তাস নেই।

জ়েলেনস্কি: তাস খেলছি না।

ট্রাম্প: আপনি তাস খেলছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে জুয়া খেলছেন।

ভান্স: এক বারও আমাদের কাউকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন?

জ়েলেনস্কি: অনেক বার।

ভান্স: এই বৈঠকে আমেরিকাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন?

জ়েলেনস্কি: আপনারা গলা চড়িয়ে কথা বলবেন যুদ্ধ নিয়ে আর...

ট্রাম্প: উনি গলা চড়িয়ে কথা বলছেন না। আপনি অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছেন। এই যুদ্ধে জিততে পারবেন না। আমাদের সাহায্যে এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। আমাদের অস্ত্র না-পেলে দু’সপ্তাহও টিকত না এই যুদ্ধ।

জ়েলেনস্কি: পুতিনও বলেছিলেন, যুদ্ধ তিন দিন টিকবে না।

ট্রাম্প: এ ভাবে তো ব্যবসা করা খুব মুশকিল হয়ে পড়ছে। আপনার দেশে মানুষ মরছে,পর্যাপ্ত সেনা নেই। আর বলছেন, যুদ্ধবিরতি চান না! আপনার কৃতজ্ঞতাবোধই নেই। ঢের হয়েছে।

ইউক্রেনের পাশে ইউরোপ, সতর্ক নজর নয়াদিল্লির

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ়েলেনস্কি-র ওভাল অফিসে ভেস্তে যাওয়া নাটকীয় বৈঠক আন্তর্জাতিক কূটনীতির চর্চায়। দু’পক্ষের অভূতপূর্ব বাগ্‌বিতণ্ডা এবং কটুকাটব্যের পরে ভূকৌশলগত পরিস্থিতি কোন দিকে এগোয়, সে দিকে সতর্ক নজর রাখছে ভারত। অন্য দিকে, ইউরোপ একজোট হয়ে আজ জ়েলেনস্কির পাশে দাঁড়িয়েছে। ইউক্রেনের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে নতুন ভাবে তৈরি হওয়া আন্তর্জাতিক ব্লক রাজনীতি।

এখনও পর্যন্ত ট্রাম্পের গত কালের আচরণ নিয়ে কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া জানায়নি ভারত। অর্থাৎ গত কয়েক বছর ধরে এই ক্ষেত্রে যে ভারসাম্যের নীতি মোদী সরকার নিয়েছে, সেই সরু দড়ির উপর দিয়েই যে ট্রাম্পের নতুন জমানায় হাঁটতে হবে, তা বিলক্ষণ বুঝছে সাউথ ব্লক।

এটা ঘটনা যে, আমেরিকা ভারতের কৌশলগত অংশীদার। বিশ্বের বৃহৎ এই শক্তির সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে নিজেদের স্বার্থ যে উদ্ধার করা যাবে না, তা মোদী সরকার বোঝে। কূটনৈতিক শিবির মনে করছে, আমেরিকার পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, পশ্চিম এশিয়া এবং জাপানের মতো কিছু দেশের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বাণিজ্যিক এবং কৌশলগত সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা যে ভারতের মধ্যে প্রবল ভাবে দেখা যাচ্ছে, তা ট্রাম্পের প্রতিস্পর্ধী একটি অক্ষ তৈরির জন্যই। তা ইউক্রেনকেও অখুশি করবে না আবার রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কেও সে ভাবে ক্ষত তৈরি করবে না।

বিদেশ মন্ত্রকের এক কর্তা ঘরোয়া ভাবে বললেন, “ট্রাম্পবাদ যখন ক্রমশ আগ্রাসী হয়ে উঠছে, তখন সময় এসেছে ইইউ-র সঙ্গে ইউক্রেন-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভারতের আরও বেশি করে সংযুক্ত হওয়া। ট্রাম্প চাইছেন, গাজ়ায় প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের ধারণার উপর স্টিমরোলার চালাতে, কাউকে বাদ না দিয়ে শুল্কের নখদন্ত বার করতে, ইউক্রেনকে নিশানা করতে। রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের কথা বলে তিনি হয়তো আমেরিকার করদাতাদের কাছে বার্তা দিচ্ছেন। কিন্তু যে আচরণ এবং প্রকরণে তিনি এগোচ্ছেন, তাতে একটি অস্বস্তিকর শূন্যতা তৈরি হচ্ছে। সেখানে কূটনৈতিক পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। ট্রাম্পের নির্মম শুল্কনীতির হাত থেকে নয়াদিল্লিও তো রেহাই পাবে না।”

ট্রাম্প-জ়েলেনস্কির বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগেই সদ্য ভারত সফর শেষ করা ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডের লিয়েন তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বলেছেন, নয়াদিল্লির সঙ্গে তাঁরা নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা অংশীদারি শক্তিশালী করা নিয়ে কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, “সময় এসেছে ভারত-ইইউ কৌশলগত সম্পর্ককে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার। সেটা করা প্রয়োজন আমাদের নিজেদের নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির জন্যই। আমরা দু’পক্ষই এক আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছি।”

আমেরিকা-ইউক্রেন বৈঠকের পরেই উরসুলা বলেছেন, “ইউক্রেন কখনওই একা নয়। তাদের ভয়হীন, শক্ত এবং সাহসী হতে হবে। আমরা অবশ্যই ইউক্রেনের সঙ্গে কাজ করব দীর্ঘমেয়াদি শান্তির লক্ষ্যে।” ইউরোপীয় ব্লকের নেতা কাজ়া কালাসের কথায়, “আজ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, বিশ্বের নতুন নেতা প্রয়োজন। ইউরোপের কাছে চ্যালেঞ্জ সেই দায়িত্ব নেওয়ার।” ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ বলেন, “ইউক্রেন যুদ্ধে স্পষ্টতই রাশিয়া আক্রমণকারী। আক্রমণের মুখে পড়েছেন ইউক্রেনবাসী। আমরা গোড়া থেকেই ইউক্রেনের পাশে রয়েছি।” ট্রাম্পকে নিশানা করে তিনি বলেন, “কেউ যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে খেলতে চান, তিনি আর কেউ নন, ভ্লাদিমির পুতিন।” জার্মানির ভাবী চ্যান্সেলর ফ্রিডরিস মেয়ার্স বলেন, “এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে কে আক্রমণকারী এবং কে আক্রান্ত, তা যেন আমরা কখনওই গুলিয়ে না ফেলি।”

স্পেন, পোল্যান্ড, কানাডার রাষ্ট্রনেতারাও আজ ইউক্রেনের পাশে থাকার কথা বলেছেন।

১৯ মার্চ ফিরতে পারেন সুনীতারা

ওয়াশিংটন ডিসি, ১ মার্চ: অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এই মার্চ মাসেই পৃথিবীতে ফিরছেন আমেরিকার মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোর। গত আট মাসেরও বেশি সময় আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র তথা আইএসএস-এ আটকে থাকার পরে তাঁদের ফেরার খবরে স্বস্তিতে পরিজন।

আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে, আগামী ১২ মার্চ সুনীতাদের আনতে আইএসএস-এর উদ্দেশে রওনা দেবে মহাকাশযান ক্রু-১০। তাতে থাকবেন চার জন মহাকাশচারী— নাসার তরফে অ্যান ম্যাক্লেন ও নিকোল আয়ার্স, জাপানের তরফে তাকুয়া ওনিশি ও রাশিয়ার তরফে কিরিল পেসকভ। তাঁদের গবেষণার কাজ বুঝিয়ে পৃথিবীর উদ্দেশে রওনা দেবেন সুনীতা ও বুচ। সফর শুরুর আগে এই চার জন মহাকাশচারী নিভৃতবাসে থাকবেন দু’সপ্তাহের জন্য। সুনীতাদের থেকে দায়িত্ব হস্তান্তর হতে সময় লাগবে অন্তত সাত দিন। তাঁর পরে ফেরার পথ ধরবেন দু’জন। তবে, সেটি নির্ভর করছে আবহাওয়ার উপরে। সব ঠিক থাকলে ১৯ মার্চ রওনা দিতে পারেন তাঁরা। ২০২৪ সালের ৫ জুন মাত্র আট দিনের জন্য আইএসএস-এ পাড়ি দিয়েছিলেন সুনীতা এবং বুচ। *সংবাদ সংস্থা*

এক নজরে

জিএসটি আদায়

গত মাসে দেশে আর্থিক কর্মকাণ্ড এবং কেনাকাটা বৃদ্ধির হাত ধরে জিএসটি আদায় ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির তুলনায় বেড়েছে ৯.১%। সংগ্রহের পরিমাণ পৌঁছেছে ১.৮৪ লক্ষ কোটি টাকায়। জানুয়ারিতে এসেছিল ১.৯৬ লক্ষ কোটি। ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গে জিএসটি আদায় বেড়েছে ৮%। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, মহাকুম্ভে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার হাত ধরে চলতি মাসে আদায় আরও বাড়তে পারে।

সেবিতে তুহিনকান্ত

বাজার নিয়ন্ত্রক সেবি-র একাদশ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিলেন তুহিনকান্ত পাণ্ডে। শনিবার তিনি মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলায় সেবি-র দফতরে যান। সেই সময়ে সংস্থার চার সর্বক্ষণের সদস্য হাজির থাকলেও, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন না সদ্যপ্রাক্তন চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচ।

ইডি-র নোটিস

বিদেশি মুদ্রা পরিচালনা আইন (ফেমা) ভাঙার অভিযোগে পেটিএম-এর মূল সংস্থা ওয়ান৯৭ কমিউনিকেশন্স এবং তার দুই শাখাকে নোটিস পাঠাল ইডি। দাবি, দু’টি সংস্থা অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে লগ্নির সময়ে এই নিয়ম ভেঙেছে তারা। যার অঙ্ক ৬১১ কোটি টাকা। পেটিএম-এর অবশ্য দাবি, যে লেনদেনের কথা হচ্ছে, সেই সময়ে ওই দুই সংস্থা তাদের শাখা ছিল না।

বকেয়া কর দাবি

হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়াকে ১৫ কোটি টাকার নোটিস পাঠাল তামিলনাড়ুর কেন্দ্রীয় জিএসটি দফতরের অতিরিক্ত কমিশনারের অফিস। এর মধ্যে ১৩.৪৬ কোটি বকেয়া এবং ১.৩৪ কোটি জরিমানা রয়েছে। সঙ্গে যোগ হবে সুদ। এর বিরুদ্ধে আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছে সংস্থা।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৮৫,১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৮৫,৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৮১,৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৪,০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৪,১৫০

(দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা)

আর্থিক বৃদ্ধির চালিকাশক্তি কৃষি: মোদী

নিজস্ব প্রতিবেদন

গত ছ’বছরে পিএম কৃষি সম্মান নিধি যোজনার মাধ্যমে ১১ কোটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ‘কৃষি ও গ্রামের সমৃদ্ধি’ শীর্ষক এক ওয়েবিনারে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সামনে বাজেটে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাবের সফল ও দ্রুত রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন তিনি। মোদী বলেন, “এক জন কৃষকও যাতে পিছনে পড়ে না থাকেন। কারণ, কৃষি হল দেশের আর্থিক বৃদ্ধির প্রথম চালিকাশক্তি। গ্রামের সমৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উন্নতি ঘটাতে হবে।”

এ দিন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিভিন্ন পক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করে বাজেট পেশ হয়ে গিয়েছে। এ বার সেই বাজেটকে সুচারু ভাবে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। কেন্দ্রের ‘বীজ থেকে বাজার’ নীতি কৃষি ক্ষেত্রের জোগানশৃঙ্খল শক্তিশালী করেছে। গত ১০ বছরে শস্য উৎপাদন ২৬.৫ কোটি টন থেকে পৌঁছে গিয়েছে ৩৩ কোটি টনে। তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি শস্যে আত্মনির্ভর হওয়া এখনও সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে কয়েকটি ডালে। ইতিমধ্যেই চালু থাকা প্রকল্পগুলিকে কাজে লাগিয়ে কী ভাবে কৃষি ও কৃষকের আরও উন্নতি সম্ভব, সে ব্যাপারে বিভিন্ন পক্ষের মতামত চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এ দিন অন্য এক অনুষ্ঠানে মোদী বলেন, “বেশ কয়েক দশক ধরে ভারত সারা বিশ্বের কাছে ব্যাক অফিস হিসেবে পরিচিত ছিল। এখন এই দেশ বিশ্বের একটি নতুন কারখানা।” তাঁর ব্যাখ্যা, কয়েক বছর আগে থেকে তিনি স্থানীয় পণ্যের উন্নয়ন (ভোকাল ফর লোকাল) এবং তাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরায় (লোকাল ফর গ্লোবাল) জোর দেওয়া শুরু করেছিলেন। সেই পরিকল্পনাই এখন বাস্তবে রূপ পেয়েছে।

উন্নত অর্থনীতির লক্ষ্যে বৃদ্ধিতে গতির সওয়াল

নয়াদিল্লি ও নিউ ইয়র্ক, ১ মার্চ: স্বাধীনতার ১০০ বছরে, অর্থাৎ, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত অর্থনীতি (বিকশিত ভারত) হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র। ষোড়শ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগড়িয়ার মতে, তার জন্য আগামী ২৪ বছর দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার অন্তত ৭.৯% হতে হবে। তবে তা অসম্ভব নয় বলেই মনে করছেন তিনি। যদিও বৃদ্ধির সাম্প্রতিক সরকারি পরিসংখ্যানগুলিই এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

আজ এক কর্মসূচিতে পানাগড়িয়া হিসাব দিয়ে বোঝান, এখন ভারতের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ২৫৭০ ডলার। দেশকে উন্নত অর্থনীতি হয়ে উঠতে গেলে তা ১৪,০০০ ডলারে নিয়ে যেতে হবে। সে ক্ষেত্রে আগামী ২৪ বছরে মাথাপিছু আয় বাড়তে হবে ৭.৩% হারে। তার অর্থ, ২০৪৭-৪৮ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে জিডিপি বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে হবে অন্তত ৭.৯% বা তার উপরে। পানাগড়িয়ার মতে, এই লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়া অসম্ভব নয়। গত ২১ বছরে দেশের গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮%। তা ১০ বেসিস পয়েন্ট বাড়াতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার এনে শ্রমনিবিড় ক্ষেত্রের উন্নতি ঘটানো দরকার। তৈরি করতে হবে ভাল মানের কাজ। এখন যে প্রযুক্তি হাতে রয়েছে, তার সঙ্গে যোগ করতে হবে আরও পুঁজি এবং দক্ষতা। অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান জানান, রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসাব অনুযায়ী, ২০৫০ সাল পর্যন্ত বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৬% হবে ধরে নিয়ে তাঁর এই পূর্বাভাস।

এই প্রসঙ্গেই অনেকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, গত জুলাই-সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবর-ডিসেম্বরে বৃদ্ধির গতি বাড়লেও, তা আটকে গিয়েছে ৬.২ শতাংশে। ৮% তো নয়ই, বার্ষিক ৭% বৃদ্ধির পূর্বাভাসও কোনও মূল্যায়ন সংস্থা দিচ্ছে না। আজ আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার (আইএমএফ) জানিয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতে সেই হার ৬.৫ শতাংশেই আটকে যাবে। চলতি অর্থবর্ষেও তা ৬.৩-৬.৪ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে সরকারি-বেসরকারি সমস্ত সংস্থা। আইএমএফের বক্তব্য, কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে বেসরকারি লগ্নিকে উৎসাহিত করে কর্মসংস্থান বাড়ানোয় জোর দিতে হবে। *সংবাদ সংস্থা*

বিকশিত হতে

- অরবিন্দ পানাগড়িয়ার হিসাব, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত অর্থনীতি হতে গেলে বার্ষিক মাথাপিছু আয় হতে হবে ১৪,০০০ ডলার।
- এখন তা ২৫৭০ ডলার।
- আগামী ২৪ বছরে মাথাপিছু আয় বাড়তে হবে ৭.৩% করে।
- সে ক্ষেত্রে পরবর্তী আড়াই দশক আর্থিক বৃদ্ধির হার ধারাবাহিক ভাবে হতে হবে অন্তত ৭.৯%।
- তার জন্য তৈরি করতে হবে ভাল মানের কাজ।

সিএনজি চালিত ফেরি পরিষেবার ভাবনা বেঙ্গল গ্যাসের

অঙ্কুর সেনগুপ্ত

এ বার রাজ্যে সিএনজি চালিত ফেরি পরিষেবা চালু করতে আগ্রহী বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি। সংস্থা সূত্রের খবর, আপাতত হুগলি ঘাট থেকে হালিশহর পর্যন্ত সরকারের যে ফেরি পরিষেবা আছে, সেই রুটেই একটি ভেসেল পরীক্ষামূলক ভাবে চালাতে চায় তারা। রাজ্যকে এখনও চূড়ান্ত কিছু জানানো হয়নি। তবে সরকারের মনোভাব জেনেই এগোনো হবে। বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় বাড়িতে পাইপবাহিত রান্নার গ্যাস পৌঁছনোর প্রকল্প রয়েছে বেঙ্গল গ্যাসের। এ জন্য ১২,০০০ কিমি-র বেশি পাইপ বসাচ্ছে তারা। প্রকল্পের খরচ ৫০০০ কোটি টাকার বেশি। তার সঙ্গেই সিএনজি নির্ভর ফেরি পরিষেবা দিতে চায় সংস্থা। এ নিয়ে শীঘ্রই রাজ্যের সঙ্গে কথা বলতে উৎসুক সংস্থার শীর্ষ কর্তারা।

সূত্র জানাচ্ছে, ইতিমধ্যেই এই ফেরির জন্য হুগলি ঘাটে সিএনজি পাম্প তৈরির জন্য জমি দেখে রেখেছে বেঙ্গল গ্যাস। পরীক্ষামূলক ফেরি চালানো সফল হলে হুগলি নদীর দু’ধারে যে রুটগুলিতে সরকারি ফেরি পরিষেবা রয়েছে, সেগুলিতেও সিএনজি ফেরি চালাবে সংস্থা।

সিএনজি-র মতো পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারে রাজ্যের নীতিগত সমস্যা নেই বলেই জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই সিএনজি চালিত বাস রাস্তায় নামিয়েছে সরকার। এতে খরচ কম। তবে সংশ্লিষ্ট দফতর সূত্রের খবর, ডিজ়েলে চলা ফেরিগুলি সিএনজি-তে চালাতে প্রযুক্তিগত কী বদল করতে হবে, তা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি রিভার ক্রুজ়-সহ পর্যটন দফতরের যে সব ফেরি রয়েছে, সেগুলি সিএনজি-তে কতটা চালানো যায় তা-ও রাজ্যকে খতিয়ে দেখার অনুরোধ করা হবে বলে জানাচ্ছে বেঙ্গল গ্যাস সূত্র।

‘সপ্তাহে ৪৭.৫ ঘণ্টা, ছুটিতে ই-মেল নয়’

মুম্বই, ১ মার্চ: দেশগঠনের জন্য যুবসম্প্রদায়ের কতক্ষণ কাজ করা উচিত? এই প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হয়েছে শিল্প ক্ষেত্রের প্রথম সারির নেতৃস্থানীয়দের মন্তব্যে। এ বার তাতে অন্য মাত্রা যোগ করলেন তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা সংস্থা ক্যাপজেমিনি ইন্ডিয়ার সিইও অশ্বিন ইয়ার্দি। তাঁর মতে, সপ্তাহে পাঁচ দিন মোট ৪৭.৫ ঘণ্টা কাজই যথেষ্ট।

কয়েক মাস আগে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এন আর নারায়ণমূর্তি সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজের সওয়াল করেছিলেন। যা এই বিতর্কের সূচনা করে। তার পরে এক ধাপ এগিয়ে ৯০ ঘণ্টা কাজের পক্ষে সওয়াল করেন লার্সেন অ্যান্ড টুব্রোর চেয়ারম্যান এস এন সুব্রহ্মণ্যন। তাঁদের বক্তব্য খারিজ করার লোকেরও অবশ্য অভাব হয়নি। সম্প্রতি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির মঞ্চ ন্যাসকমের কর্মসূচিতে এক প্রশ্নের জবাবে ইয়ার্দি বলেন, “সপ্তাহে ৪৭.৫ ঘণ্টা। আমাদের মোটামুটি ন’ঘণ্টা করে সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ হয়। গত চার বছর ধরে আমাদের নীতি হল সপ্তাহান্তে ই-মেল না পাঠানো। তখন এমনিতেও সেই কাজ হওয়ার নয়।” তিনি নিজেও অনেক সময়ে সপ্তাহান্তে কাজ করেন না বলে জানান ইয়ার্দি। *সংবাদ সংস্থা*

কৃষিঋণ ১ লক্ষ কোটি টাকা পেরোনোর আশা

নিজস্ব সংবাদদাতা

চলতি অর্থবর্ষে রাজ্যে কৃষিঋণের অঙ্ক ১ লক্ষ কোটি টাকা পেরোবে বলে নিশ্চিত সরকার। সম্প্রতি নাবার্ডের এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের কৃষি দফতরের সচিব ওঙ্কার সিংহ মীনা জানান, ২০২৪-২৫ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ঋণ ৭৫,০০০ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। ফলে এই অর্থবর্ষে ঋণের লক্ষ্য পূরণে সমস্যা হবে না। এমনকি পরের বছর ১.২৭ লক্ষ কোটি ঋণের লক্ষ্যও ছোঁয়া যাবে বলে মনে করেন নাবার্ডের চিফ জেনারাল ম্যানেজার পি কে ভরদ্বাজ।

নাবার্ডের পরিকল্পনা রিপোর্ট বলছে, আগামী অর্থবর্ষে সরাসরি কৃষি ক্ষেত্রে ১.০৭ লক্ষ কোটি, কৃষি পরিকাঠামো ও অন্যান্য ক্ষেত্র মিলিয়ে প্রায় ২০,০০০ কোটি ঋণ দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, ছোট শিল্পের জন্য ২ লক্ষ কোটি এবং বাড়ি, শিক্ষা-সহ নানা খাতে ৫৩,০০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনা সফল করতে স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির সব সদস্যকে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান ভরদ্বাজ।

মীনা জানান, পশ্চিমবঙ্গ ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু তৈলবীজ ও ডালে পিছিয়ে। এই দুই ক্ষেত্রে এগোনোর পথ খুঁজতে নাবার্ডের সঙ্গে কথা বলা, ঋণের অঙ্ক বৃদ্ধির মতো পদক্ষেপ জরুরি। ভাল বীজ উৎপাদন বা দীর্ঘ দিন ফসল মজুতের জন্যও ঋণ প্রয়োজন। তবে কৃষিঋণের ক্ষেত্রে কিছু ব্যাঙ্ক কয়েকটি জেলায় যে লক্ষ্য পূরণ করতে পারছে না, তা মেনেছেন তিনি।

সভায় উপস্থিত রাজ্যের অর্থ দফতরের প্রধান সচিব প্রভাত মিশ্রের বক্তব্য, “রাজ্যে মোট দুধ উৎপাদন বাড়লেও, পশ্চিমের জেলাগুলিতে পরিকল্পনা ও অর্থের অভাবে বাজার পাওয়া যাচ্ছে না। তাই নাবার্ডের সঙ্গে যৌথভাবে এ ক্ষেত্রে কাজ করার ভাবনা রয়েছে রাজ্যের।”

ভিতরে: 'ডিজিটাল গ্রেফতারি'র ভয় দেখিয়ে দেশ জুড়ে প্রতারণা ১১ অবৈতনিক স্কুলে ক্লাসে ভর্তির 'ফি' চারাগাছ ১১

০২.০৩.১৯৫৬
বাংলা-বিহার সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময়ে ইস্ট গভর্নমেন্ট প্লেসে কর্তব্যরত মহিলা পুলিশকর্মীরা।

ঘর থেকে উদ্ধার মা ও শিশুর দেহ, কারণ নিয়ে ধন্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা

মধ্যমগ্রামে এক বধূ ও তাঁর পাঁচ বছরের কন্যার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় রহস্য বাড়ছে। প্রাথমিক ভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যার বলে পুলিশ মনে করলেও পাঁচ বছরের শিশু কী ভাবে আত্মঘাতী হতে পারে, উঠছে সেই প্রশ্ন। তদন্তকারীরা জানান, দেহ দু'টির ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে দু'জনের মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার হবে। ওই বধূ কি কোনও পারিবারিক অশান্তির মধ্যে ছিলেন? এমন কোনও তথ্য নেই পুলিশের কাছে। দেহ উদ্ধারের পরে বধূর স্বামীর সঙ্গেও কথা বলেছে পুলিশ। সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন বধূ, এমন সন্দেহও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ।

মধ্যমগ্রামের দোহারিয়ার শৈলেশনগরের একটি বাড়ি থেকে শুক্রবার রাতে ওই দু'টি দেহ উদ্ধার হয়। দেহ দু'টি ঘরের মেঝেয় পড়ে ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম প্রিয়াঙ্কা রায় ওরফে মধুমিতা (২৫) ও প্রশংসা রায় (৫)। ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছে। তবে সেখানে কাউকে দোষারোপ করা হয়নি। নোটটি হাতের লেখা প্রিয়াঙ্কার কিনা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, সুইসাইড নোটের পাশাপাশি ঘর থেকে ব্লিচিং পাউডার, অ্যাসিডের বোতল এবং কেরোসিনের জারও উদ্ধার হয়েছে। যে কারণে পাঁচ বছরের মেয়েকে খুন করে প্রিয়াঙ্কার আত্মঘাতী হওয়ার ধারণা উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। দেহ উদ্ধারের পরে পুলিশ বাড়িটি সিল করে দিয়েছে। দ্রুত সেখানে ফরেন্সিক বিভাগ গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করবে বলেও মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রিয়াঙ্কার স্বামী প্রসেনজিৎ রায় স্থানীয় একটি পিসবোর্ড তৈরির কারখানায় কাজ করেন। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও দম্পতির মধ্যে অশান্তি কোনও ঘটনা প্রাথমিক ভাবে জানা যায়নি বলেই তদন্তকারীরা জানান। এমনকি, শুক্রবার সকালে প্রিয়াঙ্কা অন্য দিনের মতো স্বাভাবিক ছিলেন বলেও প্রতিবেশীদের থেকে জেনেছে পুলিশ।

■ প্রিয়াঙ্কা ও প্রশংসা। ছবি: সংগৃহীত

প্রতিবেশীরা জানান, প্রসেনজিতের থেকে তাঁরা জেনেছেন যে, শুক্রবার দুপুরে স্বামীর টিফিন কৌটোয় খাবার ভরে দিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। দুপুরে প্রসেনজিতের সঙ্গে কথাও হয় তাঁর। কিন্তু বিকেলে কাজের ফাঁকে প্রিয়াঙ্কার পাঠানো একটি মেসেজে সন্দেহ হয় প্রসেনজিতের। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই বার্তায় প্রিয়াঙ্কা লিখেছিলেন, 'সকালের দিকে তোমাকে যা বলেছি, সেটা কাউকে বলবে না!' এতেই সন্দেহ হয় প্রসেনজিতের। তিনি সেই সময়ে প্রিয়াঙ্কাকে ফোন করেন। একাধিক বার ফোন করা সত্ত্বেও প্রিয়াঙ্কা ফোন না ধরায় তিনি বাড়ির পাশের এক দোকানদারকে ফোন করে স্ত্রী ও মেয়ের খোঁজ নিতে বলেন।

পুলিশ জানায়, ওই দোকানদার বাড়িতে গিয়ে কয়েক বার ডেকেও সাড়াশব্দ না পেয়ে শেষে দরজা ভাঙতেই খাটের উপরে প্রশংসা এবং রান্নাঘরের সামনে মেঝের উপরে প্রিয়াঙ্কাকে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে দু'জনের দেহ উদ্ধার করে মধ্যমগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে মা-মেয়েকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

প্রতিবেশীদের দাবি, একটি রিমোট ভেঙে যাওয়া নিয়ে দম্পতির মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য এত বড় ঘটনা ঘটতে পারে বলে কেউই মানতে চাইছেন না।

■ **সরব:** আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসের আগে বিভিন্ন পেশার মেয়েরা ও প্রান্তিক লিঙ্গ-যৌনতার মানুষদের নিয়ে হয়ে গেল একটি মিছিল। সেখানে উঠে আসে লিঙ্গ রাজনীতি ও শ্রেণি রাজনীতির কথা। শনিবার মিছিল যায় রামলীলা ময়দান থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। *ছবি: দেবস্মিতা ভট্টাচার্য*

কিশোরীকে গণধর্ষণ করে ভিডিয়ো, গ্রেফতার কিশোর

নিজস্ব সংবাদদাতা

স্থানীয় এক আদিবাসী কিশোরীকে দুই কিশোরের ধর্ষণের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছিল পাড়ায়। তিন জন একই এলাকার বাসিন্দা। সেই ভিডিয়ো এসেছিল স্থানীয় এক বাসিন্দার ফোনেও। ভিডিয়োয় ওই কিশোরী ও দুই কিশোরকে দেখে চিনতে পেরে তাজ্জব বনে যান ওই ব্যক্তি। দ্রুত তিনি কিশোরীর অভিভাবকদের বিষয়টি জানান। খবর ছড়িয়ে পড়ে পাড়ার মধ্যেও। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার একটি এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। এক অভিযুক্তকে ধরে, বাতিস্তম্ভে বেঁধে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয়েরা। তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অপর অভিযুক্ত পাড়া ছেড়ে উধাও। তার খোঁজ চলছে। গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে স্থানীয় থানার পুলিশ।

তদন্তকারীরা জানান, যাকে এলাকাবাসী মারধর করেছেন, সেই কিশোরকে হেফাজতে নিয়ে হোমে পাঠানোর তোড়জোড় চলছে। তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্ত দ্বিতীয় জন নাবালক না কি সাবালক, তা তাকে ধরার পরেই নিশ্চিত ভাবে বলতে পারবে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, ওই আদিবাসী কিশোরী ও অভিযুক্তদের বাড়ি স্বল্প দূরত্বের মধ্যে। ওই কিশোরী এ বার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত এক কিশোরের বাড়ি ফাঁকা ছিল। সে-ই নাবালিকাকে সেখানে নিয়ে যায়। সঙ্গে আরও এক কিশোর ছিল। সেখানেই ওই কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি, ঘরের ভিতরের দৃশ্য ভিডিয়ো করে তা দুই কিশোরের বন্ধুমহলে ওয়টস্যাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে।

তদন্তকারীরা জানান, কিশোরী প্রথমে ঘটনাটি তার পরিবারকে জানায়নি। কিন্তু ভিডিয়োর বিষয়টি জানাজানি হতে সে ঘটনাটি খুলে বলে। যে ব্যক্তি ওই ভিডিয়োটি দেখতে পান, তাঁর স্ত্রী এ দিন বলেন, "আমার স্বামীর কাছে ভিডিয়োটি এক জন ওয়টস্যাপে পাঠিয়েছিল। উনি দেখে অবাক হয়ে যান। আমরা ওর পরিবারকে বিষয়টি জানিয়ে পুলিশে অভিযোগ করতে বলি। মেয়েটির সঙ্গেও কথা বলি। সে আমাকে জানায়, তাকে ভয় দেখিয়ে এক জনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।"

স্থানীয়েরা জানাচ্ছেন, যে ছেলেটির বাড়িতে এই ঘটনা ঘটেছে, সে পলাতক। অভিযোগ, দু'বার ধর্ষণ করা হয়েছে কিশোরীকে। দু'বার আলাদা ভিডিয়ো করা হয় এবং তার পরে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের দাবি, অভিযুক্ত দু'জনের মধ্যে এক জন সাবালক। পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। বাসিন্দারা জানান, দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অতীতেও এমন অভিযোগ উঠেছে। এমনকি, এক জনের বিরুদ্ধে আগে মামলাও হয়েছে।

মেয়াদ উত্তীর্ণ পরিবেশের শংসাপত্র নিয়েই শবদাহ হাওড়ায়!

দেবাশিস ঘড়াই

এ যেন একেবারে কেঁচো খুঁড়তে কেউটের ঘটনা। চুল্লির ধোঁয়া থেকে বায়ুদূষণের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে জাতীয় পরিবেশ আদালত গঠিত বিশেষ কমিটি কলকাতা ও হাওড়ার শ্মশানগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছিল। কিন্তু কমিটির রিপোর্টেই দেখা যাচ্ছে, হাওড়ার পাঁচটি শ্মশানের চুল্লিই গত প্রায় ন'বছর ধরে পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া চলছে!

রিপোর্ট জানাচ্ছে, হাওড়ার শ্মশানগুলির সব ক'টি চুল্লি চালনার মেয়াদের শংসাপত্র (কনসেন্ট টু অপারেট) ২০১৬ সালের ৩১ জুলাই শেষ হয়ে গিয়েছে। তার পর থেকে কোনও রকম বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করেই সেগুলি চলছে। কলকাতার সব শ্মশানে চুল্লি চালনার শংসাপত্রের মেয়াদ রয়েছে ২০২৯ সাল পর্যন্ত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠছে, কলকাতার ক্ষেত্রে নিয়ম পালন হলেও বছরের পর বছর ধরে হাওড়ার ক্ষেত্রে এই অনিয়ম কী ভাবে চলতে পারে? আরও আশ্চর্যের বিষয়, কমিটির সদস্যদের অনেকেই বিষয়টি নিয়ে নিরুত্তর। কমিটির সদস্য তথা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হাওড়া আঞ্চলিক অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ার নূপুর সেনগুপ্তের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে তাঁর উত্তর, "এ ব্যাপারে আমি মন্তব্য করব না।" কিন্তু চুল্লির মেয়াদ-উত্তীর্ণ শংসাপত্রের ব্যাপারে তাঁর কিছুই বলার নেই? অন্তত 'কনসেন্ট টু অপারেট'-এর নিয়মটা কী, সে ব্যাপারেও তিনি কিছু বলবেন না? নূপুরের জবাব, "আমার জানা নেই।"

বিশেষজ্ঞদের একাংশ অবশ্য জানাচ্ছেন, মেয়াদ-উত্তীর্ণ পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া শুধু চুল্লিই নয়, যে কোনও যন্ত্র চালানোর অর্থই হল সরাসরি পরিবেশবিধি লঙ্ঘন করা। শ্মশানে চুল্লিতে শবদাহের ফলে নির্গত ধোঁয়া মানুষের স্বাস্থ্য, পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর। সে কারণে প্রতিটি শ্মশানের বৈদ্যুতিক এবং কাঠের চুল্লিতে ধোঁয়া-দূষণ রোধের যথাযথ ব্যবস্থা (এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল সিস্টেম) করার কথা বলা হয়। সেই ব্যবস্থার ঠিক কার্যক্ষমতা দেখেই রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ 'কনসেন্ট টু অপারেট' ছাড়পত্র দেয়।

কিন্তু শ্মশানের চুল্লির 'কনসেন্ট টু অপারেট' শংসাপত্র কেন পর্ষদ দেয়?

পর্ষদের প্রাক্তন মুখ্য বিজ্ঞানী উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, পরিবেশের উপরে প্রভাব পড়ে, এমন যে কোনও কাজ দেখার দায়িত্ব পর্ষদের। পরিবেশ সংক্রান্ত আইনে বলা আছে, শবদাহের ধোঁয়ার ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর জন্য চুল্লিতে কিছু যন্ত্র (এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল ডিভাইস) বসাতে হবে। কোনও শ্মশানে চুল্লি বসানোর অনুমোদন বাবদ প্রথমে পর্ষদ 'কনসেন্ট টু এস্টাব্লিশ' ছাড়পত্র দেয়। তার পরে পরিবেশবিধি মেনে চুল্লি চলছে কিনা, সেটি থেকে নির্গত ধোঁয়া সহনশীল মাত্রার মধ্যে আছে কিনা, তা দেখে দ্বিতীয় ধাপে পর্ষদ দেয় 'কনসেন্ট টু অপারেট' ছাড়পত্র। কিন্তু, তা অনির্দিষ্টকালের জন্য দেওয়া হয় না। নির্দিষ্ট সময় অন্তর শংসাপত্রের নবীকরণ করা বাধ্যতামূলক।

উজ্জ্বলের কথায়, "যদি কোনও শ্মশানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সেখানে দাহ হচ্ছে অথচ তার কনসেন্ট টু অপারেট শংসাপত্রের মেয়াদ অনেক আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে, তা হলে সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ। তা যদি সরকারি কোনও এজেন্সির (মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন) পক্ষ থেকে করা হয়ে থাকে, তা হলে জানতে হবে, সরকারও কিন্তু আইনের ঊর্ধ্বে নয়।"

অভিভাবকের পরিকল্পনাই ভরসা! চিন্তা বিশেষ সন্তানকে ঘিরে

নীলোৎপল বিশ্বাস

কে হাঁটাতে নিয়ে যাবে? কে ওষুধ খেতে সাহায্য করবে? কে নিয়ে যাবে থেরাপির ক্লাসে? আমার মৃত্যুর পরে কে ওকে দেখবে? এই সমস্ত ভাবনাই কি গ্রাস করেছিল বেহালায় অটিজ়ম স্পেকট্রাম ডিজ়অর্ডার থাকা মেয়েকে নিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া বাবার? শনিবার একটি বাড়ি থেকে ওই বাবা এবং মেয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পরে পরিবার সূত্রে মেয়েকে নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তার কথা প্রকাশ্যে আসতেই এ নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। এমন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকেরা যদিও জানাচ্ছেন, ঠিক মতো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করলেই কিন্তু এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তাঁরা বলছেন, "প্রথমে বুঝতে হবে, আমার সন্তান অসুস্থ নয়, শুধু আলাদা। সমাজ যা-ই বলুক, নিজের অবস্থান ঠিক রেখে চাই যথাযথ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।"

অটিজ়ম স্পেকট্রাম ডিজ়অর্ডার থাকা ৩১ বছরের এমনই এক তরুণের বাবা সৌমেন উপাধ্যায় জানাচ্ছেন, তাঁর সন্তান কথা বলেন না। একটা সময়ের পর থেকে তিনি তাই লেখার মধ্যে দিয়ে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন সন্তানকে। সম্প্রতি সেই লেখা নিয়ে বইও বেরিয়েছে। ৭৩ বছরের সৌমেন বলেন, "আমার সন্তানের মতো যারা, তাদের এলিজিবিলিটি এক্সপ্লোর করতে হয়। মূল সমস্যা হয় এদের ভাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে। মানুষ মাত্রেই নিজের ভাবনা প্রকাশ করতে চায়। যথাযথ ভাবে তা না করতে পারলেই এরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। অভিভাবক হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করার পরিসর তৈরি করে দিতে হয় সে ক্ষেত্রে। এ ছাড়াও বহু ক্ষেত্রেই যে হেতু প্রবল নির্ভরশীলতা থেকে যায়, তাই চিন্তা হয়, আমার অবর্তমানে কে ওকে দেখবে!"

একই ভাবনা অটিজ়ম স্পেকট্রাম ডিজ়অর্ডার থাকা আর এক সন্তানের মা অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি বললেন, "সন্তানের বয়ঃসন্ধির সময়ে চিন্তা আরও বেড়ে যায়। এই সময়ে শারীরিক ভাবে যে বদল আসছে, তার সঙ্গে মানসিক বিকাশের দিকটার মিল থাকে না। অভিভাবকেরা কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়ে ভাবতে শুরু করেন, আর তো পেরে ওঠা যাচ্ছে না। তাঁদের বয়স আরও বাড়লে কী হবে? তাঁদের মৃত্যুর পরেই বা কী হবে, সেই ভাবনা অবসাদ তৈরি করে। কিন্তু যথাযথ পরিকল্পনা করলে সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা সত্যিই সম্ভব।"

অদিতির দাবি, "কমিউনিটি লিভিং খুব গুরুত্বপূর্ণ এই ক্ষেত্রে। অভিভাবকদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও এই সময়ে আরও বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন। বহু ক্ষেত্রেই বাবা-মা হয়তো মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে যেতে পারেন না, তাই তাঁরা যাতে মনের কথা ও চিন্তা খুলে বলতে পারেন, আশপাশে এমন পরিসর প্রয়োজন।"

মনোরোগ চিকিৎসক দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, অটিজ়মকে রোগ ভেবে চিকিৎসকের কাছে ছুটছেন অভিভাবকেরা। আর পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে তুলনা টানা বন্ধ করে বাচ্চার বিকাশ নিয়ে ভাবা দরকার। এ ভাবে না ভাবলে অবসাদ গ্রাস করতে পারে। সেই থেকেই চরম পথ বেছে নেন কেউ কেউ। বেহালার ঘটনায় শুনলাম, চিকিৎসার জন্য মেয়েকে নিয়ে ছুটছিলেন বাবা। নিশ্চয়ই তিনি এমন পরিসর পাননি, যেখান থেকে বুঝতে পারেন, তাঁর মেয়ে রোগাক্রান্ত নয়।"

রিহ্যাবিলিটেশন সাইকোলজিস্ট শবনম রহমান আবার বললেন, "বাবা-মা তো বটেই, দাদু-ঠাকুরমারাও প্রবল চিন্তায় পড়েন। নাতি-নাতনির সঙ্গেই তাঁরা ভাবেন, নিজের ছেলে-মেয়ের কথা। সন্তানের দায়িত্ব একা সামলানো বাবা বা মায়েরা সমস্যায় পড়েন আরও বেশি। সব চেয়ে কাছের মানুষটিরই হয়তো সমর্থন পান না তাঁরা। কিন্তু নিজের সম্পত্তি নিয়ে যথাযথ পরিকল্পনা করা দরকার। এ ছাড়াও সরকারি বহু প্রকল্প রয়েছে, যা নিয়ে ঠিকঠাক পরিকল্পনা করলেই সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হতে পারে।"

'অটিজ়ম সোসাইটি, ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর প্রতিষ্ঠাতা ইন্দ্রাণী বসু বলছেন, "২০১৬ সালের দ্য রাইটস অব পার্সনস উইথ ডিজ়এবিলিটিজ় আইন অনুযায়ী, এমন অভিভাবকহীন সন্তান সরকারি ভাতা পাওয়ার যোগ্য। এমন সন্তানকে রাখার বহু হোমও রয়েছে। কিন্তু সরকারি উদ্যোগ এ ব্যাপারে তেমন চোখে পড়ে না।"

গ্রেফতার বাংলাদেশি বাবা-ছেলে

নিজস্ব সংবাদদাতা

বাংলাদেশের নাগরিক বাবা-ছেলেকে শনিবার বিকেলে শিয়ালদহ স্টেশনের ছয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে গ্রেফতার করল রেল পুলিশ।। তাঁদের কাছ থেকে মিলেছে ভারতীয় পাসপোর্ট-সহ বিভিন্ন ভারতীয় পরিচয়পত্র। ধৃতদের নাম মহম্মদ পিকলু বিশ্বাস এবং মহম্মদ আলিয়ুর রহমান বিশ্বাস। পুলিশ জানিয়েছে, পিকলুর নামে ওই পাসপোর্ট। তিনি থাকছিলেন বিডন স্ট্রিটে। কী উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা এ দেশে প্রবেশ করেছিলেন, জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতদের আজ, রবিবার আদালতে তোলা হবে।

দেহ ফেলতে বড়বাজার থেকে আসে ট্রলি ব্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা

খুন করার পরে পিসিশাশুড়ির মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলতে যাওয়ার জন্য বড়বাজার থেকে ট্রলি ব্যাগ কিনে এনেছিল ফাল্গুনীরা। যদিও তাদের সেই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায় কুমোরটুলি ঘাটে যাওয়ার পরে। গত রবিবার মধ্যমগ্রামের দক্ষিণ বীরেশপল্লিতে খুন হন সুমিতা ঘোষ নামে এক মহিলা। তিনি এই ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত ফাল্গুনী ঘোষের পিসিশাশুড়ি। সুমিতাকে খুন করার পরে ফাল্গুনী ও তার মা আরতি ঘোষ মৃতার পা গোড়ালি থেকে কেটে দিয়েছিল বলেও অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার সুমিতাকে খুন করার পরে তাঁর দেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিল অভিযুক্তেরা। সেই মতো সোমবার বড়বাজার থেকে একটি নীল রঙের ট্রলি ব্যাগ কিনে আনে ফাল্গুনী ও আরতি। কিন্তু ট্রলি ব্যাগে ভরে দেহ গঙ্গায় ফেলার বুদ্ধি কী ভাবে তাদের মাথায় এল, তা এখনও জানতে পারেনি পুলিশ। প্রথমে মধ্যমগ্রামের এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছিল কলকাতা পুলিশ। মা ও মেয়েকে কলকাতা পুলিশই গ্রেফতার করে। বর্তমানে সেই মামলা এসেছে মধ্যমগ্রাম থানার হাতে। কিন্তু ফাল্গুনী ও আরতিকে এখনও হেফাজতে নেয়নি পুলিশ।

বারাসত পুলিশ জেলার পদস্থ কর্তারা জানান, ট্রলি ব্যাগে ভরে দেহ পাচারের পরিকল্পনা কী ভাবে করা হল, তা দু'জনকে হেফাজতে নিয়ে জানতে চাওয়া হবে। আপাতত দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রয়েছে ফাল্গুনী ও আরতি। শনিবার সেখানে তাদের শনাক্তকরণ প্যারেডে দাঁড় করানো হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, যে ভ্যানে সুমিতার দেহ ভরা ট্রলি ব্যাগ চাপানো হয়েছিল, সেটির চালক, যে ট্যাক্সিতে ওই ট্রলি ব্যাগ চাপিয়ে কুমোরটুলি ঘাটে আনা হয়েছিল, সেটির চালক এবং যাঁরা কুমোরটুলি ঘাটে মা-মেয়েকে দেখেছিলেন, তেমন আট জনকে দিয়ে শনাক্তকরণ প্যারেড সম্পন্ন করে পুলিশ। সকলেই ফাল্গুনী ও আরতিকে শনাক্ত করেন বলে খবর।

বারাসত পুলিশ জেলা জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত দুই অভিযুক্তকে জেরা করতে পারেনি মধ্যমগ্রাম থানা। যাবতীয় তথ্য কলকাতা পুলিশের কাছ থেকেই পেয়েছে তারা। সেই সব তথ্য খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করে দু'-এক দিনের মধ্যেই ফাল্গুনীদের হেফাজতে নিতে চাইছে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। সেই সূত্রেই খবর, পুলিশ চাইছে, হেফাজতে নেওয়ার পরেই সেই বঁটি উদ্ধার করতে, যেটি দিয়ে সুমিতার পা কাটা হয়েছিল।

কর্মীর অভাবে দমকলের কেন্দ্রীয় কারখানা বন্ধ, রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন

মেহবুব কাদের চৌধুরী

রাজ্য জুড়ে দমকলের গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দফতরের নিজস্ব কারখানা ছিল পাঁচটি। শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, হাওড়া ও ব্যারাকপুরের কারখানাগুলি আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ বার ধর্মতলার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে দমকলের সদর দফতরে থাকা কেন্দ্রীয় কারখানাটিও কর্মীর অভাবে বন্ধ হয়ে গেল। অথচ ব্রিটিশ আমলে চালু হওয়া এই কারখানায় লোকবল একদা ভাল ছিল। মেকানিক, অটো ইলেকট্রিশিয়ান, মেট (হেল্পার) ইত্যাদি পদ মিলিয়ে প্রায় ১৩০ জন কর্মী ছিলেন। ২০১০ সালের পরে কর্মীরা অবসর নিলেও নিয়োগ না হওয়ায় প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটি শেষ হওয়ার মুখে।

২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে কয়েক হাজার দমকলের গাড়ি কেনা হয়। আগুন নেভাতে সরু রাস্তা দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছতে কেনা হয়েছে একাধিক মোটরবাইক, বেড়েছে দমকল কেন্দ্র। বর্তমানে রাজ্যে দমকল কেন্দ্র রয়েছে ১৭০টি। কিন্তু গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দমকলের সদর দফতরের একমাত্র কারখানাটি বন্ধ। কোনও মতে কাজ চালাতে বিভিন্ন দমকল কেন্দ্র থেকে চার জনকে এনে সেখানে রাখা হয়েছে। কারখানা দেখাশোনার জন্য এক পদস্থ আধিকারিকও রয়েছেন। তবে পরিস্থিতি এমনই যে, কোনও গাড়ি মেরামতির জন্য অনুমতি নিতে হলে তিনি কোনও বেসরকারি সংস্থা থেকে গাড়ি সারাই করে আনতে বলছেন।

দমকলের আধিকারিকদের একাংশ জানাচ্ছেন, এখন গাড়ির সংখ্যা বাড়লেও নিয়মিত পরীক্ষার বালাই নেই। দমকল সূত্রের খবর, বছর কয়েক আগে গঙ্গাসাগর মেলায় আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় কলকাতা থেকে প্রায় ১৫টি গাড়ি পাঠানো হয়েছিল। পরীক্ষামূলক ভাবে চালাতে গিয়ে তার অনেকগুলিই বিকল হয়ে পড়ে। একটির গিয়ারে সমস্যা দেখা যায়, একটির ব্যাটারি চার্জার খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একটির ডিজ়েল ফিল্টার কাজ না করায় ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। অপর একটি গাড়ির চাকার ব্রেকে গোলমাল ধরা পড়ে। দমকল সূত্রের খবর, সদর দফতরের কারখানা থেকে তিন জন কর্মীকে গাড়িগুলি সারাতে সে বার গঙ্গাসাগরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

দমকল আধিকারিকদের একাংশ জানাচ্ছেন, আগুন নেভাতে গিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন বিকল হওয়া নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত না হওয়ায় সমস্যা বেড়েছে। এক দমকল আধিকারিকের পর্যবেক্ষণ, "সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ চালু থাকলে গাড়িগুলি পরীক্ষা করাতে সুবিধা হত। কিন্তু কর্মীর অভাবে দমকলের কোনও গাড়ির পরীক্ষা হয় না। ফলে গাড়ি খারাপ হলে তবেই টনক নড়ে।" দমকল সূত্রের খবর, বর্তমানে বিকল গাড়ি সারাতে বাইরের ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগ করা হয়েছে। এক দমকলকর্মীর দাবি, "বাইরের মিস্ত্রিদের কাজে খামতি থেকে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে সারাতে দেরি হচ্ছে।"

সমস্যার কথা স্বীকার করে দমকলের ডিজি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেন, "ওয়ার্কশপটির ঐতিহ্য অবশ্যই রয়েছে। এখনও দমকলের কিছু গাড়ি রয়েছে, যেগুলি সাধারণ মানের। লোক নিয়োগের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেব।" যদিও ডিজি-র দাবি, "বর্তমানে বেশির ভাগ দমকলের গাড়ি আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন। ইঞ্জিন মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি হয় সেই সংস্থার সঙ্গেই। ফলে নতুন গাড়ির জন্য কেন্দ্রীয় কারখানার প্রয়োজন পড়ে না।"

■ **রঙিন:** প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে শহরে হয়ে গেল এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শনিবার কলামন্দিরের মঞ্চ নাচে-গানে-নাটকে-গল্পে মাতিয়ে রাখলেন তাঁরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। কেয়ার কন্টিনুয়াম নামে প্রবীণদের দেখাশোনার এক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সহযোগী সংস্থা ছিল দ্য টেলিগ্রাফ এবং আরও আনন্দ। *ছবি: রণজিৎ নন্দী*

এক নজরে

ধৃতের জামিন ঘিরে উত্তপ্ত বাদু

দুই পড়ুয়াকে কটূক্তি ও হেনস্থার ঘটনায় মদত দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ার পরেও আদালতে জামিন পান এক ভ্যানচালক। সেই ঘটনাকে ঘিরে শুক্রবার রাতে দফায় দফায় মধ্যমগ্রামের বাদুর রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়েরা। পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে স্থানীয় ফাঁড়িও ঘেরাও করা হয়। পরে অবশ্য পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বৃহস্পতিবার রাতে একটি ইঞ্জিন ভ্যানে চেপে বাদু এলাকার দুই কিশোরী পড়ুয়া বাড়ি ফিরছিল। অভিযোগ, বাদু রোড ধরে যাওয়ার পথে দুই যুবকের কথায় ভ্যানের গতি কমান চালক। সেই সময়ে চালকের ফোনে স্থানীয় তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ এক জনের ফোন আসে। ভ্যানচালক দুই কিশোরীকে ফোনটি দিয়ে কথা বলতে বললে পড়ুয়াদের ফোনে কটূক্তি করা হয় বলে অভিযোগ। দুই পড়ুয়া বাড়ি ফিরে ঘটনাটি জানালে বাদু ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ ভ্যানচালককে গ্রেফতার করলেও তিনি জামিন পেয়ে যান। পুলিশের দাবি, যে ফোন করেছিল, তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অস্ত্র-সহ ধৃত

অস্ত্র-সহ এক দুষ্কৃতী গ্রেফতার হয়েছে। ধৃতের নাম মহম্মদ আরশাদ। তার বাড়ি গার্ডেনরিচের শ্যামলাল লেনে। শুক্রবার রাতে তাকে ময়দান থানা এলাকার গোষ্ঠ পাল সরণি থেকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের দাবি, আগ্নেয়াস্ত্রটির নথি দেখাতে পারেনি অভিযুক্ত।

আজ

বিবিধ

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস: নর্থ, ওয়েস্ট এবং নিউ সাউথ গ্যালারি। ১২-৮টা। 'জ়িরো টু ইনফিনিটি'। বিভিন্ন শিল্পীর কাজ। আয়োজনে ওপেন উইন্ডো। **গীতা আর্ট গ্যালারি** (পি-১৭৭, সিআইটি রোড, স্কিম ৭এম): ৩—৭-৩০। 'সিম্ফনি অব নেচার'। বাদল পালের আঁকা ছবির প্রদর্শনী। **বিড়লা অ্যাকাডেমি:** ৩-৮টা। 'স্প্রিং কালার কার্নিভাল'। বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ও তোলা ছবি এবং ভাস্কর্যের প্রদর্শনী। **গগনেন্দ্র প্রদর্শশালা:** ১২-৮টা। সুব্রতকুমার দাসের তোলা ছবির প্রদর্শনী। আয়োজনে ফোটোগ্রাফি চর্চা। **ইন্দুমতী সভাগৃহ:** ৫টা। 'ভারতের সংবিধান' প্রসঙ্গে লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়। আয়োজনে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ। **শিশির মঞ্চ:** ৪টে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'আজি এ বসন্তে'। আয়োজনে ধ্রুবক।

অনুষ্ঠানের খবর জানান
aaj@abp.in

এ বার আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ আপনার হাতের মুঠোয়। হোয়াটসঅ্যাপেই সরাসরি জানাতে পারবেন কোনও খবর, বা এলাকার সমস্যা। পাঠাতে পারবেন ছবিও।
যোগাযোগের নম্বর: 80177 61234
এই নম্বরে কোনও ফোন করা যাবে না।

এক নজরে

‘জালিয়াতি’, চার জনের আত্মসমর্পণ

ভুয়ো নথি বানিয়ে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত চার যুবক শুক্রবার আত্মসমর্পণ করলেন কলকাতার সিজেএম আদালতে। তাঁদের নাম শাশ্বত রানা, সুমনকুমার দে, সাগরকুমার মণ্ডল এবং সৈফুদ্দিন গাজি। আদালত ধৃতদের ৪ মার্চ পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে। আদালত সূত্রের খবর, অভিযুক্তদের সংস্থার সঙ্গে অন্য একটি সংস্থার ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। অভিযুক্তদের সংস্থার কাছে থেকে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা পেত অভিযোগকারী সংস্থা। অভিযোগ, সেই টাকা না মিটিয়ে অভিযুক্তেরা ভুয়ো নথি বানিয়ে অভিযোগকারী সংস্থাকে জানান, তাঁদের ২০ লক্ষ টাকা পাওনা আছে। সেই ভুয়ো নথি পেশ করে চার অভিযুক্ত কলকাতা হাই কোর্টেও মামলা করেন।

পথে হলুদ ট্যাক্সি

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় শহরের রাস্তায় ৩ হাজার হলুদ ক্যাব নামানোর কথা জানিয়েছিল পরিবহণ দফতর। সম্প্রতি ওই ক্যাব রাস্তায় নামতে শুরু করেছে। ট্যাক্সির মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়ে জীবিকা হারানো চালকেরা কী ভাবে ওই নতুন ক্যাব চালানোর সুযোগ পাবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটানোর দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিল এআইটিইউসি-র হলুদ ট্যাক্সি এবং অ্যাপ-ক্যাব চালক সংগঠন। সংগঠনের পক্ষ থেকে নওলকিশোর শ্রীবাস্তব জানান, ওই ব্যবস্থার সুবিধা সব চালকের কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। চালকদের আর্থিক-সামাজিক নিরাপত্তাও সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। ওই সব দাবি জানিয়েই সংগঠনের তরফে শুক্রবার চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি, অ্যাপ ব্যবস্থায় অটো চালানোর উদ্যোগ রাস্তায় অস্থিরতা তৈরি করবে বলে জানান তিনি। বাম সংগঠনের তরফে ওই পরিষেবার বিরোধিতা করা হবে বলেও জানান।

বেটিং চক্রে ধৃত

ক্রিকেট বেটিং চক্র চালানোর অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করলেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। ধৃতের নাম ব্রিজেন্দ্র কৌশল। বাড়ি তিলজলা থানার চৌবাগা রোডে। বৃহস্পতিবার রাতে বন্ডেল রোড থেকে ব্রিজেন্দ্রকে ধরা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, জানুয়ারি মাসে ভারত-ইংল্যান্ড টি-২০ ম্যাচ চলাকালীন বিভিন্ন বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই বেটিং চক্র চালানো হচ্ছিল। পোস্তা থানা এলাকার একটি দোকানে চলা ওই চক্রে হানা দিয়ে আগেই কয়েক জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে দু’টি মোবাইল, একটি টিভি এবং ৩০ হাজার টাকা।

‘অভিযোগ বাক্স’

এলাকার মানুষের সমস্যা শুনতে প্রতিটি ওয়ার্ড এবং পঞ্চায়েতে এ বার থেকে ‘অভিযোগ বাক্স’ রাখা হবে বলে শনিবার জানালেন সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক লাভলি মৈত্র। যে কোনও অভিযোগ লিখে ওই বাক্সে ফেলতে পারবেন মানুষ। বিধায়ক জানান, তিনি নিজেই বাক্স খুলে অভিযোগ খতিয়ে দেখবেন। দলীয় নেতৃত্ব এমনকি, বিধায়কের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগও জানানো যাবে। পাশাপাশি, এ বার থেকে প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে শিবির করে মানুষের সমস্যা মেটানো হবে বলেও জানান তিনি। এ দিন লাঙলবেড়িয়ায় দলীয় নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করেন লাভলি। ছিলেন সাংসদ সায়নী ঘোষও। ভোটার তালিকার ত্রুটি খতিয়ে দেখতে কমিটি করে দেন বিধায়ক। এলাকায় দলের কোন্দল নিয়ে তিনি বলেন, “দলে কিছু বেইমান আছে। দলের ক্ষতি করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মেলেনি জমি, ধৃত

তিন কোটি টাকা নিয়েও প্রোমোটারকে জমি না দেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল হেয়ার স্ট্রিট থানা। গ্রেফতার করা হয়েছে দালালকেও। ধৃতদের নাম শ্যামসুন্দর পাতোদিয়া এবং কুলুপ্রসাদ যাদব। শুক্রবার কলকাতার সিজেএম আদালত তাঁদের ৬ মার্চ পর্যন্ত পুলিশি হেফাজত হয়েছে। আদালত সূত্রের খবর, ২০১৪ সালে শ্যামসুন্দরের সংস্থার সঙ্গে অভিযোগকারী প্রোমোটারের এই মর্মে চুক্তি হয় যে, শ্যামসুন্দর মানিকতলার একটি জমি দেবেন ওই প্রোমোটারকে। এ জন্য তিনি ৩ কোটি টাকা নেন। দালাল কুলুপ্রসাদের মাধ্যমে এই চুক্তি হয়েছিল।

‘ডিজিটাল গ্রেফতারি’র ভয় দেখিয়ে দেশ জুড়ে প্রতারণা, ধৃত চাঁই

নিজস্ব সংবাদদাতা

‘ডিজিটাল গ্রেফতারি’র ভয় দেখিয়ে দেশ জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় ১৮০ কোটি টাকা হাতানোর অভিযোগে এই চক্রের এক চাঁইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সাইবার অপরাধের অন্যতম ওই মাথাকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করেছে কলকাতার সাইবার থানার পুলিশ। ধৃতের নাম যোগেশ দুয়া। যোগেশ ও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে ২০০টিরও বেশি সাইবার অপরাধের মামলা চলছে এবং ৯৩০টি সাইবার প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।

যোগেশকে গ্রেফতার করা হলেও সাইবার অপরাধের আর এক পান্ডা আদিত্য দুয়া পলাতক। সে সম্পর্কে যোগেশের ভাই। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানিয়েছে, আদিত্য বিদেশে পালিয়ে গিয়েছে। সেখানে বসেই দাদার প্রতারণা-চক্রের সঙ্গে জড়িত থেকে কলকাঠি নাড়ছিল সে। যোগেশের বাড়ি থেকে আদিত্যের নামে জরুরি কাগজপত্র পেয়েছেন তদন্তকারীরা। ‘ডিজিটাল গ্রেফতারি’র এই ঘটনার তদন্তে নেমে শনিবার পর্যন্ত যোগেশ ছাড়াও ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে লালবাজার।

পুলিশ জানিয়েছে, যোগেশকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি, উদ্ধার হয়েছে টাকা গোনার একটি যন্ত্র। ধৃতের বাড়ি থেকে দু’টি মোবাইল ফোন, দু’টি হার্ড ডিস্ক, একটি ল্যাপটপ, আটটি এটিএম কার্ড, দু’টি প্যান কার্ড উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাড়ির একটি ড্রয়ার থেকে মিলেছে নগদ ১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। উদ্ধার হয়েছে দিরহাম, ইয়েন এবং ডলারের মতো প্রচুর পরিমাণ বিদেশি মুদ্রাও। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে আধার কার্ডও পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি আসল না ভুয়ো, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

লালবাজার জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই দিল্লির বিবেক বিহার থেকে গোয়েন্দারা গ্রেফতার করেন যোগেশকে। তাকে ট্রানজ়িট রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য স্থানীয় আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার কলকাতা পুলিশ দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলে বিচারপতি যোগেশকে কলকাতায় নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। সেই মতো শনিবার তাকে এ শহরে নিয়ে এসে গোয়েন্দারা ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করেন। বিচারক যোগেশকে ১১ মার্চ পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

সূত্রের খবর, গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে গল্ফ গ্রিনের এক মহিলাকে ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ করা হয়েছে বলে ভয় দেখিয়ে প্রতারকেরা তাঁর থেকে ৪৭ লক্ষ টাকা আদায় করে। তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সন্ধান পান। সেই সূত্র ধরে আনন্দপুর, পাটুলি এবং নরেন্দ্রপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে একাধিক অফিসের সন্ধান মেলে। সেগুলি সবই বিভিন্ন ভুয়ো সংস্থার নামে খোলা হয়েছিল। সেই সময়ে আট জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ওই সমস্ত ভুয়ো সংস্থার নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা করে পাওয়া টাকা সেখান থেকে বাইরে পাচার করা হচ্ছে। গত জানুয়ারি মাসে সাইবার অপরাধ এবং ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ চক্রের সঙ্গে যুক্ত চিরাগ কপূরকে বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা।

এক তদন্তকারী জানান, চিরাগকে গ্রেফতার করার পরেই ওই চক্রের বাকিদের বিষয়ে জানা যায়। যারা ভুয়ো সংস্থার নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্থার গোপন তথ্য ওঙ্কার সিংহ নামে এক জনের কাছে পাঠাচ্ছিল। সেই ওঙ্কারকে গ্রেফতার করার পরেই দুয়া ভাইদের নাম সামনে আসে। মূলত তাদের পরিকল্পনাতেই গোটা দেশ জুড়ে এই সাইবার প্রতারণা-চক্রের কারবার চলছিল। জানা গিয়েছে, ২০০টিরও বেশি মামলা চলছে দুয়া ভাইদের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া, তাদের বিরুদ্ধে ৯০০টিরও বেশি সাইবার প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে দেশ জুড়ে। বিষয়টি জানার পরে আদালত থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল তাদের ধরতে।

অবৈতনিক স্কুলে ক্লাসে ভর্তির ‘ফি’ চারাগাছ

স্বাতী মল্লিক

নতুন বছরে, নতুন ক্লাসে উঠেছে গ্রামের ছেলেমেয়েরা। তবে ফি বাবদ টাকা নয়, তাদের দিতে হবে একটি করে ফলগাছের চারা! স্কুল চত্বর ও তার আশপাশেই রোপণ করা হবে সেই চারাগাছ, ওই ছাত্রছাত্রীদেরই নামে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর ব্লকের ঘোড়াদল বাজারের কাছে জ্বালাবেড়িয়া গ্রামে সম্প্রতি এ ভাবেই পরিবেশ বাঁচানোর বার্তা দিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাতে সাড়া দিয়ে নারকেল গাছের চারা-সহ ছেলেমেয়েদের স্কুলে এনে ভর্তি করালেন অভিভাবকেরা।

সুন্দরবনের জ্বালাবেড়িয়া গ্রামের জ্বালাবেড়িয়া আদিবাসী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়টি চলে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে। বছর তিনেক আগেও স্কুলটির ভগ্নপ্রায় দশা ছিল। পড়ুয়া সংখ্যা ছিল পাঁচ। তবে গত কয়েক বছরে শুধু যে স্কুলের হাল ফিরেছে তা-ই নয়, পড়ুয়া সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৬। নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত সেখানে পড়তে আসে আশপাশের গ্রামের খুদেরাও। শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়, গাছের পরিচর্যা, পরিবেশ সচেতনতা, প্লাস্টিক বর্জনের শিক্ষাও দেওয়া হয় পড়ুয়াদের।

ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে শোভন মুখোপাধ্যায় বলছেন, “অবৈতনিক স্কুল হওয়ায় অভিভাবকদের মধ্যে কিছুটা গয়ংগচ্ছ ভাব লক্ষ্য করছিলাম। গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবারই নিম্নবিত্ত, মূলত কৃষিকাজ করেন। তাই স্কুলের সঙ্গে তাঁদের আরও একটু একাত্ম করতে এবং পড়ুয়াদের পরিবেশের পাঠ পড়াতেই ফি হিসাবে গাছ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।” ৮৬ জন পড়ুয়ার অভিভাবকদের সম্প্রতি বলা হয়, এ বার থেকে নতুন ক্লাসে ওঠার দিনে একটি করে চারা আনতে হবে পড়ুয়াদের। তবেই ছেলেমেয়েরা নতুন ক্লাসে উঠতে পারবে, নতুন বইখাতাও হাতে পাবে। চারাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও রয়েছে খুদে পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদেরই কাঁধে। শোভন জানান, পড়ুয়াদের পরিবারের অনেকে পেশাগত ভাবে বাঁশ বা কঞ্চি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে থাকেন। তাঁদের বলা হয়েছিল, ক্লাসে ভর্তির ফি হিসাবে কঞ্চির বেড়া দিতে, যাতে তা দিয়েই চারাগাছগুলিকে রক্ষা করা যায়। এ ছাড়া, পড়ুয়াদের নামে গাছ লাগানোয় তাদেরও গাছটির প্রতি মমত্ববোধ থাকবে। আর ফলের গাছের প্রতি গ্রামবাসীদের মধ্যেও আগ্রহ, উৎসাহ থাকবে। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রথমে নারকেল গাছ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। পরে অন্য ফলের গাছও ফি হিসাবে আনতে বলা হবে। বছরে দু’বার এই ফি নেবে স্কুল। “ভবিষ্যতে গাছগুলির দায়িত্ব দেওয়া হবে গ্রামের পরিবারগুলিকে। তাতে তাঁদেরও কিছুটা আর্থিক সাহায্য হতে পারে।”— বলছেন শোভন।

জ্বালাবেড়িয়া গ্রামে নিজেদের নামাঙ্কিত নারকেল গাছ রোপণ করছে স্কুলপড়ুয়ারা। *নিজস্ব চিত্র*

স্কুলের প্রধান শিক্ষক জগদীশ হালদার জানান, নতুন ক্লাসে ওঠার সময়ে অভিভাবকেরা গাছ নিয়ে এসে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করিয়েছেন। এতে তাঁদের উৎসাহ বেড়েছে। সময়ের আগে স্কুলে এসে পড়ুয়ারাও গাছগুলিতে জল দিচ্ছে, পরিচর্যা করছে। নিজের নামে গাছ লাগাতে পেরে প্রবল উত্তেজিত ওই খুদেরা।

আর অভিভাবকেরা? স্কুলে ভর্তি করাতে এসে পূজা রায় নামে এক অভিভাবক বলেন, “একটি গাছ, একটি প্রাণ। ছেলেমেয়ের নামে গাছ বসানো হচ্ছে বলে আরও ভাল লাগছে। আরও গাছ লাগানো হোক, পরিবেশ বাঁচুক, এটাই চাই।”

বাইকের নম্বর নিয়ে রাস্তায় স্কুটি, ধৃত এক

নিজস্ব সংবাদদাতা

মোটরবাইক নিয়ে কলকাতা পুলিশ এলাকায় আসেননি মালিক। অথচ ট্র্যাফিক আইন অমান্য করার জন্য পুলিশের জরিমানার মেসেজ পাচ্ছেন তিনি। তাই লালবাজারের দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন তিনি। সেই সূত্রেই ভুয়ো নম্বরপ্লেট ব্যবহার করে পুলিশকে প্রতারণা করার অভিযোগে শুক্রবার হেয়ার স্ট্রিট থানা এলাকার রবীন্দ্র সরণি থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে লালবাজার। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ আমন। বাড়ি হাওড়ায়। শনিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ হয়। তাঁর স্কুটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

লালবাজার জানিয়েছে, হাওড়ার এক বাসিন্দা গত ২৩ ফেব্রুয়ারি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান, তাঁর মোটরবাইক নিয়ে তিনি বা অন্য কেউ কলকাতা পুলিশ এলাকায় যান না। অথচ নিয়মিত তাঁর কাছে ট্র্যাফিক আইন অমান্য করার মেসেজ আসছে। মেসেজে ছবি থাকছে একটি স্কুটির। তদন্তে নেমে পুলিশ দেখতে পায়, ওই একই নম্বরে রাস্তায় চলছে স্কুটিটি। শুক্রবার বড়বাজার এলাকায় দেখতে পেয়ে চালক-সহ স্কুটিটি আটক করে পুলিশ। চালক জানান, যে শোরুম থেকে তিনি স্কুটি কিনেছেন, সেখান থেকেই নম্বর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কী ভাবে বাইকের নম্বর স্কুটির নম্বর হয়ে গেল, তা ইচ্ছাকৃত ভাবে করা কিনা, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কলকাতা রবিবার ২ মার্চ ২০২৫

শতরানে জবাব

জাতীয় দলে ডাক না পাওয়া করুণ নায়ারের শতরানের সৌজন্যে রঞ্জি ফাইনালে কেরলের বিরুদ্ধে অনেকটাই এগিয়ে বিদর্ভ। ১৩

কুলদীপদের জন্য তৈরি থাকতে বাঁ-হাতি স্পিনার এনে মহড়া নিউ জ়িল্যান্ডের

আরশদীপকে নিয়ে ভাবনা, ঋষভ হয়তো সেই ব্রাত্যই

নিজস্ব প্রতিবেদন

১ মার্চ: নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে ভারতীয় দলে কয়েকটা পরিবর্তন দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

দু'টো দলই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে উঠে গিয়েছে। এই ম্যাচের ফল ঠিক করে দেবে কারা গ্রুপ শীর্ষে থেকে শেষ করবে। এবং, সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া না দক্ষিণ আফ্রিকা, কার সঙ্গে খেলতে হবে।

এই ম্যাচে মহম্মদ শামিকে বিশ্রাম দিয়ে আরশদীপ সিংহকে খেলাতে পারে ভারত। ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে এসে বলে গিয়েছেন, "সেমিফাইনালে আমরা সবাইকে তরতাজা অবস্থায় চাই।" ফলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, চোট সারিয়ে দলে ফেরা শামিকে একটা ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে।

দুশখাতে আরও বলেছিলেন, "আমরা দু'টি অনুশীলন পর্বে কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমাদের প্রধান লক্ষ্য সেমিফাইনালের জন্য সেরাদের সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় পাওয়া। তবে টানা বিশ্রাম দেওয়াও ঠিক না। তাই আমরা ভারসাম্য রেখে যাচ্ছি। এমনিতে আমরা নিউ জ়িল্যান্ডকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নই হতে চাই।" সে ক্ষেত্রে সেমিফাইনালে ভারত পাবে অস্ট্রেলিয়াকে।

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ মনে করেন, রবিবার আরশদীপকে খেলানোই যেতে পারে। তার একটা কারণ, নিউ জ়িল্যান্ড দলের পাঁচ জন বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। বাঁ-হাতিদের বিরুদ্ধে আরশদীপের পরিসংখ্যান রীতিমতো ভাল। তিনি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বল রেখে যেতে পারেন। যা ভারতের বোলিং আক্রমণে অন্য মাত্রা আনতে পারে বলে অনেকের ধারণা। তবে অনিল কুম্বলের মতো প্রাক্তন মনে করেন, এই সময়ে দলে বদল করা ঠিক হবে না।

আরশদীপ খেললেও ঋষভ পন্থকে সম্ভবত বাইরেই থাকতে হচ্ছে। কে এল রাহুলকে বিশ্রাম দিতে চাইবে না ভারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বেশি সময় উইকেটে থাকার সুযোগ পাননি রাহুল। পাকিস্তান ম্যাচে ব্যাটই করেননি। রাহুলের ব্যাটে বড় রান এলে স্বস্তি পাবে দল।
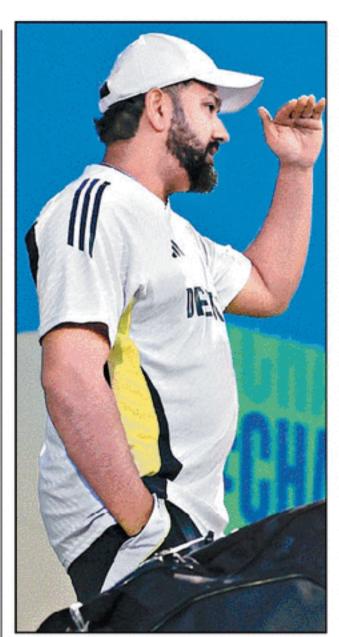
■ **মহড়া:** দুবাইয়ে অনুশীলনে নামছেন রোহিত। নেটে বিরাট। পুরোদমে বোলিং আরশদীপের। শনিবার দুবাইয়ে আইসিসি স্টেডিয়ামে। *বিসিসিআই*

স্পিন সামলাতে সুইপে শান বিরাটদের

নিজস্ব প্রতিবেদন

১ ফেব্রুয়ারি: দু'টো দলই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে উঠে গিয়েছে। কিন্তু তাও এই লড়াই ঘিরে একটা উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে। কিছু দিন আগে এই নিউ জ়িল্যান্ডই ভারতে এসে টেস্ট সিরিজ়ে ভারতকে ৩-০ চূর্ণ করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার রাস্তায় কাঁটা ছড়িয়ে দিয়েছিল।

তার পরে আবার দু'দল মুখোমুখি হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির এই ম্যাচে। যদিও একটা টেস্ট এবং একটি ৫০ ওভারের ম্যাচ, কিন্তু তা হলেও জবাব দেওয়ার একটা সুযোগ থাকছে রোহিত শর্মাদের সামনে।

দুবাইয়ে লড়াইটা কিন্তু হতে পারে দু'দলের স্পিনার বনাম দু'দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে। দুবাইয়ের পিচে বল ঘুরছে। নিউ জ়িল্যান্ড দলে দু'জন বিশেষজ্ঞ স্পিনার হলেন মিচেল স্যান্টনার এবং মাইকেল ব্রেসওয়েল। স্যান্টনারের বাঁ-হাতি স্পিন এবং ব্রেসওয়েলের অফস্পিন পাকিস্তানের পিচে ব্যাটসম্যানদের সমস্যায় ফেলেছে। ধরেই নেওয়া হচ্ছে দুবাইয়ে তাঁরা আরও বেশি সাহায্য পাবেন উইকেট থেকে। এর বাইরে রয়েছেন অনিয়মিত স্পিনার গ্লেন ফিলিপসও।

অন্য দিকে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত ভরসা রাখছে তিন বাঁ-হাতি স্পিনারের উপরে। রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর পটেল এবং কুলদীপ যাদব। এই বাঁ-হাতি স্পিনত্রয়ীকে সামলাতে নেটে দু'জন স্থানীয় বাঁ-হাতি স্পিনার এনে শনিবার অনুশীলন করেছে নিউ জ়িল্যান্ডের দুই ব্যাটসম্যান টম লাথাম এবং ব্রেসওয়েল। এই দুই ব্যাটসম্যানই মাঝের ওভারে ব্যাট করেন। যখন বল করবেন কুলদীপরা।

আবার নিউ জ়িল্যান্ড স্পিনারদের সামলানোর রাস্তাও সম্ভবত বার করে ফেলেছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। দেখা যাচ্ছে, দুবাইয়ে মাঝের ওভারগুলোয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে রান তোলা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। স্যান্টনারদের সামলাতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে সুইপ এবং রিভার্স সুইপ। ভারতীয় অনুশীলনে দেখা গিয়েছে বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আয়ার, কে এল রাহুলের মতো ব্যাটসম্যানরা নেট প্র্যাক্টিসে সুইপ-রিভার্স সুইপ মারছেন। রবিবার নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩০০তম এক দিনের ম্যাচ খেলতে নামবেন বিরাট।

ভারত শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে না যাওয়ায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি এমন ভাবে করতে হয়েছে যাতে রোহিতরা সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। যা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মন্তব্য, পিচ আর পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বাড়তি সুযোগ পাচ্ছেন রোহিতরা।

■ **প্রস্তুতি:** নিউ জ়িল্যান্ড প্র্যাক্টিসে মিচেল স্যান্টনার। *পিটিআই*

তবে নিউ জ়িল্যান্ডের বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান গ্লেন ফিলিপস পরিষ্কার জানিয়েছেন, তাঁরা অজুহাত দিতে এখানে আসেননি। শনিবার দুবাইয়ে সাংবাদিক বৈঠকে ফিলিপস বলেন, "আমরা ওই সব নিয়ে ভাবছি না। প্রতিযোগিতার সূচি যা আছে, তা আছে। কোনও বড় প্রতিযোগিতায় খেলতে এলে আমরা অজুহাত দেখানোর মানসিকতা নিয়ে আসি না।" যোগ করেছেন, "ভাগ্যে যা আছে, সে রকম সূচি পেয়েছি। আবার ভারতের ভাগ্যে যা আছে, ওরা সে রকম সূচি পেয়েছে। এই নিয়ে আমরা কোনও অভিযোগ করতে যাব না।"

রোহিতদের যথেষ্ট সমীহ করছে নিউ জ়িল্যান্ড। ফিলিপস বলেছেন, "ভারত খুবই শক্তিশালী দল। ওদের দুর্বলতা খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে ভারতের বিরুদ্ধে আমাদের পরিকল্পনা তৈরি।" নিউ জ়িল্যান্ডও জানে, দুবাইয়ের পিচে বল ঘুরবে। ভারত তিন স্পিনারেই আগের দু'টো ম্যাচ খেলেছে। ফিলিপসের কথায়, "দুবাইয়ের পিচ বেশ মন্থর। বলও ঘুরছে। তাই লড়াইটা জমবে বলেই মনে হয়। ওদের দলে তিন জন খুব ভাল স্পিনার আছে। আমাদের হাতেও বেশ কয়েক জন স্পিনার-অলরাউন্ডার আছে।" ভারত যদি নিউ জ়িল্যান্ডকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে যেতে পারে, তা হলে সেমিফাইনালে সামনে পাবে অস্ট্রেলিয়াকে। মঙ্গলবার ভারতের সেমিফাইনাল দুবাইয়ে।

ক্লাসেন-ডুসেনের দাপটে শেষ চারে দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন

১ মার্চ: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসের পরেই দক্ষিণ আফ্রিকার সেমিফাইনাল ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল। আফগানিস্তানকে উঠতে হল দক্ষিণ আফ্রিকার ২০০-র বেশি রানে হারতে হত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু জস বাটলার-রা ১৮০ রানের বেশি লক্ষ্য দিতে পারেননি। ২৯.১ ওভারের মধ্যেই ইংল্যান্ডকে সাত উইকেটে হারিয়ে গ্রুপ 'বি'-র শীর্ষ দল হিসেবে শেষ চারে দক্ষিণ আফ্রিকা।

সমস্যা একটাই। কোন দেশে দক্ষিণ আফ্রিকার সেমিফাইনাল পড়বে, তা জানা যাবে রবিবারের ম্যাচের পরেই। তাই শনিবার রাতেই দুবাই রওনা দিতে হবে ক্লাসেনদের। অস্ট্রেলিয়াও পৌঁছে গিয়েছে দুবাই। রবিবারের ম্যাচের পরে একটি দলকে পাকিস্তানে ফিরে আসতে হবে।

ভারত দুবাইয়ে খেলছে বলে ইতিমধ্যেই রোহিত শর্মাদের সুবিধার কথা তুলে ধরছেন বিভিন্ন ক্রিকেটারেরা। এ বার সেমিফাইনালের আগে যে দল দুবাইয়ে গিয়ে এক দিন থেকে চলে আসবে, তারা কি প্রশ্ন তুলতে ছাড়বে? দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের একটাই সুবিধে। ম্যাচটি ১০০ ওভার গড়ায়নি। কয়েক ঘণ্টা বেশি বিশ্রাম পাবেন। ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানেরাই সেই রাস্তা করে দিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের অতিরিক্ত আক্রমণ করার ফল ভুগতে হল ফিল সল্টদের। একটিও পয়েন্ট না পেয়ে দেশে ফিরে যেতে হচ্ছে তাঁদের।

প্রথমে ব্যাট করে ১৭৯ রানে শেষ হয় ইংল্যান্ডের ইনিংস। তিনটি করে উইকেট নেন জানসেন ও উইয়ান মুল্ডার। দুই উইকেট কেশব মহারাজের। একটি করে উইকেট লুনগি এনগিডি ও কাগিসো রাবাডার। জবাবে ২৯.১ ওভারে ম্যাচ শেষ করে দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ৮৭ বলে ৭২ রানে অপরাজিত থাকেন ডুসেন। ৫৬ বলে ৬৪ রান ক্লাসেনের। ম্যাচ সেরার পুরস্কার যদিও দেওয়া হয় জানসেনকে। বিপক্ষে শুরুর দিকে ধাক্কা দেওয়ার পাশাপাশি লং-অন থেকে মিডউইকেটে দৌড়ে ঝাঁপিয়ে দুরন্ত ক্যাচ নেন তিনি। প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা ক্যাচ হিসেবে যা বেছে নেওয়া হতে পারে। জানসেন বলেছেন, "জয়ের ছন্দটা ধরে রাখতে চেয়েছিলাম।"

■ **জুটি:** ম্যাচ জেতানোর পথে ক্লাসেন-ডুসেন। শনিবার। *পিটিআই*

৭ উইকেটে জয়ী দক্ষিণ আফ্রিকা

ম্যাচের সেরা মার্কো জানসেন

স্কোরকার্ড

ইংল্যান্ড	১৭৯ (৩৮.২)
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৮১-৩ (২৯.১)

ইংল্যান্ড

ব্যাটসম্যান	রান■বল
সল্ট ক ডুসেন বো জানসেন	৮■৬
ডাকেট ক ও বো জানসেন	২৪■২১
জেমি ক মার্করাম বো জানসেন	০■৩
রুট বো মুল্ডার	৩৭■৪৪
ব্রুক ক জানসেন বো মহারাজ	১৯■২৯
বাটলার ক মহারাজ বো এনগিডি	২১■৪৩
লিয়াম স্টা ক্লাসেন বো মহারাজ	৯■১৫
ওভার্টন ক এনগিডি বো রাবাডা	১১■২০
আর্চার ক জানসেন বো মুল্ডার	২৫■৩১
রশিদ ক ক্লাসেন বো মুল্ডার	২■৯
সাকিব ন. আ.	৫■১০
অতিরিক্ত	১৮
মোট	১৭৯ (৩৮.২)

পতন: ১-৯ (সল্ট, ০.৬), ২-২০ (জেমি, ২.৩), ৩-৩৭ (ডাকেট, ৬.৪), ৪-৯৯ (ব্রুক, ১৬.৫), ৫-১০৩ (রুট, ১৭.৩), ৬-১১৪ (লিয়াম, ২০.৪), ৭-১২৯ (ওভার্টন, ২৫.৩), ৮-১৭১ (আর্চার, ৩৪.৫), ৯-১৭৩ (বাটলার, ৩৫.৩), ১০-১৭৯ (রশিদ, ৩৮.২)।

বোলিং: মার্কো জানসেন ৭-০-৩৯-৩, লুনগি এনগিডি ৭-০-৩৩-১, কাগিসো রাবাডা ৭-১-৪২-১, উইয়ান মুল্ডার ৭.২-০-২৫-৩, কেশব মহারাজ ১০-১-৩৫-২।

দক্ষিণ আফ্রিকা

ব্যাটসম্যান	রান■বল
রিকলটন বো আর্চার	২৭■২৫
স্টাবস বো আর্চার	০■৫
ফান ডার ডুসেন ন.আ	৭২■৮৭
ক্লাসেন ক মেহমুদ বো রশিদ	৬৪■৫৬
মিলার ন.আ	৭■২
অতিরিক্ত	১১
মোট	১৮১-৩ (২৯.১)

পতন: ১-১১ (স্টাবস, ২.১), ২-৪৭ (রিকলটন, ৮.২), ৩-১৭৪ (ক্লাসেন, ২৮.৪)।

বোলিং: জফ্রা আর্চার ৯-০-৫৫-২, সাকিব মেহমুদ ৫-০-৩১-০, জেমি ওভার্টন ৫-০-৩৪-০, আদিল রশিদ ৭-০-৩৭-১, লিয়াম লিভিংস্টোন ৩.১-০-২৪-০।

এক নজরে

রশিদরাও জিতবেন ট্রফি, মত স্টেনের

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের খেলায় মুগ্ধ ডেল স্টেন। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রশিদ খানদের দুর্দান্ত জয় দেখে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসারের বিশ্বাস, সেই দিন খুব দূরে নয় যখন আফগানরা, আইসিসি ট্রফি জিতবে। স্টেনের কথা, "শুধু ওদের ধৈর্য ধরে খেলতে শিখতে হবে। প্রথম বল থেকেই ছয় মারা চেষ্টা করা ভুল। সব বলেই উইকেট পাওয়া যাবে ভাবলেও একেবারেই চলবে না।"

জয়ী দুই প্রধান

সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অনূর্ধ্ব-১৫ জুনিয়র লিগে শনিবার মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৭-১ গোলে হারিয়েছে অ্যাডামাস ইউনাইটেড স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। রাজদীপ পাল ও রোহিত বর্মন দু'টি করে গোল করেছে। জিতেছে ইস্টবেঙ্গলও। শিশির সরকারের হ্যাটট্রিকের ফলে তারা ৪-০ হারিয়েছে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। মহমেডান স্পোর্টিং ১-৪ হেরেছে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টসের বিরুদ্ধে।

কোচ মনোজ

বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি বিসিসিআই লেভেল ২- কোচিংয়ের পরীক্ষায় পাশ করেছেন। সিএবি-কে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেছেন, "ভারতীয় বোর্ডের কাছে আমার নাম সুপারিশ করার জন্য সিএবি-কে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবার ভালবাসা ছাড়া এই কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভব হত না।"

হার ইস্টবেঙ্গলের

ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে কলকাতা প্রিমিয়ার হকি লিগে শনিবার ইস্টবেঙ্গল ০-১ হেরেছে এফসিআই-এর কাছে। অন্য ম্যাচে কলকাতা কাস্টমস ৫-২ জয় পেয়েছে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে।

রিয়ালের জরিমানা
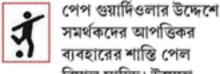
পেপ গুয়ার্দিওলার উদ্দেশে সমর্থকদের আপত্তিকর ব্যবহারের শাস্তি পেল রিয়াল মাদ্রিদ। উয়েফা জরিমানা করল প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা।

সুনীলদের বিরুদ্ধে আজ অগ্নিপরীক্ষা ইস্টবেঙ্গলের

সুতীর্থ দাস

'আমাদের কাছে বাকি চারটি ম্যাচই ফাইনাল।'

বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে আগামী দশ দিনের রিংটোন বেঁধে দিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুসো। ২ মার্চ থেকে ১২ মার্চের মধ্যে আলাদা আবহাওয়ায় এবং আলাদ প্রেক্ষাপটে আইএসএলের দু'টি ম্যাচ এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দু'টি পর্ব খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। এফএসডিএল-কে ক্রীড়াসূচি পরিবর্তনের কথা বললেও আখেরে লাভ হয়নি। হতাশ হলেও তা নিয়ে অযথা অজুহাত দিতে নারাজ অস্কার। স্পষ্ট বললেন, "সামনে ঠাসা ক্রীড়াসূচি রয়েছে। তবে তা নিয়ে অযথা অজুহাত দিচ্ছি না। আগামী চার ম্যাচই ফাইনাল।"

শনিবার মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ২-২ ড্র করায় কিছুটা হলেও চাপ বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের। কারণ ২২ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে উঠল মুম্বই। ফলে ২২ ম্যাচে ২৭ পয়েন্টে থাকা ইস্টবেঙ্গলকে পরের দু'টি ম্যাচে জিততেই হবে। প্রার্থনা করতে হবে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসি যেন ৩৩ পয়েন্টের বেশি না যেতে পারে। বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে রবিবার প্রথম ধাপ থেকেই অগ্নিপরীক্ষায় নামতে হচ্ছে মশালবাহিনীকে।

শুরু থেকেই বারবার কার্ড ও চোট-আঘাতের সমস্যায় প্রথম একাদশ পরিবর্তন করতে হয়েছে অস্কারকে। রবিবারও সেই অর্থে ব্যতিক্রম নয়। কার্ড সমস্যায় রবিবার লাল চুংনুঙ্গাকে পাবেন না অস্কার। চোটের কারণে বাইরে নন্দ কুমার। এ দিন তিনি মূলত সাইডলাইনে সময় কাটালেন। রিচার্ড সেলিস, পি ভি বিষ্ণুদের নিয়ে আলাদা করে কিছু না বললেও তাঁদের পুরো ৯০ মিনিট খেলার সম্ভাবনা খুবই কম।

প্রতিকূল অবস্থাতেও শনিবার বিকেলে যুবভারতীতে অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজে পাওয়া গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। প্রথমে শারীরিক কসরতের পরে কয়েকটি দলে ভাগ করে ছোট ছোট পাস খেলায় জোর দেন রাফায়েল মেসিরা। বোঝাই যাচ্ছিল, আইএসএলে প্রথম বার জয়ের হ্যাটট্রিকের পরে ড্রেসিংরুমের মেজাজেও বসন্তের মুক্ত বাতাস। বারবার চেঁচিয়ে ফুটবলারদের উজ্জীবিত করছিলেন অস্কার। কারণ অভিজ্ঞ কোচ জানেন শুধুমাত্র শারীরিক ভাবে সক্ষম হলেই চলবে না, জয় পেতে হলে গুরুগম্ভীর মানসিকতাকেও ছেঁটে ফেলতে হবে।

২২ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে ইতিমধ্যে প্রথম ছয় নিশ্চিত করে ফেলেছে বেঙ্গালুরু। তাদের লক্ষ্য পয়েন্ট টেবলে আর উপরের দিকে শেষ করা। কোচ জেরার্ড জ়ারাগোজার কথায়, "আমাদের লক্ষ্য বাকি দুই ম্যাচে জিতে পয়েন্ট টেবলে আরও উপরের দিকে শেষ করা।"

বেঙ্গালুরু দলে রয়েছেন সুনীল ছেত্রী, আলবার্তো নগুয়েরা, হর্হে পেরেরা দিয়াসের মতো নামজাদা তারকারা। ৪১ বছর বয়সেও নিজেকে প্রতিমুহূর্তে চেনাচ্ছেন সুনীল। ইতিমধ্যেই ১১ গোল করে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন। সুনীল। তাঁকে নিয়ে কী অতিরিক্ত চিন্তিত অস্কার? "একেবারেই নয়। বেঙ্গালুরুতে শুধু সুনীল নেই, রয়েছেন আলবার্তো, দিয়াসের মতো ফুটবলার। পুরো দল নিয়েই ভাবছি", অকপট অস্কার।

■ **নজরে:** মহড়ায় রাফায়েল মেসি এবং দিয়ামানতাকোস। ছবি: *সুমন বল্লভ*

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের আগে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে জয় পেলে তাঁদের আত্মবিশ্বাস যে অনেকটা বেড়ে যাবে তা স্বীকার করে নিয়ে অস্কার বললেন, "রবিবারে ভাল খেলতে পারলে অবশ্যই তা বুধবারের আগে প্রেরণা জোগাবে। মরসুমের শুরু থেকে অনেক ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। আশা করি শেষটা ভাল হবে।"

পরিবর্ত হিসেবে নেমে প্রত্যেক ম্যাচেই নিজের ভূমিকা রাখছেন ডেভিড লালহানসাঙ্গা। উল্টো দিকে দলের এক নম্বর স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস সেরকম ছন্দে নেই। ডেভিডকে কি আরও বেশি সময় খেলানো উচিত? অস্কার বললেন, "ডেভিড যখনই নামছে তখনই নিজের দায়িত্ব পালন করছে। ওকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করছি।"

পরীক্ষা যত কঠিন হয়, তত বেশি উজ্জ্বল হয় মশালের আলো- রবিবার ঘরের মাঠে সেই উজ্জ্বলতার সন্ধানেই লাল-হলুদ সমর্থকরা।

রবিবার আইএসএলে: ইস্টবেঙ্গল বনাম বেঙ্গালুরু এফসি। সন্ধে ৭.৩০ থেকে। স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে।

জেমি-দিমি জুটি এগিয়ে দিলেও ড্র মোহনবাগানের

আইএসএল

মুম্বই সিটি ২ ■ মোহনবাগান ২

নিজস্ব সংবাদদাতা

আইএসএলের বোধনে যুবভারতীতে মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এগিয়ে থেকেও ২-২ ড্র করেছিল। ফিরতি পর্বেও আশ্চর্যজনক ভাবে সেই একই ফলাফলই রইল!

মাঝে অবশ্য অনেক পট পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। মোহনবাগান ইতিমধ্যে চলতি মরসুমে লিগ-শিল্ড জয় করে ফেলেছে। অন্য দিকে মুম্বই সিটি এফসি প্রথম দু'য়ের মধ্যে না থাকতে পারলেও ২২ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে।

মুম্বই ফুটবল এরিনাতে প্রচুর সংখ্যক সবুজ-মেরুন সমর্থক দলের জয় দেখতে মাঠে এসেছিলেন। কিন্তু আরব সাগরের তীরে দশ জনের মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে জোড়া গোলে এগিয়ে থাকার পরেও এল না জয়।

ম্যাচ শুরুর আগে লিগ-শিল্ড জয়ী মোহনবাগান দলকে গার্ড অব অনার দেয় মুম্বইয়ের ফুটবলাররা। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে দলে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মলিনা। এ দিন প্রথম একাদশে চারটি পরিবর্তন করেন স্পেনীয় চাণক্য। আলবের্তো রদ্রিগেস ও আশিস রাইয়ের জায়গায় নামিয়েছিলেন সৌরভ ভানওয়ালা এবং দীপেন্দু বিশ্বাসকে। মাঝমাঠে আপুইয়ার জায়গায় অভিষেক সূর্যবংশী এবং গ্রেগ স্টুয়ার্টের জায়গায় দিমিত্রি পেত্রাতস শুরু করেন।

প্রথম থেকেই মুম্বই আক্রমণ করলেও তা ফাইনাল থার্ডে গিয়ে ক্রমশ আটকে যাচ্ছিল। স্রোতের বিপরীতে ৩২ মিনিটে মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন জেমি ম্যাকলারেন। প্রতিপক্ষ ফুটবলারের ব্যাক পাস পেয়ে বক্সে ঢুকে নিখুঁত প্লেসিংয়ে দলকে এগিয়ে দেন অস্ট্রেলীয় বিশ্বকাপার। মাঠে উপস্থিত ছিলেন তাঁর বাবা-মা। ছেলের গোল দেখে তাঁরাও আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠেন।

■ **উল্লাস:** জেমি ও দিমিত্রি গোল করলেও ড্র মোহনবাগানের। *এক্স*

ম্যাকলারেনের গোলের পরেই আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়ে মোহনবাগানের। ফলশ্রুতিতে আসে দিমিত্রির গোল। বাঁ দিক দিয়ে প্রতিপক্ষের দু-তিনজন ডিফেন্ডারকে ড্রিবল করে শট নেন লিস্টন কোলাসো। সেই বল আটকে দেন গোলরক্ষক পূর্বা লাচেনপা। ফিরতি বল দিমিত্রির কাছে এলে তিনি ২-০ করেন।

দ্বিতীয়ার্ধে গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে মুম্বই। ৫১ মিনিটের মাথায় জন টৌরালের হেড শুভাশিস বসুর হাতের উপরের দিকে লাগলে মুম্বই পেনাল্টির আবেদন করে। কিন্তু তাতে সাড়া দেননি রেফারি তেজস নাগভেঙ্কর। কয়েক মিনিট পরে অবশ্য জনের গোলের জন্য রেফারির সম্মতির প্রয়োজন পড়েনি। ভালপুইয়ার জোরালো শট টম আলড্রেডের গায়ে লেগে চলে যায় জনের কাছে। ব্যবধান কমান স্পেনীয় মিডফিল্ডার।

এর পরে গল্পে ফের টুইস্ট। শুভাশিস বসুর পায়ে বল থাকা অবস্থায় তাঁকে টেনে ধরে আঘাত করেন বিক্রম প্রতাপ সিংহ। রেফারি লাল (দ্বিতীয় হলুদ) কার্ড দেখালে দশ জনে হয়ে যায় মুম্বই।

সবুজ-মেরুন সমর্থকরা আশা করেছিলেন, হয়তো দশ জনের মুম্বইকে পেয়ে চেপে ধরবে মোহনবাগান। কিন্তু হল ঠিক তার উল্টো। আরও বেশি করে আক্রমণ করতে থাকেন লালিয়ানজ়ুয়ালা ছাংতে-রা। ৬২ মিনিটের মাথায় ভান নিফের জোরালো শট দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় আটকান বিশাল। এর পরে আরও এক বার দলের ত্রাতা হয়ে ওঠেন তিনি। মুম্বইয়ের সাঁড়াশি আক্রমণের ফলে মলিনা নামাতে বাধ্য হন আশিস রাই এবং আশিক কুরুনিয়নকে।

কিন্তু তাতেও কিছুমাত্র লাভ হয়নি। সংযুক্ত সময়ের মাত্র এক মিনিট আগে একটি ফ্রি-কিক বিশাল আটকালেও বল চলে আসে সদ্য নামা নেথান রদ্রিগেসের কাছে। তিনি ছ'গজ বক্সের মাথা থেকে হেড দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন।

মোহনবাগান: বিশাল কেথ, দীপেন্দু বিশ্বাস, টম আলড্রেড, সৌরভ ভানওয়ালা (আশিস রাই), শুভাশিস বসু (আশিক কুরুনিয়ন), অভিষেক সূর্যবংশী (অনিরুদ্ধ থাপা), দীপক টাংরি, মনবীর সিংহ, দিমিত্রি পেত্রাতস, লিস্টন কোলাসো, জেমি ম্যাকলারেন (গ্রেগ স্টুয়ার্ট)।

■**জুটি:** দিল্লিকে জিতিয়ে উঠে উচ্ছ্বাস জোনাসন ও শেফালির। *পিটিআই*

শেফালি-জোনাসনের শাসন, প্লে-অফে দিল্লি

নিজস্ব প্রতিবেদন

১ মার্চ: ডব্লিউপিএলে দুরন্ত ছন্দে দিল্লি ক্যাপিটালস। শুক্রবার মুম্বই ইন্ডিয়ানসকে হারানোর পরে শনিবার শেফালি বর্মা (৪৩ বলে অপরাজিত ৮০) ও জেস জোনাসনের (৩৮ বলে অপরাজিত ৬১) জুটির দাপটে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে ৯ উইকেটে উড়িয়ে দিলেন মেগ ল্যানিংরা। যে জয় তাঁদের পৌঁছে দিল প্লে-অফেও। উল্টো দিকে বেঙ্গালুরুতে পরপর চার নম্বর ম্যাচ হারল আরসিবি।

আটটি বাউন্ডারি ও চারটি ছক্কা নিয়ে ইনিংস সাজান শেফালি। জোনাসন মারেন ৯টি বাউন্ডারি ও ১টি ছক্কা। তবে এত সহজে দিল্লি জিতবে অনেকেই ভাবতে পারেননি। কারণ এলিস পেরির ব্যাটে লড়াই করার মতো রান তুলেছিল আরসিবি। তাঁর ৪৭ বলে অপরাজিত ৬০ রানের সাহায্যে আরসিবি তুলেছিল ১৪৭-৫।

আরসিবিকে প্রথমেই ধাক্কা দিয়েছিলেন দিল্লির বোলার শিখা পাণ্ডে অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানাকে (৮) তুলে নিয়ে। সেখান থেকে দলকে টেনে তোলেন পেরি। এই নিয়ে চলতি মরসুমে চার নম্বর অর্ধশতরান করলেন তিনি। তাঁর ইনিংস সাজানো তিনটি ছক্কা ও তিনটি বাউন্ডারি দিয়ে। কিন্তু তা কাজে এল না।

ম্যাচের পরে দিল্লির অধিনায়ক মেগ ল্যানিং বলেছেন, "পরপর ম্যাচ খেলতে হল। আমরা চেয়েছিলাম জয়ের ধারাবাহিকতাটা ধরে রাখতে। আমরা এমন একটা দল যারা ১-২ জনের উপরে নির্ভরশীল নয়। সেটাই আমাদের শক্তি। কয়েক দিন বিশ্রাম নিয়ে এর পরে লখনউয়ে রওনা দেব।"

ম্যাচের সেরা শেফালি বলেছেন, "অপরাজিত থাকা আর দলকে জেতানো। এর চেয়ে ভাল অনুভূতি আর কী হতে পারে। শুরুতে শান্ত ছিলাম। পরে মারার বলে মেরেছি।"

করুণের নবম শতরান, রঞ্জি জয়ের দিকে বিদর্ভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

১ মার্চ: জাতীয় নির্বাচকদের যাবতীয় 'অবিচার' উপেক্ষা করে করুণ নায়ার একের পর এক শতরান করেছেন এই মরসুমে। রঞ্জি ফাইনালেও তার ব্যতিক্রম হল না। শতরানের পরে করুণ ব্যাট, হেলমেট মাঠে রেখে গ্লাভস খুলে দেখালেন ন'টি আঙুল। বোঝালেন, এই মরসুমে শনিবার তাঁর ব্যাট থেকে এল নবম শতরান।

কেরলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে করুণ মাত্র ১৪ রানের জন্য শতরান পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে সেই খেদ মিটিয়ে নিলেন মাটি কামড়ে থেকে। শনিবার নাগপুরের করলেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৩তম শতরানও। প্রথম ইনিংসের ফলে কেরলের থেকে বিদর্ভ ৩৭ রানে এগিয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে বিদর্ভ শুরুতে সমস্যায় পড়ে সাত রানে তিন উইকেট পড়ায়। সেখান থেকে দলকে টানেন করুণ। অবশ্য এই ইনিংসেও নীচের দিকের ব্যাটসম্যানদের আগে নামিয়েছিল বিদর্ভ। চতুর্থ দিন দানিশ মালেওয়ারকে পাশে পান করুণ। জুটিতে তোলেন ১৮২।

করুণ শতরান করেন ১৮৪ বলে। মালেওয়ার আউট ৭৩ রানে। দিনের শেষে বিদর্ভের দ্বিতীয় ইনিংসের রান ২৯৪-৪। করুণরা এগিয়ে ২৮৬ রানে। প্রথম ইনিংসে বিদর্ভ করে ৩৭৯। জবাবে কেরল তোলে ৩৪২। চতুর্থ দিনের শেষে করুণ ১৩২ রানে অপরাজিত। খেলেছেন ২৮০ বল। মেরেছেন ১০টি চার, দু'টি ছয়। অঘটন কিছু না ঘটলে বিদর্ভের তৃতীয় বার রঞ্জি জেতা এখন সময়ের অপেক্ষা। করুণ ২০১৩-'১৪ মরসুমে রঞ্জি অভিষেকেও শতরান করেছিলেন। রঞ্জি ফাইনালে এটা তাঁর দ্বিতীয় শতরান। বিজয় হজারে ট্রফিতে সাত ইনিংসে পাঁচটি শতরান-সহ ৭৫২ রান করে চমকে দেন।

■**নায়ক:** ফাইনালে শতরান করে করুণ। মরসুমে নবম। *পিটিআই*

দিনের শেষে অবশ্য করুণ বলেছেন, "কাউকে ইঙ্গিত করতে ৯ দেখাইনি। আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম শতরান পেলে এ ভাবে উৎসব করব।" জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছেন, "এই প্রশ্নের জন্য আমি উপযুক্ত ব্যক্তি নই। আমার লক্ষ্য প্রতি ম্যাচে রান করে যাওয়া।"

বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচের টিকিটের মূল্য ফেরত দেবে পিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদন

১ মার্চ: রাওয়ালপিন্ডির ভেস্তে যাওয়া ম্যাচের টিকিটের মূল্য ফেরত দেবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ২৫ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও ২৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান-বাংলাদেশ ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল। এ জন্য পাকিস্তান বোর্ডের প্রবল সমালোচনাও হয়েছে। অনেকেই বলেছেন, বৃষ্টির কথা ভেবে আগে থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল পাক বোর্ডের।

তিনে গুকেশ, দশে ফিরলেন প্রজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন

১ মার্চ: বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশ সদ্য প্রকাশিত ফিডে র‌্যাঙ্কিংয়ে তিন নম্বরে উঠে এলেন। যা তাঁর খেলোয়াড় জীবনের সেরা। পাশাপাশি আর এক ভারতীয় দাবাড়ু প্রজ্ঞানন্দ আবার প্রথম দশে ফিরেছেন। গুকেশের রেটিং এখন ২৭৮৭। প্রজ্ঞা উঠে এসেছেন আট নম্বরে। তাঁর রেটিং ২৭৫৮। গুকেশের আগে আছেন প্রাক্তন বিশ্বসেরা ম্যাগনাস কার্লসেন (২৮৩৩) ও হিকারু নাকামুরা (২৮০২)।